কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ

"Let all the ends thou aimst at be thy country's,
Thy God's and truth's."

(Henry viii, Act iii, Sc. 2).

স্বদেশ, ঈশ্বর আর সত্য, অনিবার—
জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হউক তোমার !

শ্রীসূর্য্যকুমার ঘোষাল সম্পাদিত।

১৩১৮

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

কলিকাতা,
১৪নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজারস্থিত
"লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে"
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

আমার দেহ—প্রাণ

যাঁহার করুণাশ্রয়ে গঠিত, বৰ্দ্ধিতও পুষ্ট;

আমার বোধ—জ্ঞান

যাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে ও শিক্ষানুশীলনে অর্জ্জিত;

আমার বাক্‌শক্তি

যাঁহার স্নেহ-কোমলাঙ্কে প্রথম পরিস্ফুরিত;

আমার ইষ্টসাধন

যাঁহার জীব-হিতব্রত-ফলে লোকাশীর্ব্বাদে সাধিত;

আমার মানস-বিচারে

যিনি গার্হস্থ্য-জীবনে সত্য-ধর্ম্ম-পালনে আদর্শ কর্ম্মবীর,

যিনি দেহিরূপে

আমার প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর,

সেই পরমগুরু পিতৃদেব,

৺কৃত্তিবাস ঘোষাল মহাশয়ের

স্বর্গীয় আত্মার প্রীত্যর্থক

আমার হৃৎপুষ্পস্বরূপ

"কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ"

ভক্তিভরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

সংসারে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে, অসাধারণ-অধ্যবসায়ী, ন্যায়পরায়ণ, সংযতাত্মা, উন্নতিশীল মহদ্ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। জীবনবৃত্তপাঠ করিলে প্রাণে উচ্চ আশা জাগে, হৃদয়ে শক্তি আসে এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কি প্রথায় কি উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া জীবনকে কর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা—প্রতিভাশালী স্বনামধন্য—মরণেও অমর, এমন মহীয়ানের এবং ন্যায়-নিষ্ঠাবতী, বুদ্ধিমতী, বিদুষী, মহীয়সীর পূতচরিতের অনুশীলন না করিলে জানিতে পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন যে সকল মহাত্মার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত ঐতিহাসিক কাহিনী বিজড়িত, তাহারও সঠিক তথ্য প্রকাশিত হওয়া অবশ্যই আবশ্যক। আমাদের দেশে নব্যযুগে জীবনীর বহুলপ্রচার দেখিতে পাই না। ইদানীং এক একটি উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রন করিয়া, এক একখানি বৃহৎ-কলেবর-বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, এবং কোন কোন খ্যাতনামা মহাত্মার একাধিক জীবনী গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ নীরবকর্ম্মা মহাপ্রাণ-গণের আদর্শ জীবন-কথা সবিশেষ অবগত হইবার কোনও সুবিধা এপর্য্যন্ত ঘটে নাই। বিগতবর্ষে শারদীয়োৎসবের সময় একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে রুদ্রদেবের "খাসী" খাওয়ার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেই গল্পই একখানি মাসিক পত্রে "বড়িশার" সাবর্ণ-চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ বিদ্যাধর রায় মজুমদারের * আখ্যা-

---

* নবাব কর্ত্তৃক "মজুমদারের", পরিবর্ত্তে "চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

য়িকায় সংযোজিত। পুস্তকখানিতে গল্পটির উল্লেখকালে আরও লিখিত হইয়াছে যে—"সাবর্ণ-চৌধুরীবংশের সন্তোষ রায়চৌধুরীর সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, সেইরূপ একটি প্রবাদ রুদ্রদেব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়া থাকে।" প্রথমে মাসিকপত্রখানি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম—বিদ্যাধর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যথার্থই! কিন্তু যখন আবার পুস্তকখানিতে তাহা পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল—হায়রে প্রাচীন কথা! এক গল্পই তিনটি বিভিন্ন আখ্যায়িকায় আরোপিত!! কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, কিছুইত বুঝিতে পারা গেল না! যদ্যপি সমসমকালে অথবা কিছুদিন পরেও সঠিক তত্ত্ব সংগৃহীত ও লিখিত হইত, তাহা হইলে, ইতিহাস যথাসম্ভব নির্ভুল হইয়া, নিঃসংশয় পাঠোপযোগী হইয়া উঠিত। যদি সংশয়ই রহিয়া গেল, তবে ঘটনাটি অবিশ্বাস্যই বা না হইবে কেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অল্পবুদ্ধি যুবক আমি, নূতন আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছি। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপ্রচারক, সাধক, গায়ক, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, চিকিৎসক, ব্যবহারাজীব, সাহিত্যসেবী, যোদ্ধা, শিল্পি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জীবিত, মৃত, প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ বড়লোকগণের জীবন-কথা, পুস্তকাকারে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব; ইহাই আমার ঐকান্তিকী আশা! "বড়লোক" আখ্যায় ধনী লোককে নির্দ্দেশ করিতেছি না; যাঁহারা ধর্ম্ম ও কর্ম্মগুণে বড় হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে।

ধনিমাত্রেরই যে জীবনকথা প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকিব, তাহা নহে; তবে—যাঁহাদের গুণ-গরিমা ও কৃতকর্ম্ম অনুকরণ-

যোগ্য, সেইরূপ ধনবানের জীবনকথা অবশ্যই প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকিব।

মহাজন-জীবনী প্রচার কার্য্যে অবিভাজ্যশক্তি নিয়োগ করিলে যদি কথঞ্চিৎও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে, আশার সার্থকতা অনুভব করিব! কয়েকটি বিখ্যাতরত্নের সমুজ্জ্বল প্রভায় পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত প্রভাসিত দেখিয়া, আমরা আনন্দে বিভোর! কিন্তু এই ভারত-রত্নাকরে এমন কত শত রত্ন বিরাজিত;—এহেন রত্নরাজীর অমলজ্যোতিঃ যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আলোকিত করে, তাহাই আমার প্রধানতম উদ্দেশ্য। কার্য্য সু-মহৎ, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র;—আশা অনন্ত! যাহা হউক, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের করুণায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া এই মহাত্মজীবনী প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলাম; কতদূর কৃতকার্য্য হইব, আদৌ কৃতকার্য্য হইব কি না, তাহা ভবিষ্যৎ এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর। এক্ষণে সাধারণের নিকট প্রার্থনা—সকলে সহানুভূতি-প্রকাশে এই মহদনুষ্ঠানের সহায় হউন।

কালীপুর, বজ্‌বজ্‌।
সন ১৩১৮ সাল।
তারিখ ১০ই আশ্বিন।

বিনীত—
গ্রন্থকারস্য।

ভূমিকা।

পণ্ডিতপ্রবর শিহ্লনমিশ্র "শান্তিশতক" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রারম্ভেই লিখিয়াছিলেন।—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

আমিও মহাত্ম-জীবনী প্রচারকল্পে ব্রতী হইয়া, প্রথমেই আমাদের দেশের একজন বর্ত্তমান অদ্বিতীয় কর্ম্মসাধকের কর্ম্ম কথা লইয়া, দেশবাসীর নিকট ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতেছি। এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন ইহাও নিশ্চয় যে—সংসিদ্ধ কর্ম্মসাধকের জীবনই আদর্শ জীবন। যাঁহার নাম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত, যিনি কর্ম্মগুণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহা হইতে নব্যভারত সদিচ্ছ-ভাবে সংগঠিত হইয়াছে; সেই সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা করা, বোধ হয়, কাহারও মতে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

সুরেন্দ্রনাথ গর্ব্ব, ক্রোধ, প্রলোভ, রোগ, শোক, নিন্দা, ভয় প্রভৃতি স্বভাবশত্রুগণের সহিত জীবনসংগ্রামে কর্ম্মবলে জয়ী হইতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহার পবিত্র নামের বিশেষণে "কর্ম্মবীর" সংযুক্ত করিয়াছি।

সুরেন্দ্রনাথ, মর-জগতে অমর। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"উপকাররতো নিত্যং সদা শান্তিপরায়ণঃ।
দয়াবানবদাতশ্চ ত্যাগশীলস্তথৈবচ।
এতেষাং লিখিতং ধাতা ন মৃত্যুর্ন চবৈশসম্॥"

এমন অমর-জীবন-কথা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে এ কেবল আমাদের আত্মতুষ্টির জন্য। যাঁহার জীবনী লিখিয়া বা পাঠ করিয়া আমরা হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করি; তাঁহারা নিন্দা-প্রশংসার সম্পূর্ণ অতীত! সুরেন্দ্রনাথ, তারকা-পরিবেষ্টিত পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় ভারত-গগনে সুপ্রকাশ। তাঁহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইয়া যায়; তাই তাঁহাকে ভক্তি করিতে, শ্রদ্ধা করিতে, ভালবাসিতে, সকলেরই প্রাণ আকুল হয়! বড় আশায়, বড় ভরসায়, তাঁহার সুপবিত্র জীবন-কথা লইয়া আজ আমি দেশের দশের নিকট সমুপস্থিত!

বাংলা পুস্তকে বিস্তর ইংরাজি সঙ্কলিত হওয়ায়, ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। যদি সঙ্কলিত ইংরাজির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে অসুবিধা অনেকটা দূর হইত; কিন্তু নানা কারণে ইহার অনুবাদ হইল না; প্রকাশ্য বোধে পরিত্যক্তও হইল না। আশা করি, অপরিহার্য্য কারণটির অনুধাবন করিয়া পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি বহুপ্রকারে দৈবকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছি ও হইতেছি। আমার প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয় সুধাংশুকিরণ, শৈশবে কাল-কবলিত হইয়া, আমার জীবনের আশা ভরসা সব নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে! যিনি এই পুস্তকপ্রকাশে প্রধানতম সহায় এবং আমার অগ্রজসদৃশ আশৈশব বন্ধু, সেই শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র

নবমবর্ষীয় শিশু মণিভূষণ, অকালে মর্ত্ত্য-সংসার ছাড়িয়া, আমাদিগকে কাঁদাইয়া পরলোকে চলিয়া গেল! এতদ্ভিন্ন বৈষয়িক ব্যাপারে বিজড়িত থাকিয়া অর্থনাশ ও মনঃক্লেশ উপভোগ করিতেছি। এই সকল কারণে আমার মানসিক অবস্থা স্বচ্ছন্দ নহে; বিশেষতঃ সেই হেতুই পুস্তকখানি আশানুরূপ সুপুষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম না। ইহা ভিন্ন আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পাদিত হওয়া অতীব দুরূহ ও দুরাকাঙ্ক্ষ্য।

সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাসের সময় (১৮৮৩ খৃঃ ১২৯০ সাল) "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে প্রথমে ইহাঁর জীবন-কথা কথঞ্চিৎ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাই পুনর্মুদ্রিত করিয়া পুস্তিকাকারে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণেতৃরূপে "সুরেন্দ্র-জীবনী" নামকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং সুরেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবনচরিত ১৩১৫ সালের প্রারম্ভে "সুপ্রভাত" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিন মাস মাত্র অতি অল্প অল্প পরিমাণে "সুপ্রভাতে" প্রকাশিত হইয়াই, তাহার পর হইতে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে গত বৎসর কার্ত্তিক মাসে আমি এই "কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ" লিখিবার আয়োজন আরম্ভ করি। আমার এই প্রথম উদ্যোগ আয়োজনের মূলে চব্বিশ পরগণা আলিপুরের অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়। তৎপরে আমি আরও দুই এক জন মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সমস্তগুলিই অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখি। কিন্তু আমার পরমহিতৈষী

শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি, রায় চৌধুরী, আমাকে নবোৎসাহে উৎসাহিত করেন। এমন কি, তিনি সময়ে সময়ে এই পুস্তকখানির স্বয়ং প্রুফ-সংশোধন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আমি আর দুই জন সহৃদয় অকৃত্রিম হিতৈষীর যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি; এক জন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী ও আর এক জন কাশীমবাজার রাজষ্টেটের অন্যতম সেক্রেটরি সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়।

এতদ্ভিন্ন পূজ্যপাদ খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার মিষ্টার এ, সি, ব্যানার্জি; হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রাজযজ্ঞেশ্বর মিত্র; ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে; তালতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়; "দৈনিক-চন্দ্রিকা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত; বহুবাজার দত্ত-পরিবারের শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা ও পাহারপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এবং আমার কয়েকজন ছাত্রবন্ধু, আমাকে উৎ-সাহিত ও সাহায্য-সম্বর্দ্ধিত না করিলে, আমি এই পুস্তক সম্পাদনে আদৌ সমর্থ হইতাম না। অতএব আমি তাঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার পূর্ব্বে যাঁহারা যাঁহারা সুরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে যাহা কিছু কিছু ইংরাজি বা বাংলায় মুদ্রণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রধানতঃ স্বর্গীয় শ্রীশবাবুর এবং শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছি; এমন কি তাঁহাদের লিখিত যে ভাষা আমার

ভাল লাগিয়াছিল, তাহাও গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের সংগৃহীত ঘটনা যাহা নির্ভুল নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। "সাধারণী", "বঙ্গবাসী", হিতবাদী"; "বসুমতী", "রঙ্গালয়", "দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা", "ইংলিশম্যান", "ইণ্ডিয়ান্ মিরার", "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্", "সখা", "বৈষয়িক তত্ত্ব", "অমৃতবাজার পত্রিকা", "হিন্দুপেট্রিয়ট", "প্রবাহ", "বামাবোধিনী", "নববিভাকর" প্রভৃতি প্রাচীন সংবাদপত্রের দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইয়াছি; সেজন্য উল্লিখিত সংবাদপত্র সমূহের তত্তসময়ের পরিচালকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সুরেন্দ্রবাবুর জীবনকথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত ও আলোচিত হইলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তকে পরিণত হইত! তাঁহার জীবন-কথা সংক্রান্ত যাহা কিছু অবগত আছি, তাহা সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়া দিতে পারিলাম না; এবং যাহা প্রকাশিত হইল, ইহাতে—ঘটনা সংযোজন ভিন্ন আর কিছুই আলোচনা করিবার সবিশেষ সুবিধা পাইলাম না। তবে—দশ-নারায়ণের কৃপায় যদি কখনও ইহার পুনঃ সংস্করণ ঘটিয়া উঠে, তখন এ সকলের এবং সুরেন্দ্র বাবুর বাংলা-ইংরাজি হস্তাক্ষর ও ধুতি-পরিহিত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও বয়সের প্রতিমূর্ত্তি, যাহা আমার নিকট সংগৃহীত আছে, তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আমাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। ঘটনাবলী নির্ভুল প্রকাশ করাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছি। তথাপি এই পুস্তকে যে সকল ভুল-প্রমাদ আছে, তাহা পাঠকবর্গের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহারা

যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক ভবিষ্যতের জন্য আমার সে ভুল সংশোধনের সহায়তা করিয়া, আমাকে চরিতার্থ করেন,—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। মনুষ্য-চরিত্রে পূর্ণতা অসম্ভব। আমি এই পুস্তকে সুরেন্দ্রবাবুর চরিত্র, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাই নাই; শুদ্ধ তাঁহার কৃতকর্ম্মের ও যশোগৌরবের পরিচয় দিয়াছি। যাহা অনুকরণীয়, তাহাই পাঠককে উপহার দিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি। আশা করি, আমার সকল ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে।

কলিকাতা, ৭১।১ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভ্রম সংশোধন।

৩ পৃঃ ফুটনোটের—জ্যেষ্ঠ রামমোহন ; কনিষ্ঠ মনোমোহন।

২৭ পৃঃ পঞ্চম অধ্যায় স্থলে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

২৮ পৃঃ নন্দকুমার বসু স্থলে নন্দকৃষ্ণ বসু।

৪১।১৭০।১৭২ পৃঃ প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউসন স্থলে প্রেসিডেন্সি স্কুল।

৪৮ পৃঃ ১লা মে তারিখের ইংলিশম্যান।

৬০ পৃঃ ১২ মে তারিখের ইংলিশম্যান।

৬১ পৃঃ মন্মথনাথ মল্লিক স্থলে মন্মথকুমার মল্লিক।

৬২ পৃঃ চার্লসপল এক নাম ; দুই নহে।

৭২ পৃঃ বি, এল, গুপ্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না ; প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

৭২ পৃঃ তিনজন বালকের অর্থদণ্ড হয় নাই। প্রমথনাথ রায়ের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও সপ্তাহ কারাবাস হইয়াছিল। আর পাঁচ জন খালাস পাইয়াছিলেন। ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২০৯ পৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্র প্রসাদ স্থলে সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রপ্রসাদ।

২২৩ পৃঃ দুইজন মাননীয় জজ মহোদয়দ্বয়ের স্থলে দুইজন মাননীয় জজ মহোদয়ের।

২২৩ পৃঃ কার্গাইল স্থলে কার্গিল।

২২৫ পৃঃ অশ্বথমা স্থলে অশ্বথামা।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাকপুর সেনানিবাসের নিকটে মণিরামপুর নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় বহুকাল হইতে একঘর রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ বসবাস করিতেন। সেই বংশে একজন অসাধারণ-ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাভাগ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোধ হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তিনি শৈশবে সৎসাহসিকতা ও যৌবনে অধ্যয়নশীলতা এবং প্রৌঢ়ে অলৌকিক ক্ষমতায় রোগনির্ণয়-দক্ষতা প্রভৃতি গুণে চিকিৎসা-জগতে অত্যাশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ধন্বন্তরিকল্প দুর্গাচরণের দ্বিতীয় পুত্রই—এই সুরেন্দ্রনাথ।

পিতৃ-পরিচয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর, সন ১২৫৫ সালের ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার, কলিকাতা, তালতলা, ৩৩নং নেউগীপুকুর-ওয়েষ্ট-লেনস্থিত আবাস-ভবনের ঢেঁকিশালে, সত্ত্ব-গর্ভা জগদম্বা দেবীর গর্ভ হইতে সুরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন।

জন্ম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। অনেকেরই ধারণা আছে যে—ইনিই সুরেন্দ্রনাথের বিমাতা। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে; সুরেন্দ্র-নাথের পিতার প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোকগতা হইলে পর তিনি দ্বিতীয়বার যাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানই সুরেন্দ্রনাথ-প্রভৃতি। সুরেন্দ্রনাথের গর্ভ-ধারিণী অসামান্যরূপলাবণ্যময়ী, সুশীলা ও দয়াবতী রত্ন-প্রসূতি দেবী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পতিপ্রাণা, সংযতেন্দ্রিয়া, পরদুঃখ-মোচন-কারিণী, সহধর্ম্মিণী দুর্গাচরণের ন্যায় মাহাপ্রাণের পক্ষেই যে সম্ভবযোগ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই!

মাতৃ-পরিচয়।

সুরেন্দ্রনাথেরা পাঁচ সহোদর। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, তালতলা—৩৩ নং নেউগীপুকুর ইষ্ট লেনের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ মধ্যম; ইনি প্রথমে তালতলার বাড়ীতেই থাকিতেন; কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পৈত্রিক-আবাস-গ্রামে শ্বশুরের বাস্তু-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বাড়ী করিয়া অদ্যাবধি তথায় বসবাস করিতেছেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সূত্রে মালিক হইয়াছেন বলিয়াই, সুরেন্দ্র-নাথের শ্বশুরালয়ে অবস্থান! সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় সহোদর ৺উপেন্দ্রনাথ, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সন্তান-সন্ততি রাখিয়া, পরলোকে গমন করেন। চতুর্থ ৺মহেন্দ্রনাথ পঁয়ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কালকবলে নিপতিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন; তিনি ৮নং ওল্ড পোষ্টঅফিস ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন। জিতেন্দ্রনাথ বলবীর্য্যে দুর্ব্বল বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ!

ভ্রাতৃ-পরিচয়।

সুরেন্দ্রনাথের একটিমাত্র সহোদরা ছিলেন; তাঁহার নাম—

সহোদরার পরিচয়।

শিবগৃহিণী দেবী; তিনি এখন পরলোকে। *

যে বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই রত্নগর্ভা পণ্ডিত-প্রসবিনী পুণ্য-ভূমিতে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। যে সকল মহাপুরুষগণ দেশ-কাল-অবস্থাগত নানা-প্রকার বাধাবিঘ্ন ও বিপদ-আপদ অধ্যবসায়বলে উত্তীর্ণ হইয়া, বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জনপূর্ব্বক মানব-মঙ্গলে জীবন-সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া যশোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন এবং অপ্রতিহত সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্বলে ইতিহাস-আকাশে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর মহাপুরুষমধ্যে গণনীয়!

সুরেন্দ্রের শ্রেণী-সংস্থান।

সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন প্রথম শিক্ষার্থ পাড়ার পাঠশালায় প্রেরিত হন। যখন ইনি পাড়ার পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, তখন একদিন পাঠশালে যাইতে বিলম্ব হওয়ায়, গুরুমহাশয়, সুরেন্দ্রনাথকে "ম্যাড়া বামুন" বলিয়া ভৎ সনা করিয়াছিলেন। শিশু সুরেন্দ্র, নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাঠশালা পরিত্যাগ করেন। মাতাপিতার পীড়নেও ইহাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় নাই। ইনি কিছুতেই আর সে পাঠশালায় যাইলেন না। অবশেষে ইহাঁর পিতা ইহাঁকে পটলডাঙ্গার বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। শিশু সুরেন্দ্রনাথের

শৈশবে শিক্ষা-প্রবেশ ও মানসিক তেজের পরিচয়।

* তাঁহার স্বামী জনাইনিবাসী স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল, আলিপুরের উকীল।

মানসিক তেজঃ দেখিয়া দুর্গাচরণ আশার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একখানি উইল করিয়া যান। তাহাতে লিখিত ছিল,—"দৈবক্রমে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ যখন পরিণতবয়স্ক হইবে, আমার সম্পত্তি হইতে তখন তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে ইংলণ্ড যাইবার ব্যয় প্রদান করিতে হইবে।"

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে—বোধ হয়, দুর্গাচরণ তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু-পুত্রের শুভ্রললাটে মহত্ত্বের চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি সকল পুত্রাপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথকেই সমধিক স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। দুর্গাচরণ অদ্বিতীয় অনুমান-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন; সেই শক্তি-বলেই তিনি আশা করিয়াছিলেন যে—সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যজ্জীবন মহত্তর ও জ্যোতির্ম্ময় হইবে।

মামার বাড়ী ও মানসিক তেজের পরিচয়।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী "বড়য়াঁ" গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের মাতুলালয়। ইহাঁর মাতুল ৺মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরীব ছিলেন; সে কারণ ডাক্তার দুর্গাচরণ শ্যালকের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে নিজভবনে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও সুরেন্দ্রনাথের মাতুল সুরেন্দ্রনাথদের বাড়ীতেই থাকিতেন, তথাপি কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নয় বৎসর বয়সের সময় একবার মাতুলালয়ে যাইবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গাচরণ যাইতে দেন নাই; সে কারণ শিশু-হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে দৃঢ়ভার ধারণ করিল।

তাহার কিছুদিন পরে ইহাঁর মাসীর বিবাহোপলক্ষে তালতলা হইতে ইহাঁর মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলেই "বড়য়াঁ" গ্রামে যাইলেন, কিন্তু নবমবর্ষীয় সুরেন্দ্রনাথ একা তালতলার বাড়ীতে ভৃত্যবর্গের নিকট রহিলেন, কিছুতেই মাতাপিতার সঙ্গে গেলেন না। তদবধি তিনি আর কখনও মাতুলালয়ে গমন করেন নাই।

ইহা দ্বারাই শিশু সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছাশক্তির বলবত্তার পরিচয় উপলব্ধি হইল। সুরেন্দ্রনাথ চিরজীবনই স্ব-ইচ্ছাশক্তির উপাসক। ইনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন, সহস্রজনের সহস্র উপদেশ অনুরোধে বা পীড়নভয়ে তাহার ব্যতিক্রম করেন না। অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথের সদসদ্-বিবেচনা, অধিকাংশই অভ্রান্ত বলিয়া সুধীজনগণের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। সুরেন্দ্রনাথ অন্য কাহারও মতামতের অনুসরণ যে না করেন, তাহা নহে। তবে যতক্ষণ না নিজে বুঝিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রান্ত-মতের পশ্চাদ্ধাবন করিতে নিরস্ত থাকাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মহদ্‌গুণ।

প্রাতঃকালের মূর্ত্তি দেখিলে, যেমন অনুমানে দিনমানের ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, এবং কোরক দেখিয়া পুষ্পের সৌরভ-সৌন্দর্য্যের পরিণতি যেমন বুঝিতে পারা যায়; সেই প্রকার শৈশবেই শিশুর ভবিষ্যজ্জীবনের ছবি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; ভবিষ্যতের ছায়ালোক সেই কোমল সৌকুমার্য্যে প্রতিফলিত হয়। ভাবী রাজনীতি-বিশারদের প্রশস্ত ললাটে মহত্ত্ব যেন অঙ্কিত ছিল এবং নয়নের বিমল জ্যোতিঃতে অন্তরেও অলোক-সাধারণ অস্ফুট দীপ্তি প্রকাশ পাইত।

সুরেন্দ্রের ভাবী জীবনের সুলক্ষণ।

সুরেন্দ্রনাথ শৈশবে দুই বৎসরকাল মাত্র বাংলা লেখাপড়া

শিখিয়াছিলেন। সেই নিতান্ত কোমল বয়সেই ভালরূপ ইংরাজি-শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইহাঁকে সপ্তম বর্ষ বয়সে ডভ্‌টন কলেজের স্কুল বিভাগে পড়িতে দেওয়া হয়। তখন অবশ্যই ইংরাজির কিছুই বুঝেন না, অথচ সহপাঠিগণ সকলেই ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়; সুতরাং অনায়াসে তাহারা সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিপদে বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিত। অন্য ছেলে হইলে সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিষ্ঠিতে পারিত কি না সন্দেহ; কিন্তু আবাল্য সুরেন্দ্রনাথের ধৈর্য্যগুণ অসাধারণ। সাহেব-শিশুদের ব্যবহারে সর্ব্বদা বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সেজন্য কখনও স্কুল কামাই করেন নাই। হিন্দুপর্ব্বাদিতে স্কুলের ছুটি হইত না; সে কারণ কখনও স্কুলে যাইতে ত্রুটি করিতেন না। দুর্গোৎসবের সময় একবার ইহাঁর কোন বাল্য-সুহৃদ্ তাঁহাদের নিজের বাড়ীর পূজা-উপলক্ষে ইহাঁকে লইয়া যাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে আগ্রহ এবং অনুরোধ, আমোদের সেই প্রলোভন উপেক্ষা করা বালকের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুকে বুঝাইলেন- "ভাই, আগে কাজ; তার পর আমোদ আহ্লাদ।" পড়া তৈয়ারি না হইলে ইনি খেলা করিতে মত্ত হইতেন না। বৃথা আমোদপ্রমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। বিশ্রামকালটুকু নিদ্রায় কাটাইতেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত ইহাঁর নিদ্রার সময় চিরনির্দ্দিষ্ট। নিয়মমত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও ব্যায়াম ইনি এযাবৎ সমভাবেই করিয়া আসিতেছেন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি চিরদিনই ইহাঁর পরিচালিকা; আর তাহার পালনই জীবনের মূলমন্ত্র। শৈশবেই সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বুদ্ধির ও

বাল্যকাল।

অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যালোচনায় ইহাঁর যে প্রকার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধ্যয়নকালে প্রায়ই তন্ময় হইয়া যাইতেন। ইনি খুব গোলমালের মধ্যেও অবহিত-চিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। শৈশবাবস্থায় বিদ্যানুশীলনে ইহাঁর ন্যায় একাগ্র-চিত্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা নিবিষ্টমনে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন; দেখিলে বোধ হইত, যেন প্রতি অক্ষরের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেছেন। ইনি যখন পঞ্চমশ্রেণীতে পড়িতেন, সেই সময় পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে ইহাঁর মাতাপিতা স্বজন প্রভৃতি মণিরামপুরস্থ বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে ফিরিবার সময় জলপথে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র-জনক দুর্গাচরণ অত্যন্ত আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন; সে কারণ নৌকাতে নানারূপ কৌতুক ও সঙ্গীতাদি হইতেছিল; সেই নৌকায় সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথও আসিতেছিলেন। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ নৌকার প্রান্তভাগে বসিয়া স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক লইয়া অধ্যয়নে রত ছিলেন; আর অন্যদিকে অন্যান্য আরোহিগণের রহস্যামোদ ও গান-বাজনা চলিতেছিল। দশমবর্ষীয় বালকের একাগ্রচিত্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু ইহাঁর গৃহ-শিক্ষক অথবা এমন কেহই ছিলেন না যে—ইহাঁকে ইংরাজি হইতে বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ বুঝাইয়া দেন। তথাপি ধীমান্ বালক প্রতিবৎসরই সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। অহিত চক্রবর্ত্তী নামক "শীলস্ ফ্রি" স্কুলের একটী ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের সমপাঠী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ

এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে পড়িবার সময় অহিতেরই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত পাঠ হইতে স্বীয় পাঠ অভ্যাস করিতেন।* ইনি শুনিয়া শুনিয়া ভাল ইংরাজী শিখিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি কম্পোজিশন, ডিক্‌সনারিরও বিশিষ্ট সাহায্য লন নাই; কেবল লেনিজ্ গ্রামার-খানিই ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতেই সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজিশিক্ষার এতদূর উন্নতি! অনেকেই ত লেনিজ গ্রামারখানি পড়িয়াছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় পড়ার মত পড়া পড়িয়াছেন কি কেহ?

মনুষ্যজীবনের প্রভাতেই মহত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়; অঙ্কুরে বৃক্ষের গুণ জন্মে। শৈশবকাল হইতে সুরেন্দ্রনাথের আশা অতি উচ্চ। ইনি যখন স্কুল, কলেজে পড়িতেন, সেই সময় প্রধান ছাত্র বলিয়াই গণ্য ছিলেন। উচ্চভাবের মেধার সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁর স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণ অনুকূল। সে সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় চির জীবনই সৌভাগ্যশালী। শৈশবকাল হইতে এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত ব্যায়াম ইহাঁর বিশেষরূপ অভ্যস্ত। যৌবনে চরিত্র-সংরক্ষণ করিয়া সুরেন্দ্র-নাথ আদর্শযুবক হইতে পারিয়াছিলেন। সচ্চরিত্রতার বলেই সুরেন্দ্রনাথের মেধাশক্তির পূর্ণবিকাশ। পাপসংসর্গ সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়াই, ইনি এখন পর্য্যন্তও যুবজন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক, সকল বলেই ইনি আজীবন সমভাবেই বলীয়ান্। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই সহিতে

---

* নামে অহিত বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের হিতসাধনপূর্ব্বক জগতের প্রভূত উপকার করিয়া অক্ষয়স্বর্গে স্থানার্জ্জন করিয়াছেন।

পারিতেন না। পাড়ার মধ্যে কোনও দুষ্টলোক কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে শুনিলে, বালক সুরেন্দ্র যতক্ষণ তাহার প্রতি-বিধান করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ কদাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সকল কার্য্যে অদম্য-উৎসাহ ও ব্যস্ততার ভাবটা ইহাঁর চিরদিনই সমান। এখন যিনি ইংরাজি বক্তৃতায় বক্তৃবৃন্দের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, সেই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা করিবার হাতেখড়ি তালতলার স্কুলে! সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাকালের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি ও তন্ময়ত্ব বাল্যেও লক্ষিত হইত। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশ-টাকা বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী "শীলস্ ফ্রি-স্কুলের" সেই ছাত্রটি—অহিত চক্রবর্ত্তী পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এল, এ, পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক সাতাইশ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ও ল্যাটিন ভাষার রচনায় উৎকর্ষ দেখাইয়া, কতকগুলি পুরস্কার লাভ করেন। পরোপচিকীর্ষা সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া-ছিল। ইনি যে বৃত্তির টাকা পাইতেন, তাহাতে শিক্ষার্থিগণের সাহায্য করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ স্কলারশিপের টাকায় যাঁহাদিগকে পড়াইতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কাঁথির খ্যাতনামা উকীল ৺বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা।* বৈকুণ্ঠবাবু, সুরেন্দ্রনাথেরই সমবয়স্ক লোক। সুরেন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে বৈকুণ্ঠবাবুর বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়া-

* ইহাঁর পুত্র তমোলুকের প্রসিদ্ধ উকিল ৺শরচ্চন্দ্র হাজরা ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র হাজরা।

ছিলেন। নারীশিক্ষার প্রতিও সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। আমাদের দেশের নারীজাতিকে যে শিক্ষা দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন, তাহা বাল্যেই ইহাঁর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। ইনি সে সময় তালতলায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহাতে অর্থসাহায্য করিতেন। ডল্ সাহেবের মদ্যপাননিবারণী সভার সহিত সুরেন্দ্রনাথ বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাদক দ্রব্য যে কিরূপ অপকারী, তাহা ইনি বাল্যেই বুঝিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—"সুরেন্দ্রনাথ দায়ে পড়িয়া স্বদেশহিতৈষী হইয়াছেন।" বস্তুতই কি তাই? না;—কথনই তা' নয়! যিনি ছাত্র-জীবনে নিজ-ছাত্রবৃত্তির টাকা দেশের ও দশের উপকারে ব্যয় করিতেন; যাঁহার বাল্যচরিত্রে উপচিকীর্ষা-বৃত্তির এতটা পরিস্ফুরণ; তিনি দায়ে পড়িয়া স্বদেশহিতৈষী হইয়াছেন, ইহা ভ্রান্তি-কল্পনা-মূলক রটনা!

ফলা'র খাওয়া।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে "ফলারে বামুন" হইয়া উঠিয়াছিলেন! ইনি নিমন্ত্রণ থাইতে যাইয়া সন্দেশাদি অতি যত্নের সহিত বাঁধিয়া আনিতেন। সন্দেশাদি ও ভোজন-দক্ষিণার পয়সা এমন ভাবে কতকগুলি গেরো আঁটিয়া বাঁধিতেন যে—তাহা যেন সহজে কেহ খুলিয়া লইতে না পারে। সুরেন্দ্রনাথ শৈশবাবধি সাহেব-ঘেঁষা, তথাপি কিন্তু বাল্যকালে "ফলার থাওয়া" ছাড়েন নাই! এখন কিন্তু নিমন্ত্রণের নামে সুরেন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত! কারণ আর কিছুই নয়; কারণ—সময়ের মূল্যাধিকতা! আর একটি কারণ আছে বলিয়া শুনা যায়; সুরেন্দ্র-নাথের ধারণা—নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আমন্ত্রক মহাশয় জেদাজেদি করিয়া

প্রায়ই গুরু-ভোজন করিতে বাধ্য করিয়া ফেলেন ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ শুধু আহারে কেন, সকল বিষয়েই মিতাচারী। তাই তিনি নিমন্ত্রণ খাওয়া তুলিয়া দিয়াছেন।

রূপ ও সৌন্দর্য্য।

সুরেন্দ্রনাথ অতীব প্রিয়দর্শন ও সুন্দর-কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন। ইহাঁর মুখশ্রীতে নম্রতা, হাস্যে মধুরতা, উৎফুল্ল নয়নযুগলে ও সুপ্রশস্ত ললাটে গভীর চিন্তাশীলতা ও মহতী-বুদ্ধির চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল। এই সকল সদ্‌গুণরাশির সমন্বয়ে ইহাঁর মুখচন্দ্রমার সৌন্দর্য্যরশ্মি আঁধারে আলো করিয়া থাকিত !

বিবাহ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের পিতার খুড়তুত ভাই দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * মণিরামপুরের পৈত্রিক বাড়ীতে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রী-পূজা করিতেছিলেন। পূজা বাড়ীতে প্রতিমার সম্মুখে লোকে লোকারণ্য ; সুরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাকার অধিবাসী নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে একটি রূপলাবণ্যময়ী দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীকে দেখাইয়া রহস্যচ্ছলে বলিলেন,—"তুমি উহাকে বিবাহ করিবে ? উনি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ; উহাঁর পিতা নাই, মাতাই অবিভাবিকা ; ঐ পাত্রীটিকে বিবাহ করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"তাহাতে আমার কোন অমত নাই।"

নন্দগোপাল সাগ্রহে বলিলেন—"উহার মাতার নিকট এই শুভ প্রস্তাবের উত্থাপন করিব কি ? কিন্তু তোমার পিতা ধনবান্ ; তিনি তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্রের সহিত হয়-ত কোন ধনীর তনয়ার বিবাহ দিবেন !"

* ইনি প্রথমে ওকালতী করিতেন, পরে বেশী বয়সে ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন।

ধীর প্রশান্তভাবে সুরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—"নিঃসংশয়ে তুমি এই বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন কর; আমি পণ লইয়া বিবাহ করিব না।"

নন্দগোপালের চেষ্টায় বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পৌত্র কুলীন-কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া, সুরেন্দ্রনাথের পিতামহী সে বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে—"কুলীন-কন্যা সৌভাগ্যবতী হন না।" সেই কারণেই শ্রোত্রীয়-কন্যার সহিত সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল। মাতৃআদেশ না পাইলে, সুরেন্দ্রনাথের পিতা কোন কার্য্যই করিতেন না। দুর্গাচরণ মাতার অসম্মতি বুঝিয়া উপরিবর্ণিত বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক একজন ধনীর কন্যার সহিত দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা বিবাহান্তে জামাতার ইংলণ্ডের শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন, তাহাও স্থিরীকৃত হইল। একদিন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ ভাবিজামাতা দেখিতে আসিলেন। পিতার আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপস্থিত হইলেন। একব্যক্তি ইহাঁকে কোন প্রশ্ন করিলে, উত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন যে,—"আমি পরীক্ষা দিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না; আপনারা আবশ্যক বোধ করিলে, বিদ্যালয়ে গিয়া জানিতে পারেন।" অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ পিতৃসকাশে সে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দুর্গাচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"যদি তুমি আমার মতে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা কর, তাহা হইলে, তুমি আমার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ অবিচলিতভাবে বিনীতস্বরে পিতাকে বলিলেন,—

স্বর্গীয়া চণ্ডীদাসী দেবী

(৺সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী)

"আমি একজন অসহায়াকে আশা দিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতি করিয়াছি ; তাহাতে আমায় পর্ণকুটিরবাসী চীর-পরিহিত হইতে হইলেও, আমি আমার দারিদ্র্য-ক্লেশ হাসি-মুখে বহন করিব। দীনহীনা বিধবার কন্যাদায় মোচন করাই আমি সবিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"

দুর্গাচরণ পুত্রের কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রীত হইয়া, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিবাহসম্বন্ধ অনুমোদন করিলেন। যে কন্যাটীর সহিত সুরেন্দ্র-নাথের বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল, তিনি মণিরামপুরের সুবিখ্যাত দানশীল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুকুলগৌরব স্বর্গীয় মহাত্মা ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ; এবং এই গ্রামেরই অধিবাসী চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে, সন ১২৭৪ সালের ২৪শে বৈশাখ সোমবার শ্রীমতী চণ্ডীদাসী দেবীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল।

বিবাহান্তে সুরেন্দ্রনাথ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়াও, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে পর, ডভ্‌টন কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল জে, শাইম্‌ সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠাইবার জন্য দুর্গাচরণকে একখানি অনুরোধপূর্ণ পত্র লিখেন। সুরেন্দ্রনাথের শৈশবকাল হইতে দুর্গাচরণ যে বাসনা সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন।

বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত-যাত্রা।

সুরেন্দ্রনাথের উচ্চ-আশাভরা হৃদয়ও উচ্চ-শিক্ষালাভাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল! কিন্তু আজকালের ন্যায় সে সময় বিলাত

যাওয়া সহজ-সাধ্য ছিল না। সুরেন্দ্র-জননী অতিশয় নিষ্ঠাবতী হিন্দু-ললনা; তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে একান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে দুর্গাচরণ স্ত্রীর অজ্ঞাতসারেই পুত্রকে বিলাত পাঠাইবেন, মনস্থ করিলেন। একদিন সুরেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে আত্মীয়গৃহে দুই তিন দিনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেই অবসরে দুর্গাচরণ পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের স্নেহশীলা জননী সহসা গৃহে আসিয়া, পুত্রকে বিলাত যাইতে তৎপর দেখিয়া,তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। মহাগোলযোগে সেবার আর সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়া হইল না। পিতাপুত্রে বড়ই দুঃখিত হইলেন; কিন্তু উৎসাহহীন হইলেন না। দুর্গাচরণ স্বয়ং ও আত্মীয়স্বজনদ্বারা পত্নীকে অনেক বুঝাইলেন। পরিশেষে নানা প্রলোভনে পড়িয়া সুরেন্দ্রজননী পুত্রকে বিলাত যাইতে অনুমতি দিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ সমাজ-সংস্কারক দলের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন; তজ্জন্যই তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। প্রথমতঃ গৃহিণীকে লুকাইয়া, পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন; এবার সর্ব্বসমক্ষেই পুত্রের বিলাতযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিলাত-যাত্রার স্থিরভাবে সম্পাদ্য সম্পাদন হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সামাজিক ভয়ে বিলাত যাওয়ায়, এই সময় ব্যাঘাত ঘটিত ; সেই জন্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্ত অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের অগোচরে ও অজ্ঞাতসারে সুরেন্দ্রনাথের সহযাত্রী হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজের ও বন্ধু দুইজনের জন্য "মূলতান" নামক মেল-ষ্টীমারের একটি কুঠ্‌রি ভাড়া করিয়া, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ প্রাতঃকালে "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে, তিনজনে একত্র বিলাতযাত্রা করিলেন। একাদিক্রমে চল্লিশদিনকাল ষ্টীমার ও রেলে কাটিয়া গেল। অতঃপর ১১ই এপ্রেল তারিখে তিনটি বাঙ্গালী যুবক একই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন।

বিলাতে মহাত্মা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, ব্যারিষ্টার) ইহাঁদিগের বিলাতে পৌঁছানর সংবাদ পাইয়া নিজের লণ্ডনস্থ প্রবাস-গৃহে ইহাঁদিগকে লইয়া গেলেন। সপ্তাহকাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, ল্যাটিন-অধ্যাপক "ইলি"র ভবনে চলিয়া গেলেন। তথায় থাকিয়া "ইলি"র নিকট ল্যাটিন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক "ইলি" একটি মনোরম আবাসে অবস্থিতি করিতেন। প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার অপার সৌন্দর্য্যে সেই স্থানটিকে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা অধ্যাপনা

বিলাত-প্রবাস।

কার্য্যে জীবন-নিয়োগ করেন, তাঁহাদের আবাসস্থল যে সারদা-কুঞ্জের ন্যায় শান্তিপ্রদ, তাহা ত সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে! সুরেন্দ্রনাথ কঠোর পরিশ্রম সহকারে "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যাপক "ইলি"র গৃহে রাত্রি দশটার সময় শয্যাগ্রহণ ও প্রত্যূষে সাতটার সময় শয্যাত্যাগ করিবার নিয়ম বাধাবাঁধি ছিল। সেই জন্য ইনি অভিলষিত পাঠ সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারিতেন না। যদিও ইহাঁর অধিক রাত্রি-জাগরণ অভ্যাস ছিল না, তথাপি কিন্তু ঐ সময় মধ্যরাত্রে গোপনে শয়নগৃহে দীপ জ্বালিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

"ইলি"র বাসভবন হইতে "ইউনভ্যার্সিটি কলেজ" অন্যূন চারি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। ঐ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে ইহাঁকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। অধ্যাপক "ইলি" সুরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। "ইউনভার্সিটী কলেজের" অধ্যাপকগণও ইহাঁকে সমধিক স্নেহ করিতেন। তন্মধ্যে "হেন্‌রি মর্‌লে" ও "ডাঃ থিওডোর গোল্ডষ্টকার" এই দুইজন সহৃদয় অধ্যাপকের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ, "মরলে"র নিকট ইংরাজি ও গোল্ড্‌ষ্টকারের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। ইংলণ্ডেই ইনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন।

এক বৎসরমাত্র সংস্কৃত পড়িয়াই ইনি পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য পরীক্ষা প্রদান করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক "কাউয়েল" সংস্কৃতের, অধ্যাপক "টড্‌হণ্টার" অঙ্কশাস্ত্রের, ও

ডাক্তার "কার্পেণ্টার" প্রাণিবিদ্যার পরীক্ষক ছিলেন। ঐ বৎসর তিনশত ত্রিশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারিজনমাত্র ভারতবাসী "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সকলেই ইউরোপীয় ছাত্র। ভারতীয় ছাত্রচতুষ্টয়ের নাম ;—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারিলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীপদবাবাজী ঠাকুর। যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফলের সংবাদ প্রকাশিত হইলে জানিতে পারিলেন যে,—"ইহাঁরা চারিজনেই "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সিবিল সার্ব্বিসে নিয়োজিত হইবার জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর এক গোলযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল! সিবিল সার্ব্বিসের কমিশনরেরা প্রকাশ করিলেন যে, "সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরের পরীক্ষা দিবার বয়স কুড়িবৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে ; অতএব ইহাঁদের "সিবিল সার্ব্বিসে" প্রবেশলাভে অধিকার নাই।" সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ ও বাবাজী ঠাকুরের নাম সিবিল সার্ব্বিসের তালিকা হইতে খারিজ হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে কমিশনরদিগের নিকট পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য দরখাস্ত করিলেন ; কিন্তু কমিশনরগণ ইহাঁর প্রার্থনায় উপেক্ষা করিলেন। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ কুইন্স্ বেঞ্চের চিফজষ্টিস "কোবরণ" সাহেবের নিকট আপীল করিলেন ; আপীল মঞ্জুর হইল। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর কিন্তু হতাশ হইয়া উপায়ান্তরগ্রহণে নিরস্ত থাকিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পিতৃসকাশে ঐ সকল সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করিলেন। ঐ অশুভ সংবাদ দুর্গাচরণের কর্ণে পশিল ; তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন! যিনি দুর্গাচরণের নিকট ইংরাজি-বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং দুর্গাচরণেরই চিকিৎসা-সাহায্যে শতশত রুগ্ন

পীড়িতের প্রাণদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরই দুর্গাচরণের মনঃক্লেশে শান্তিবারি সেচন করিতে লাগিলেন। পরমকারুণিক বিদ্যাসাগর ও তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল, উকীল মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মগণ সুরেন্দ্রনাথের কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া, "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষোপযোগী বয়স নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, নানা তর্কযুক্তিসহকারে বিলাতে পত্রাদি লিখিয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। কুইন্স্ বেঞ্চের জজেরা কমিশনরদের উপর রুল জারি করিয়া কারণ দর্শাইতে বলিলেন যে,—"কেন সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে না ?"

এই সময় এখানে ডাক্তার দুর্গাচরণ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। দুর্গাচরণ রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বিচারফল জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত! তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা হইবার আশা পাওয়া গিয়াছে, তখন দুর্গাচরণের নিরাশ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল ; উৎকণ্ঠাদগ্ধচিত্তে আনন্দ-সলিলের প্রবাহ বহিল! কিন্তু হায়! তাঁহাকে আর বিলাতপ্রত্যাগত "সিবিলসার্ব্বিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে হইল না ;—"সিবিল সার্ব্বিসে" প্রবেশাধিকার লাভ ; এই চিরেপ্সিত শুভসংবাদও শুনিতে হইল না! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ৩টার সময় একান্নবৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রিয়তমা পত্নী এবং পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া দুর্গাচরণ কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

পিতৃ-বিয়োগ।

বঙ্গভূমি আঁধার করিয়া, বঙ্গের চিকিৎসাকাশ হইতে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খসিয়া পড়িল! অন্যদিকে কুইন্সবেঞ্চের রুলজারির ফলে কমিশনরগণকর্তৃক সুরেন্দ্রনাথ সিবিলিয়ান হইবার আদেশ লাভ করিলেন। মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বেও দুর্গাচরণ, সুরেন্দ্রনাথের বিচারফল জানিবার জন্য আকুলপ্রাণ হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আপীলের বিচারফলে "সিবিলসার্ব্বিসে" প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই শুভ-সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন; কলিকাতায় সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বদিনেই দুর্গাচরণ মর্ত্ত্য-সংসার-পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই নিদারুণ পিতৃ-বিয়োগ-সংবাদ সুরেন্দ্রনাথকে কেহই জানাইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ দুই সপ্তাহকাল বাড়ী হইতে কোনও পত্রাদি না পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। বন্ধুবর্গের নিকট বাড়ীর সংবাদের জন্য অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কেহই ইহাঁকে কোন সংবাদ দিলেন না। সেই সময় কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার কে, এম, চ্যাটার্জ্জী, স্মলকজ কোর্টের জজ ছিলেন) ইহাঁর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই নিকট হইতে সুরেন্দ্রনাথ শোকাবহ পিতৃবিয়োগ সংবাদ অবগত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া, শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন; বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অনেক সান্ত্বনার পর ধৈর্য্য ধরিলেন।

সুরেন্দ্রনাথকে বয়সের জন্য যেরূপ বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল, শ্রীপদবাবাজী ঠাকুরের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আপীলের ফলে নির্ব্বিবাদে বাবাজী ঠাকুরের ফাঁড়া কাটিয়া গেল! "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিবার পরেও দুই বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়; কিন্তু

সুরেন্দ্রনাথ বহুপ্রকারে নিগৃহীত হওয়াতে ইহাঁর এক বৎসর সময় অযথা অপব্যয়িত হইয়াছিল। অবশেষে কঠোর পরিশ্রম সহকারে এক বৎসরেই দুই বৎসরের পাঠ সমাধা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনই ধী-শক্তি-সম্পন্ন ও পরিশ্রমী।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ, তিনবন্ধু মিলিয়া এক সঙ্গে এক সময়ে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। সেই সময়ে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব চলিতেছিল। সে কারণ 'ইহাঁরা বিদ্রোহিদলের লোক'—এই সন্দেহে 'প্যারি'তে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন। সুরেন্দ্রনাথপ্রভৃতিকে সে দিনকার মত হাজতে থাকিতে হয়। পরদিন ইহাঁরা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রজা বলিয়া প্রমাণিত হইলে, নিষ্কৃতিলাভ করেন।

ফ্রান্সে—আটক।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ সহযাত্রী বন্ধুদ্বয়ের সহিত ইউরোপ হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া, যথাসময়ে বোম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোম্বে হইতে কলিকাতাভিমুখে আসিবার কালে এলাহাবাদ ষ্টেশনে বহু সম্রান্ত ব্যক্তিগণকে উপস্থিত দেখিলেন। তথাকার সম্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তথায় ইহাঁদের অভ্যর্থনার জন্য স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে একটী বিরাট-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে উপস্থিতজনগণের ধন্য-বাদ করিয়া একটী সুন্দর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সমুদায় এলাহাবাদ-বাসী সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর এলাহাবাদ হইতে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন।

বোম্বে অবতরণ ও এলাহাবাদে অভ্যর্থনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রনাথ রেলযোগে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাওড়ার গঙ্গাবক্ষে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ ও স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু দু'টি জলভারে সিক্ত হইয়া উঠিল। সেদিন পিতা বর্ত্তমান থাকিলে সুখ-উচ্ছ্বসিত, স্নেহ-উদ্বেলিত হৃদয়ে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইতে আসিতেন! যিনি প্রাণে কত আশা ধরিয়া পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ সে পিতাকে আর দেখিতে পাইলেন না!! সুরেন্দ্রনাথ বিষণ্নমনে তালতলার নেউগীপুকুর ষ্ট্রীট লেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া পিতৃ-হীন সংসারে "মা, মা," বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্র-জননী পুত্রের সম্বোধনে আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সুরেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বাবা! সর্ব্বস্বহারা অভাগিনী আমি, এই যে!"— সুরেন্দ্রনাথ জননীকে নিরালঙ্কারা, শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা, শোকাতুরা রুগ্না অবস্থায় দেখিতে পাইয়া, বিস্ময়াভিভূতের ন্যায় জননীর সকরুণ মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। জননীকে দেখিবামাত্রই ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের ভ্রান্তি দূর হইল; তিনি জননীর স্নেহ-কোমল হাত ধরিয়া অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রের অবিরাম অশ্রুস্রোত ধরণীতলকে সিক্ত করিয়া তুলিল!!

বাঙ্গালী সিবিলিয়ানের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ই সর্ব্বপ্রথম। তৎপরে সুরেন্দ্রনাথপ্রভৃতিই সিবিলিয়ান হইয়া স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিলেন। সেই জন্য কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার স্থানে স্থানে সুরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। ইনি কোন কোন স্থানে নিমন্ত্রিত হইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় "ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি"-সম্বন্ধে একটী সভানুষ্ঠান হয়; সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

দেশে অভ্যর্থনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীহট্টের (সিলেট) অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এক বৎসর পরে সহধর্ম্মিণীকেও তথায় লইয়া গেলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটী।

ইঁহার নিয়োগের পনরমাস পরে আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের বিভাগীয় পরীক্ষা হইল। সুরেন্দ্রনাথ অল্পদিনমাত্র শাসন-বিভাগে নিয়োজিত থাকিয়াই, যোগ্যতার সহিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। ইনি শ্রীহট্টে একটি অ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তথাকার অধিবাসী-দিগকে পরমর্শ দিতে লাগিলেন। সদ্বিচারক বলিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইঁহার সুখ্যাতি বিঘোষিত হইতে লাগিল; কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না; সেই বৎসরেই আগষ্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ একটি মকদ্দমায় তৎসংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির নাম ফেরারী-রেজিষ্টারের নিকট ফেরারী-শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নাক অন্যায্য ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছিলেন! একারণ তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সদরলণ্ড সাহেব সুরেন্দ্রনাথের নিকট কৈফিয়ত চাহিলে পর, ইনি কৈফিয়ত প্রদান করেন যে—"আমার অধীনস্থ আদালতের উচ্চ কর্ম্মচারিকর্তৃক আমার নিকট নথী কাগজ পত্র

সহি-করাণার্থ উপস্থাপিত হইলে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদ্যোপান্ত না দেখিয়া যথানিয়মে সহি করিয়া দিয়াছিলাম। পেস্কার বা সেরেস্তাদারকে অবিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা সকলের পক্ষেই অসম্ভব। জ্ঞান-সূত্রে আমার দ্বারা কোন বে-আইনী কার্য্য সংঘটিত হয় নাই।" এই কৈফিয়ত প্রদানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রকাশ করিলেন যে, —"সুরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত কৈফিয়ত যথার্থ নহে।"

সেই সময় লুইস জ্যাক্‌সন্ সাহেব হাইকোর্টে ইংলিস ডিপার্টমেন্টের ইনচার্য্য ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চৌদ্দ দফায় আইনের সূত্র অবলম্বন করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেন্টকে অভিযোগ উপস্থিত করিতে বলেন। কবিবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুকর্ত্তৃক সম্পাদিত "মধ্যস্থ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে সুরেন্দ্রনাথের এই বিপদের কথা লিখিয়া বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়কে স্বয়ং বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধে ফল ফলে নাই। অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য নবেম্বর মাসে "প্রিন্সেপ" সাহেবের সভাপতিত্বে "রেণল্ড্" ও "হল্‌রয়েড" সাহেবের সহযোগিতায় শ্রীহট্টে এক কমিশন বসিয়াছিল। "ওকেনেলী" সাহেব অভিযোগের পোষকতায় বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পক্ষে তদ্বির করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত করিয়া, প্রার্থনা করিলেন যে,—"কলিকাতায় কমিশন বসাইয়া আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার করা হউক; কলিকাতায় কমিশন বসিলে, গণ্যমান্যজনগণের অভিমত এবং বিশিষ্ট আইনাভিজ্ঞগণের সাহায্য পাওয়া যাইবে। অতএব কলিকাতায় বিচার হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট

সুরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন; তবে এইমাত্র বলিলেন, যে—"আবশ্যক বোধ করিলে, উপযুক্ত আইনাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আপনার পক্ষসমর্থনার্থ শ্রীহট্টেই আনয়ন করিতে পারেন; অবশ্যই এ অধিকার আপনাকে দেওয়া হইল।"

সুরেন্দ্রনাথ আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সত্যপ্রিয় পাঠকের নিকট তাহাই ইঁহার নির্দ্দোষিতার যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়াই বোধ হয়। সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দোষিতা-সম্বন্ধে এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্টরূপেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাজা দিগম্বর মিত্র, সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া তৎসংক্রান্ত ব্যাপার পুস্তকাকারে সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টফলে সুরেন্দ্রনাথ কমিশন-কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলেন; অতঃপর ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া, বিষাদ-ক্লিষ্ট-হৃদয়ে শ্রীহট্ট-পরিত্যাগপূর্ব্বক সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলেন। তখন বর্ষাকাল; সুরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক একখানি ক্ষুদ্র নৌকাযোগে পদ্মানদী অতিক্রম করিতেছিলেন। বর্ষায় পদ্মানদী ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। দুইকূল উছলিয়া পদ্মার ভীষণ তরঙ্গ তটভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গের মত ইঁহাদেরও হৃদয়ে নানা চিন্তা-তরঙ্গ আঘাত করিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথের আকস্মিক বিপদে জনসাধারণ ও সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অবিচলিত! পিতৃ-বিয়োগ ভিন্ন ইনি আর কখনও কোন বিপদে অধীর হন নাই। মার্চ্চ মাসেই সুরেন্দ্রনাথ আরোপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য বিলাত-যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার জন্ ককরেণ সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট আবেদন করিলেন ; কিন্তু ভাগ্য-ফলে সে আবেদন উপেক্ষিত হইল। এখানে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কমিশনের তদন্ত অভ্রান্ত স্থির করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটী পদচ্যুত করিলেন। কেবল মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বৃত্তিস্বরূপ পাইবার অধিকারমাত্র থাকিল।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু "মিডল্ টেম্পলে"র বেঞ্চাস´রা ইহাঁকে সিবিল সার্ব্বিসের কলঙ্ককারী বলিয়া স্থির করিয়া ব্যারিষ্টারী করিতে দিলেন না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্য জীবনে আশা করিয়াছিলেন যে—"ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপে জনসাধারণের প্রভূত উপকার করিয়া, জীবনকে ধন্য করিবেন।" কালস্রোতে সেই ইচ্ছার গতি অন্যদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইল! সুরেন্দ্রনাথ সংসার-সমুদ্র-মধ্যে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অর্ণবযানে আরূঢ় থাকিয়া জীবনের ধ্রুব-তারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিপদতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মেট্রপলিটান কলেজে আশ্রয় লাভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ইহাঁর জীবন-স্রোত ভিন্নাভিমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

অধ্যাপনা কার্য্যে প্রথম প্রবেশ।

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিভাগে আত্ম-নিয়োগ করিয়া অনেকটা স্বাধীন চিন্তার অবসর লাভ করিলেন। স্বাধীনতা মনের প্রধানবৃত্তি, হৃদয়ের শক্তি, নয়নের জ্যোতিঃ, আশার আসক্তি, জীবনের স্ফূর্ত্তি এবং বুদ্ধি ও প্রতিভাবিকাশের একমাত্র উপকরণ। স্বাধীনচিত্ততা মহত্ত্বের দ্বার, ধর্ম্মের ভিত্তি, সত্যের সোপান এবং বিদ্যাবুদ্ধি, বলবীর্য্য, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণের আকর! যে প্রাণে, যে হৃদয়ে ইহা নাই, সে প্রাণ ভীষণ মরুভূমি; সে হৃদয় নিদারুণ অন্ধকূপ। সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনপ্রাণে স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রবিষ্ট

হইলেন। শিক্ষকতায় প্রশস্ত অঙ্কে অসাধারণ-ধী-শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগরই সুরেন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা-কমলের সূর্য্যদেব!

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতায় আদর্শ গুরু। অনেকেই শিক্ষকতা করিয়া থাকেন,—কেহ কেহ তাহা সহজ মনে করেন; কিন্তু কয়জন প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন? যাহাতে ছাত্রের স্বাভাবিকী শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, স্বাধীন-চিন্তা-স্রোতের ব্যাঘাত না জন্মে, নবোদ্ভাবিত অঙ্কুর আতপ-তাপে শুখাইয়া না যায়, অনাতপে অনিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই শিক্ষকের সবিশেষ কর্ত্তব্য। শিক্ষাদানের উপযুক্ততা সুরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণই লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর বক্তৃতা করিবার শক্তি অসাধারণ; এই সকল শক্তিবলে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র-হৃদয়ের দেবতা হইয়া পড়িলেন। ছাত্র-সম্প্রদায় ইহাঁর অকৃত্রিম ভক্ত হইয়া উঠিল।

কলিকাতার ছাত্র-সভা।

সুরেন্দ্রনাথ "ষ্টুডেণ্ট্‌স অ্যাসোসিয়েসন" নামক ছাত্র-সভার সভাপতি ছিলেন। স্বর্গীয় নন্দকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী (ব্যারিষ্টার বি, চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি মহামতিগণ সেই সভার সেক্রেটরি হইয়াছিলেন।

রাজনীতিক-সভা-গঠন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে "যে ভারত-সভা" বা 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" স্থাপিত হয়, তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাই সুরেন্দ্রনাথ। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু (এ, এম, বসু, এম, এ, ব্যারিষ্টার, র‍্যাংলার ও সিটিকলেজের প্রতিষ্ঠাতা) "ভারত-সভা"-

স্থাপনে সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন। অমৃতবাজার-পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ, সহোদরদ্বয়, রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কে, এম, ব্যানার্জ্জী) মহাশয়ের সভাপতিত্বে "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামে একটি স্বতন্ত্র সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যেদিন "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" সংস্থাপিত হয়, সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুরেন্দ্রনাথের তাৎকালিক একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু হৃদয়ে শোকপ্রবাহ অবরুদ্ধ রাখিয়া, চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ চারিঘটিকার সময় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। "ইণ্ডিয়ান লীগে"র পক্ষসমর্থনপূর্ব্বক স্বর্গীয় মহাত্মা রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুবাগ্মী উকিল) "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি বক্তৃতা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুত্র-শোকের দুঃসহ জ্বালা হৃদয়ে রাখিয়া কালী বাবুর মতামতের প্রতিবাদপূর্ণ এক যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করেন। তৎফলে সভার অধিকতর ব্যক্তিগণই সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ-মোহনের পক্ষসমর্থন করিলেন। একমাত্র পুত্র, তাহাও অকালে কাল-কবলে কবলিত হইল; তথাপি সুরেন্দ্রনাথ স্থির, গম্ভীর, কর্ত্তব্যপরায়ণ। "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠাসভায় সভাপতি ছিলেন,—"ব্যবস্থা-দর্পণ"-লেখক মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকার। সেই সভায় অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি সুগণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল মহেশচন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্য-রথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি

মনস্বিগণ "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে"র সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন ; এবং কর্ম্ম-কুশল আনন্দমোহন বসুর উপর সম্পাদকীয় গুরুভার অর্পণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অদম্য উদ্যমের—ঐকান্তিকী চেষ্টার সুফল ফলিল !

Babu Ramgopal Sanyal says in his "General Biography of Bengal Celebrities" (1889) :—

"* * Mr. Anunda Mohan Bose than whom it is difficult to find a better, cool-headed and modest scholar among the enrolled Members, was unanimously elected its Secretary.

" ** In this country where apathy and indifference soon set in after the first flush of success is over, an energetic, indefatigable and enthusiastic worker is essentially necessary to set the political engine in perpetual motion. And that man was Babu Surendra Nath Banerjee. He is not only the chief driver of this political machine, but he is its fireman too. He brings coal and firewood, kindles them into a flame with unabated breath, looks minutely into all the minutest parts of it, keeps it in workable order with the skilfulness of an expert political mechanic, and sets the machine in motion whenever the best interests of the couutry requires it.

ঐ বৎসরেই ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারি স্কুলে সুরেন্দ্রনাথ "প্রেমাবতার চৈতন্যের" সম্বন্ধে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন।

সেই সভায় আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয়। আশুবাবু তখন সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন; অতঃপর ওকালতী আরম্ভ করিয়া বিখ্যাত উকিল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আশুবাবু "বেঙ্গলি" পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

৺আশুতোষ বিশ্বাস।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতৃগণের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি সাত আটবার কমিশনর নির্ব্বাচিত হন। দেশের লোকে সুরেন্দ্রনাথকে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া জানিয়াছিলেন; সেই জন্যই মিউনিসিপ্যাল সভায় সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতিনিধি-স্বরূপ নিজেদের ন্যায্য স্বত্ব বজায় রাখিতে দৃঢ়ব্রত থাকিয়া, গৌরব-বর্দ্ধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা করদাতৃগণ সবিশেষ উপকার লাভ করিতেন।

কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনারি।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সম্পাদিত "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের সংবাদদাতৃরূপে "দিল্লীর দরবারে" গমন করেন। "দিল্লীর দরবারে" ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজবর্গকে সম্মিলিত দেখিয়া, সুরেন্দ্রনাথের মনে উদয় হইল যে—"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিগণের পক্ষে যদি একস্থানে এরূপে সম্মিলিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে জনসাধারণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের

রাজনীতিক ও স্বদেশোন্নতিমূলক আলোচনার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসি-বৃন্দের সম্মিলন করিবার আকাঙ্ক্ষা।

পক্ষেই বা এরূপ সম্মিলন সম্ভবপর না হইবে কেন ?" সুরেন্দ্রনাথ প্রবল আশায় বুক বাঁধিলেন।

সহসা ভারত-সচিব লর্ড সলিসবরি ভারতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থিগণের বয়সের সীমা একুশ বৎসরের পরিবর্ত্তে উনিশ বৎসরে পরিণত করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহা জানিতে পারিয়া, সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার বয়সের সীমা-ঘটিত নূতন বিধানের প্রতিকূলে পুরাতন বিধান পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্য দেশময় আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইনি কলিকাতা, লাহোর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সুরাট, পুণা, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া লোক-মত গঠন করেন। "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" সভার সভ্যগণ একমত হইয়া বিলাতে তীব্র প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছিলেন ; দুই বৎসরকাল ধরিয়া এই আন্দোলন চলিয়াছিল। অতঃপর লর্ড সলিসবরির নূতন বিধি-ব্যবস্থা রদ হইয়া বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার বয়সের সীমা বিধিবদ্ধ হয়।

সিবিল সার্ব্বিসের আন্দোলন।

এই সিবিল সার্ব্বিসের আন্দোলন উপলক্ষেই বুঝাইয়া দিল যে—"ধর্ম্মে, ভাষায় ও সামাজিক রীতিনীতিতে ভারতবাসীরা যতই সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভিন্ন থাকুক না কেন, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য একভাবে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে শক্ত।" এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতবাসী ঐক্যভাব ও অন্তর্শক্তির পরিচয় লাভ করিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলন ইহাই প্রথম। সুরেন্দ্রনাথই এই জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠার প্রধান অনুষ্ঠাতা।

ভারতে জাতীয় একতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ইংলণ্ড এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া"-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ভবানীপুর লণ্ডন মিশনরি স্কুলে লর্ড বিশপ জনসনের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভায় বহু গণ্য মান্য ইংরাজ ও ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। তথায় সুরেন্দ্রনাথ একটি ভাবপূর্ণ তেজোময়ী বক্তৃতা করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া ফেলেন। সুরেন্দ্রনাথের সেই বক্তৃতাটির বিষয় প্রথমে "ষ্টেট্‌সম্যানে" ও তৎপরে বোম্বের "টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া"পত্রে প্রকাশিত হয়। বড়লাট লর্ড লিটন তখন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্র-নাথের বক্তৃতার বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া, পরিতুষ্টি লাভ করেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী, বড়লাট বাহাদুর-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, সুরেন্দ্রনাথকে লেখেন যে, "যদি আপনার বক্তৃতাটি ছাপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক খণ্ড পাঠাইবেন।" চিঠিখানি সুরেন্দ্রনাথের নামে লেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উঁহার ঠিকানা না জানায়, "ভবানীপুর ষ্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েসনে"র (সময়ান্তরে "ইয়ংম্যান্ অ্যাসোসিয়েসন" নামে অভিহিত হইয়াছিল) সেক্রেটরি মনোরঞ্জন দাসের* নিকট পাঠান হইয়াছিল। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি ক্যানিং লাইব্রেরির যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো-

লর্ড লিটনের নিকট সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার সমাদর।

---

* ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল ৺কালীমোহন দাস মহাশয়ের পুত্র।

পাধ্যায়-কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয়। বড়লাট বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের ন্যায় ব্যক্তির নিকট প্রশংসালাভ খুব সৌভাগ্যেরই কথা!

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভায় মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় ৯ আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হয়।

লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধীয় ৯ আইনের ফলে অমৃতবাজার পত্রিকা ও সোম-প্রকাশের অবস্থা

সেই পাণ্ডুলিপির মর্ম্ম—"ব্রিটীশ ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য বা ছবি থাকিলে, যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টার) ও প্রকাশককে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা রাজধানীর পুলিশ-কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা জামিন-স্বরূপ গচ্ছিত রাখিয়া, এক একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোনখানিতে রাজভক্তির বা সাধারণ শান্তির অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা হইলে, সেই জামিনী গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।" উক্ত পাণ্ডুলিপিখানি বড়লাট লর্ড লিটন সেইদিনের সেই অধিবেশনেই অবিলম্বে সদ্যঃসদ্যঃ আইনরূপে বিধিবদ্ধ করেন। সেই ভার্ণাকুলার প্রেস-এ্যাক্ট বা ৯ আইন দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্রাদির স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংবাদ-

পত্রাদির প্রতি ঐ আইন প্রযুজ্য ছিল না। এই কারণেই "অমৃত-বাজার পত্রিকার" বাংলা সংস্করণ, সেই সপ্তাহ হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। অতএব "অমৃত-বাজার পত্রিকা" লিটন-প্রণীত ৯ আইনের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত "সোমপ্রকাশ" সংবাদ-পত্রখানি ৯ আইনের প্রখরদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, তৎকালে ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেকালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" সংবাদপত্র বাংলা সংবাদপত্রসমূহের মুখপত্র ছিল। "সোমপ্রকাশ" হইতেই যে বাংলা সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য; লেখার প্রণালী, বিচার-প্রণালী প্রভৃতি নানা বিষয়ে "সোমপ্রকাশ" অন্যান্য সংবাদপত্রের পথ-প্রদর্শক। "সোমপ্রকাশ" হইতে অনেকে বিশুদ্ধ বাংলা শিখিয়াছেন; সংবাদপত্র-পরিচালনার রীতিপদ্ধতি জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। কয়েকজন গণ্যমান্য পণ্ডিত সোমপ্রকাশের লেখক ছিলেন। সেই সোমপ্রকাশপত্রে লাহোরের সংবাদদাতা দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সপ্তাহে ঐ পত্রখানি প্রকাশিত হয়, তাহার পর-সপ্তাহেই তদানীন্তন বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান ললার সাহেব কলিকাতা-গেজেটে সমালোচন-পূর্ব্বক সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রকে আইনের আমলে আনিবার জন্য আভাস প্রদান করেন। তৎপরসপ্তাহেই কলিকাতা-গেজেটে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি কোলম্যান মেকলে সাহেবের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় যে,—'সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র লাহোরের সংবাদদাতার পত্র প্রচার করিয়া, ৯ আইনের আমলে আসিয়াছে"। গেজেটে উহা প্রকাশিত হইলে, "সোম-

প্রকাশের বিদায়গ্রহণ”-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া, পরিচালকগণ সোমপ্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। যে সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র অর্দ্ধশতাব্দিকাল ধরিয়া আদর্শ সংবাদপত্ররূপে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, যে সংবাদপত্রখানির গ্রাহকসংখ্যা অনেক, সেই বৃদ্ধ সোমপ্রকাশই এইরূপে সাহিত্য-সংসারে আত্মকীর্ত্তি—স্মৃতি রাখিয়া, ভীষ্মদেবের ন্যায় স্বেচ্ছায় আত্মদেহ ত্যাগ করিয়া, অদৃশ্য হইলেন।

লর্ড লিটন-কর্ত্তৃক সহসা ৯ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায়, দেশময় ঘোরতর প্রতিবাদ-আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ সে আন্দোলনে অন্যতম নেতা। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচ-বিধির প্রতিবাদকল্পে সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা সবিশেষ সুফল প্রসব করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথপ্রভৃতি দেশ-নেতৃগণ “ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের” পক্ষ হইতে বিলাতে মহামান্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোনের নিকট দরখাস্তাদি পাঠাইয়া, ৯ আইন রহিত হইবার পক্ষে যৎপরোনাস্তি সহায়তা করেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যগণের আদেশে ১২৮৫ সালের ভাদ্রমাসের ২৬শে তারিখে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় “দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক-প্রস্তাব”নামক যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে,—“বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, আমরা এখনও এমন সুখময় সময়ে উপনীত হই নাই, যে সময়ে দেখিবে, গ্রামের কৃষকগণ একহস্তে লাঙ্গল ধরিয়াছে, অপরহস্তে “সুলভ-সমাচার*” লইয়া পাঠ করিতেছে।”

---

* সুরেন্দ্রনাথ যে সুলভ সমাচারের কথা বলিয়াছিলেন, সে সংবাদপত্রখানি স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রচারিত হইত।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে "বেঙ্গলি" পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তখন "বেঙ্গলির" গ্রাহকসংখ্যা দুইশত মাত্র ছিল; সেই "বেঙ্গলি" এক্ষণে দৈনিক আকারে মুদ্রিত হইয়া অসংখ্য সংখ্যায় সমগ্র ভারতে প্রচারিত; বিশেষ প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছে! "বেঙ্গলির" লেখার দ্বারা ভারতের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

বেঙ্গলি পত্রিকা।

মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক থাকার কালেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে সুরেন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত "সিটি" কলেজে যোগদান করিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথকে মাসিক একশত টাকা বেতনে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অল্পকালের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাবলে ছাত্র-সমাজের হৃদয়ে পূর্ণাধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিলেন।

সিটি কলেজে অধ্যাপনা।

সুরেন্দ্রনাথ সিটি কলেজে যোগদান করায়, সিটি কলেজের ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে সিটি কলেজে যোগদান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সময়ান্তরে সিটি কলেজ ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ও বিদ্যাসাগর পরস্পর সমপ্রাণ সখা ছিলেন। দুর্গাচরণ ডাক্তারের পরলোকপ্রাপ্তির পরও বিদ্যাসাগর মহাশয় দুর্গাচরণের পরিত্যক্ত সংসারের সহিত আত্মীয়তা-পরবশে বিশিষ্টভাবেই সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, সেই কারণেই সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণাধিপত্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে, যে একগুঁয়েমিতা বা আত্ম-

নির্ভরতা জীবনের উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথেও তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান! সুরেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন। সিটিকলেজ পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে সিটি কলেজ না ছাড়াইয়া ছাড়িবেন না; বলিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যদি সিটি কলেজ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, বিদ্যাসাগরই আর একশত টাকা মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিবেন। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতেও সিটিকলেজ ছাড়িতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি কর্ত্তব্য ও ন্যায়ের অনুরোধে এরূপ অবস্থায় সিটি কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিব না; এজন্য যদি আমাকে মেট্রোপলিটান পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। সিটি কলেজ ছাড়িয়া আপনার সম্মান-রক্ষারূপ কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি না। যদিও আপনি আমার পিতৃতুল্য গুরু এবং নিরাশ্রয় সময়ের আশ্রয়দাতা, তথাপি সে সকল অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার তুলনায়, সিটি কলেজে যেমন অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এক্ষণে সেইরূপ অবস্থায় থাকাই আমার বিবেকানুমোদিত।"

বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথের এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। সেই সময় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; তথায় শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় (কলিকাতা হাইকোর্টের এক্ষণে বিখ্যাত উকিল ও সংস্কৃত পণ্ডিত) প্রিয়শিষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময় বিদ্যাসাগরের সেই প্রবীণ বন্ধুটি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন,—"তুমি ভাল বুঝিতেছ না, সুরেন্দ্রকে ছেলেরা বড় ভালবাসে; সে ছাড়িলে, তোমার কলেজের বড় ক্ষতি

হইবে।” এই কথাকয়টি বলিতে না বলিতেই বিদ্যাসাগর অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—“আমি সুরেনের সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহা আর চিন্তনীয় রহিল না ; তবে কি সুরেনের উপর আমার কলেজ নির্ভর করে ? আচ্ছা, অবিলম্বে সুরেন্ মেট্রপলিটান ছেড়ে চ’লে যা’ক ; দেখি আমার কলেজ রক্ষা পায় কি না !”

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেলমাসে সুরেন্দ্রনাথ মেট্রপলিটান কলেজের সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন ; কেবল মাত্র সিটি কলেজের একশত টাকা মাহিয়ানার কার্য্যটিই রহিল ! এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, ফ্রিচার্চ্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রবার্টসন সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে ফ্রিচার্চ্চ কলেজে অধ্যাপনা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মাসিক তিনশত টাকা বেতনে ফ্রিচার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তথনও সিটি কলেজের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৃটিশ ভারতে, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন-সূচনায় সুরেন্দ্রনাথই দেশবাসীর প্রথম উপদেষ্টা। ইনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে বেহার প্রদেশে যাইয়া মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সভা আহ্বান করিয়া, তথাকার মিউনিসিপ্যালিটিতে করদাতৃগণের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করা স্থিরীকৃত করিয়া দেন।

স্বায়ত্ত-শাসন।

ঐ বৎসরেই অক্টোবর মাসে উদারচেতা বড়লাট লর্ড রিপণ প্রদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণের নিকট এই মর্ম্মে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য-লিপি প্রেরণ করেন,—"এদেশীয় লোকদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন-কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে লিপ্ত করাইবার জন্য একটি ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতেছে; কি প্রণালীতে ইহা করা সঙ্গত, এতদ্বিষয়ে প্রদেশীয় শাসনকর্তৃগণের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।"

এই মন্তব্য-লিপি-অনুসারে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, বাঙ্গালার ও অন্যান্য সকল প্রদেশেরই শাসন-কর্ত্তৃগণ নিম্নতন রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, স্বীয় স্বীয় অভিমতি যথাসময়ে গবর্ণর জেনেরল সমীপে প্রেরণ করেন। অতঃপর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ১২৮৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন তারিখে মাননীয় মেকলে সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় "স্বায়ত্ত-শাসনের

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় স্বায়ত্ত-শাসন।

পাণ্ডুলিপি" উপস্থাপিত করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিখানি ঐ তারিখেই "কলিকাতা-গেজেটে" প্রকাশিত হয়। তাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথা পরিবর্ত্তনের কথা স্থির থাকিলেও, লিখিত ছিল যে—"এদেশবাসী-দিগকে স্বায়ত্তশাসনে দীক্ষিত করিবার জন্য, প্রথম প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর সভাপতি হইবেন"। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেশের সর্ব্বত্র বহুশত সভাসমিতিতে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই আন্দোলনের ফলে, প্রজাসাধারণের মতের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ না করিয়া, রাজনীতিজ্ঞ লর্ড রিপণ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে তাঁহার স্বায়ত্ত-শাসন-সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত মন্তব্যে "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে"র পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক মহকুমারই সেই উদার রেজিলিউসনের ফলভোগী হওয়া উচিত বিবেচনায়, সুরেন্দ্রনাথ কতকগুলি প্রস্তাব অবধারণ করিয়া, সকল জেলা ও মহকুমায় পাঠাইয়া দেন। সেই সেই স্থানের অনেক সভায় প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কোন কোন সভায় সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কালনায় এক সভায় ইনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ সকল সভায় উপস্থিত হইতে সুরেন্দ্রনাথকে অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। একদিন শনিবার অপরাহ্নে বারাকপুরের এক সভার কার্য্য শেষ করিয়া, গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, শিশুসন্তানটির বড় অসুখ! তৎপর দিবস সুরেন্দ্রনাথের কুষ্টিয়ার সভায় উপস্থিত থাকিবার কথা। ছেলের অসুখ দেখিয়া বিদেশ গমন করিতে কাহারই বা প্রাণ চায়? সুরেন্দ্রনাথ যাওয়াই স্থির করিলেন। সমস্ত রাত্রি রেল-ভ্রমণের পর কুষ্টিয়ায় উপস্থিত হইয়া, রবিবারে

সভা করিলেন; আবার রাত্রে মেলট্রেণে গৃহে ফিরিলেন। ভোর পাঁচটার সময় মণিরামপুরে পৌঁছিয়া সোমবার বেলা আটটা পর্য্যন্ত "বেঙ্গলি"-সংক্রান্ত কার্য্য শেষ করিয়া, আবার যথাসময়ে দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতায় আসিলেন।

ধন্য কর্ম্মবীর! দেশের ও দশের হিতের জন্য যিনি অপত্য-বিয়োগজনিত কঠোর অন্তর্দ্দাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বীর! সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মসাধকের পূর্ণ-অবতার! এমন শ্রমশীল অথচ স্বাস্থ্যরক্ষাকারী ব্যক্তি আধুনিক কালে ভারতে অতীব বিরল।

সুরেন্দ্রনাথ, স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। যিনি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইবার জন্য এত সচেষ্ট, তাঁহাকে সকলেই অবশ্য স্বাধীনচেতা বলিয়া অভিহিত করিবেন। অপরতঃ, যিনি আত্মজের মায়া উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নির্ম্মমও বলিবেন! বাহ্য অনুমানে সুরেন্দ্রনাথকে স্বাধীনচেতা বলিয়া উপলব্ধি হয় বটে, তাঁহাকে নির্ম্মম বলিয়াই বোধ হয় সত্য; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মায়াবশে মাতৃভূমির নিকট চিরপরাধীন!

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে "সিটিকলেজে"র অধ্যাপনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকর্ত্তৃত্ববিহীনভাবে পটলডাঙ্গার প্রেসিডেন্সি ইনিষ্টিটিউসন নামক মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়প্রমুখ মহোদয়গণের প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণভার গ্রহণ করি-লেন। তখন তথায় অনধিক একশত ছাত্র মাত্র অধ্যয়ন করিত! সুরেন্দ্রনাথ সেই প্রেসিডেন্সি ইনিষ্টিটিউসনটিকেই ক্রমোন্নতিসহ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "রিপণ-

নিজকর্ত্তৃত্বে বিদ্যালয়।

কলেজে” পরিণত করিলেন। এই সময় ইনি ফ্রিচার্চ্চ কলেজের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। প্রথমে একশত মাত্র ছাত্র লইয়া যে বিদ্যালয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অল্পদিনমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হইয়াছিল—সতরশত! ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ খিদিরপুরে রিপণ স্কুলের একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর হাওড়াতেও আর একটি শাখা রিপণ-স্কুল স্থাপন করিয়া, প্রতি সপ্তাহে স্বয়ং পড়াইতে যাইতেন। একদিন ছোটলাট স্যার চার্লস্ এলিয়ট সুরেন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী সুরেন্দ্রনাথ খিদিরপুর স্কুলে পড়াইতে যাইবার উপলক্ষে আলিপুর বেলভেডিয়ারের লাটভবনে ছোটলাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সুরেন্দ্রনাথ লাট-ভবনে উপস্থিত হইয়া নিজ উপস্থিতির বিষয় লাট সাহেবের নিকট সংবাদ দিলেন। লাট সাহেব তখন অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষণকাল বিলম্ব করিতে হয়। সেই জন্য সুরেন্দ্রনাথ লাট সাহেবকে পুনরায় সংবাদ দিলেন যে,—“আমি বিলম্ব করিতে পারিতেছি না; কারণ খিদিরপুর রিপণ স্কুলে যাইয়া আমাকে এখনই পড়াইতে হইবে।” সুরেন্দ্রনাথের স্বাধীন কথায় ছোটলাট বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া, অবিলম্বে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথের ত সাক্ষাৎ করিলেন।

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী।

যে বৎসর প্রেসিডেন্সি ইনিষ্টিটিউসনের পরিচালনভার গ্রহণ করেন, সেই বৎসরই সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হন। তদবধি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসরকাল ইনি অবৈতনিক বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮৮৩

খৃষ্টাব্দে যখন ইহাঁর কারাদণ্ড হয়, তখন ইনি ঐ পদের পরিত্যাগ-পত্র দাখিল করেন ; কিন্তু লর্ড রিপণের আদেশে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর পদত্যাগপত্র নামঞ্জুর করিলেন। কাজেই ইহাঁকে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদটিতে নিযুক্ত থাকিতেই হইল। যিনি অবৈতনিক বিচারপতির আসনে সমাসীন থাকিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই, তিনিই কিন্তু বৈতনিক বিচারপতির আসনে সমাসীন থাকার সময়, দৈববিড়ম্বনায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত ও পদচ্যুত হন !

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখের "বেঙ্গলি" পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ "ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি" গঠন করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

রেণ্টবিল অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের পাণ্ডুলিপি।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক খাজনা-আইনের পাণ্ডুলিপি মাননীয় ইল্‌বার্ট সাহেব কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে, কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন চীফজষ্টিস গার্থ সাহেব জমিদারদের অধিকাংশ পোষকতায় এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় সম্পূর্ণ পোষকতায় প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রজা-সাধারণের পক্ষ-সমর্থনপূর্ব্বক উক্ত পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিবার সপক্ষে সাহায্য করিয়া, প্রজাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। দূর-দূরান্তর হইতে ইহাঁকে দেখিবার ও নিজেদের দুঃখের কথা বলিবার জন্য কৃষক প্রজাগণ আগমন করিত। ইনি গরীব প্রজাগণের দুঃখবিবৃতিপূর্ণ দরখাস্ত সকল স্বহস্তে লিখিয়া দিতেন এবং

সমাগত ব্যক্তির যাতায়াত খরচাদির অভাব হইলে, তাহা দিয়াও উপকার করিতেন। মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর ও রাহুতায় রাইয়তদের সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া চলিত কথাবার্ত্তায় বাংলা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এদেশের গরীব দুঃখী কৃষক-শ্রেণীর লোকেরাও ইহাঁকে প্রধান বন্ধু বলিয়া জানিয়াছিল। রাইয়ত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্য নিযুক্ত হওয়া সবিশেষ প্রয়োজন বলিয়া, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত সদস্য পদলাভের উপযুক্ততা সম্বন্ধে আমির আলি * সাহেবের নাম নির্দ্দেশিত হয়। 'ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার উল্লিখিত প্রবন্ধ সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে পর মফঃস্বল হইতে সংবাদ-দাতৃবর্গ সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ করিলেন যে, "রাইয়তদের অকৃত্রিম হিতৈষী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উক্ত সদস্যপদ-প্রাপ্তির পক্ষে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।" মফঃস্বল হইতে রাইয়ত সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিধিত্ব-পদে বরণ করিতে অভিমতি প্রকাশ করায়, "ষ্টেট্‌সম্যান" সম্পাদক লিখিলেন যে—"এক্ষণে বুঝিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই রাইয়ত শ্রেণীর অন্যতম হিতৈষী; অতএব ইনিই রাইয়তদের প্রতিনিধিত্ব করিবার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।" সুরেন্দ্রনাথের সবিশেষ চেষ্টায় ও মহামতি বড়লাট লর্ড রিপণের অনুগ্রহে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন রূপে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইবার সূত্রপাত হয়।

* তখন ইনি ব্যারিষ্টারি করিতেন, পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। এক্ষণে পেন্সন লইয়া বিলাতপ্রবাস করিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জন ফ্রিমেন নরিস ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আগমন করেন। আসিয়াই একটি মহদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দয়াপ্রবণতার পরিচয় দেন। তিনি একদিন চৌরঙ্গীর রাস্তায় গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে আর একজন সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আহত হন। যে সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া স্ত্রীলোকটি আহত হইলেন, সে সাহেব বৃদ্ধার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না; সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন! নরিস সাহেব তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত ও মমতাযুক্ত হইলেন। উচ্চমনা নরিস, নিজের গাড়ীতে করিয়া আহতা বৃদ্ধাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিলেন। নরিস সাহেবের এরূপ দয়ার কথা শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

জজ নরিস ও তাঁহার দয়ার পরিচয়।

কিছুদিন পরে সেই দয়া-প্রবণ নরিস সাহেবের এজলাসে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মকদ্দমা উপস্থিত হয়। সেই মকদ্দমা উপলক্ষে, বড়বাজারে বটুকনাথ পণ্ডিতের নিকট যে শালগ্রাম ছিল, তাহা বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের এ্যাটর্ণী ব্যারিষ্টারের পরামর্শক্রমে হাইকোর্টের বারাণ্ডায় নীত হয়। সেই

হাইকোর্টে শালগ্রাম ও ব্রাহ্ম-পাবলিক ওপিনিয়ন।

সময় বিখ্যাত এ্যাটর্ণী ভুবনমোহন দাস মহাশয় * "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করিতেন। ভুবনমোহন বাবু "ব্রাহ্ম" ছিলেন; তিনি অবশ্যই সাকারবাদী ছিলেন না। এরূপ অবস্থাতেও তিনি হিন্দু-সমাজের এই মর্ম্মপীড়াকর ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া স্বসম্পাদিত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে" নরিস সাহেবের কয়েকটি কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রেল তারিখে কিছু লিখিয়াছিলেন। অতঃপর ২৪শে এপ্রেলের "বেঙ্গলি"তে সুরেন্দ্রনাথ তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। সেই সকল লেখালেখির কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। ২৬শে এপ্রেল তারিখে "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে" পুনরায় আর একটী প্রবন্ধ লিখিত হয়।

হাইকোর্টে শালগ্রাম আনয়ন ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলি"।

সুরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য-সংস্কারাপন্ন। ইহাঁর শিক্ষালাভ আদ্যোপান্ত ইংরাজদেরই নিকটে। ইনি, ইহাঁর পিতার নিকট হইতে যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুয়ানীর সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু দুর্গাচরণ বাবু যখন হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় ছাত্রগণকে শিক্ষাদান-কালে বলিতেন—"ধর্ম্মের ভোগ্-লোমো ছেড়ে দিয়ে, জীবনে কর্ম্ম করিয়া যাইও"। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার নিকট সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই প্রাপ্ত হন নাই। হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার অবসর

*ইনি সুপ্রসিদ্ধ উকীল ও ব্রাহ্মনেতা ৺দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস (সি, আর, দাস) মহাশয়ের পিতা।

সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। পোষাক-পরিচ্ছদে, ধরণ-ধারণে ও আচার-ব্যবহারে সুরেন্দ্রনাথ যদিও সম্পূর্ণই পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণকারী, তথাপি, হিন্দুত্ব-গৌরবের অনুভূতি বলে, নিজত্বের প্রতি আস্থাবলে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা জনসাধারণগত স্বত্বের বহুমূল্যতা-জ্ঞানে হিন্দু-সমাজের মর্ম্মস্পর্শী বেদনা ইনি নিজ প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্য হাইকোর্টে শালগ্রাম-আনয়ন ব্যাপার লইয়া ২৮শে এপ্রেলের "বেঙ্গলি" পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

তৎকালীন "সখা" * ও "সময়" †—পাঠে জানা যায়, "ইংলিশম্যানে" "বেঙ্গলি"র লিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া "ইংলিশম্যানের" সম্পাদক লেখেন যে,—"বেঙ্গলি"র লেখার দ্বারা হাইকোর্টের অবমাননা করা হইয়াছে।" মহামান্য হাইকোর্ট ২রা মে তারিখে "বেঙ্গলি" পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিণ্টার ও প্রকাশক রামকুমার দের নামে রুল জারি করিবার অনুমতি দিলেন। তৎপরদিবস ৩রা মে সাড়ে এগারটার সময় রুল জারি হইল। রুলের মর্ম্ম—"আদালতের অবমাননা করা অপরাধে কেন জেলে যাইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।" রুল জারি হইলে পর সুরেন্দ্রনাথ স্বলিখিত মন্তব্যের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অনুসন্ধানে জানিলেন যে,—"ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়ন" পত্রিকায় হাইকোর্টে শালগ্রাম আনয়ন-ব্যাপার লইয়া যাহা আলোচিত হইয়াছিল, তাহাতে জজ

---

* ৺প্রমোদাচরণ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

† শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নরিসের উপর দোষারোপ করিবার কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না; যেহেতু—বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কয়েকজনের পরামর্শ লইয়া নরিস সাহেব হাইকোর্টে শাল-গ্রাম আনাইয়াছিলেন।”

শালগ্রাম হিন্দু-সমাজের পরমারাধ্য। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির, এমন কি কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর জাতির পক্ষেও শালগ্রামকে স্পর্শ করিবার অধিকার হিন্দুসমাজের বিধানে নাই। এরূপ অবস্থায় শালগ্রাম ঠাকুর আদালতের বারাণ্ডায় আনয়ন করা সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বঙ্গ-নেতৃগণের দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছিল। যাঁহারা মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী, তাঁহাদের পক্ষে অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রার্থনা সম্ভবপর হইতে পারে এবং তত্তৎপক্ষীয় হিন্দু-সমাজের সাধারণ-গত ভাবানভিজ্ঞ এ্যাটর্ণী-ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ স্ব স্ব ব্যবসায় হিসাবে অথবা অন্য কোন কারণে মক্কেলের মতানুবর্ত্তী হইতে পারেন, এবং হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি অবশ্যই হিন্দু-সমাজের এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি নহেন যে, তাঁহার মতামত লইয়া এরূপ একটা অপূর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে! বাদি-পক্ষের এজেণ্ট গৌরীকান্ত বর্ম্মণ মহাশয়ের পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিও বেণীমাধব বাবুর সম-মতাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন উইলিয়ম রবার্ট ফিঙ্ক্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তাহাতেই বা কি শুভফল ফলিয়াছিল? এরূপ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে নরিস সাহেব যদি তাঁহার সম-আসনাসীন হিন্দু-গৌরব মহাত্মা রমেশচন্দ্র মিত্রের মতামত গ্রহণ করিতেন, কিংবা

শালগ্রামের পবিত্রতা।

পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি গণ্যমান্য হিন্দুনেতৃ-গণের অভিমতি লইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহারভ্রান্তি দূর করিয়া দিতেন। নরিস সাহেব ঐ সকল মহাত্মগণের পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করাতেই এইরূপ হিন্দু-সমাজের মর্ম্মপীড়াকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ফক্ল্যাণ্ড বোম্বের গবর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, ভাইকাউণ্টেস্ ফক্ল্যাণ্ড এদেশে অবস্থিতি করিতেন। তিনি ভারতাবস্থান-কালে 'চৌ চৌ" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় শালগ্রামের সম্বন্ধে লিখিত আছে,— 'Above all stones, the Shalgramu is held in the highest estimation. Mr. Colebrook, in the 'Asiatic Researches', Vol. VII., P. 241, says that these stones are found in a part of the Gundaci river, within the limits of Nepal. Major More, in his 'Hindoo Pantheon,' says they are black, mostly round, and commonly perforated in one or more places by worms, or as the Hindoos believe, by Vishnoo, in the shape of a reptile. Others are violet and oval.

শালগ্রাম-সম্বন্ধে ভারত-প্রবাসিনী ইউরোপীয় মহিলার অভিজ্ঞতা।

"The possessor of a Shalgramu, observes the same gentleman, preserves it in a clean cloth ; it is frequently perfumed and bathed, and the water thereby acquiring virtue is drunk and prized for its sin-expelling property." It is always placed near persons when they are about to die."

নবম পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ স্মার্ত্তপ্রবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সভাপতিত্বে নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সুবক্তৃগণের সম্মিলনে সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে,—শালগ্রামটি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মহামহাপণ্ডিতগণ সভা করিয়া যাহা যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হাইকোর্টে শালগ্রাম নীত হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ-প্রকাশক সভা সমিতি।

The Town Hall was first suggested as the most appropriate place for a public demonstration, but on consideration it was thought better that a genuine public native demonstration should be held within the precincts of the native town, where perhaps the unfortunate race-feeling which has been engendered by the free comments on the Criminal Jurisdiction Bill would have less scope for clashing. The interest which has been evinced in favour of this meeting has not been confined, as has been erroneously stated, to the Bengalees. Mahomedans, Rajpoots, Sikhs, and even native Christians, irrespective of the sympathy

shown by moderate-thinking Europeans have endeavoured in every way possible to facilitate the exposition of the bitter resentment which pervades the breasts of all orthodox Hindoos in what is alleged to be a cruel sacrilege. To those who did not understand the real motive of the movement for a public demonstration, it seemed absurd that the Hindoos should adopt such extreme measures, which, it was apprehended, would only tend to damage their cause. The primary object as imputed to them was ,to effect the release of Babu Surendranath Banerjee, the "martyr patriot"; but it was evident from the turn which matters took last evening in Beadon square and its vicinity among so large a gathering as upwards of 15000 souls, that there was a deeper cause for the excitement manifested. For two days previous advertisements, placards, posters, and millions (of what are called in theatrical parlance) "dodger" gained free circulation in the town, and every native, no matter of whatever state or creed, seemed to constitute it his duty to be present. The mingled crowds which assembled at parades and other shows of pomp and state in India, differed vastly from the

crowded mob which choked Beadon-square and its approaches on Friday after-noon. The Tramway Company, always mindful of its interests, proved equal to the emergency, and as well dressed throngs of natives rushed to gain admission into the cars for the Chitpore section, they found, not one, two, or three, but from fifteen to twenty ready harnessed vehicles prepared for their accommodation. On arrival at Beadon square the crowd rushed on by hundreds to the scene of action, but there was one very striking feature, namely, the conspicuous absence of the police and "other light refreshments." The Deputy Commissioner very properly left the conduct of the meeting in the hands of the community, and his confidence was not abused in the slightest way. Every precaution even to the convenience of an open carriage way was kept with the utmost decorum, and from the commencement of the assembly to the conclusion of the proceedings there was nothing left to be desired. The crowd, which at first was anticipated would not number over three or four thousand, soon proved to be so formidable that they were left the option of distri-

buting themselves among the three public theatres which lay in close proximity. The Bengal theatre was filled first, then the Star Theatre—the largest in Calcutta, in course of completion, and lastly the National theatre; in these three places to obtain standing room was simply impossible. In each place, on a raised dais were seated the leading Pundits of Bengal, the priests and *gurus*, and even Moulvies and Kazis. To estimate the sense of the meeting at the three theatres it would perhaps be sufficient to describe the proceedings at the largest.

* * * *

It is almost impossible to describe the manner in which each of the above speakers carried his audience with him, and the determined yet temperate enthusiasm which was manifested went a long way to indicate the earnestness of the meeting. Two speakers followed in English viz., Baboo Herambo Chunder Moitra and Mr. Lal Mohun Ghose, both of whom urged upon the meeting not to allow any temperate feelings of excitement to gain ascendancy over the better waepon of discreet argument. The former speaker

regretted the obstinacy of some of the Anglo-Indian journals, and even the London *Times* correspondent, in perverting the actions of the Hindoos. The result of the feeling of the Jurisdiction Bill was enough to shew how the action of the natives could be misrepresented to the people in England, and how the tide could again be turned in their fabour when matters reached there in their true light.

Both speakers impressed upon the youthful of the assembly to abstain from street brawls and encounters. If they sought to help their elders in espousing a true, honest and good cause, they could not do better than to place themselves quietly under a leadership. The meeting before it broke up resolved to represent to Her Majesty the Queen-Empress, through the proper channel, that the whole native community express their sense of deep regret that Mr. Justice Norris, one of Her Majesty's Judges, should authorise an act offensive to their religious rites and privileges. It must not be omitted to mention that one speaker but the last, spoke in warm terms of the want of tact in Mr. justice Norris having expressed an

opinion of Bengalees as he did at the Oriental Seminary.

The meeting at each place broke up quietly, and there was no disorder whatever.—*Statesman.*

Three simultaneous monster meetings of the Native community were held yesterday, in Beadon street, at the National Theatre, the Star Theatre and the Bengal Theatre. All these large halls were full to overflowing. Natives of all classes, creeds, and races assembled. There were to be seen Mahomedans, Rajputs, Pathans, Sikhs, &c., as well as Bengalis, Hindu Pundits, Mahomedan Moulvis, and religious teachers of various sects were seen on the different platforms, and in the body of the audience. The immense gathering, which filled the three Theatres and overflowed into the streets, cannot be estimated at less than twenty thousand.

At the Star Theatre, which was the largest of the three, Pundit Deno Nath Vidyaratna presided. Pundit Kali Prosunno Vidyaratna in moving the first resolution, spoke in Bengali and said that a gross infringement of the religious rites and privileges of the Hindus had been committed

through the advice of a Hindu Interpreter by a Judge of the High Court. It has always been one of the first principles of the British Government not to interfere with religion. For the sake of religion, all India was willing to stake their lives. In this case an idol, which was worshipped with all their hearts, had been polluted.

Pundit Rajkumar Nyayaratna also commented freely on the procedure adopted by Mr. Justice Norris with regard to the idol. He quoted largely from the *Shastras*, and seemed to carry the whole assembly with him as he proceeded with his address.

The enthusiasm which prevailed is almost indescribable. But the proceedings were tempered with moderation, while the audience, gave repeated and unmistakable proof of the earnestness and depth of the feelings which had been roused.

Indian Mirror.

A monster meeting, the like of which had never before been seen in Calcutta, except the Maidan meeting against the Resumption Law of Mr. Mangles some forty years ago, was held in the Native town on Friday last. The

gathering was immense; some ten thousand persons were present and three Native Theatres could not find accomodation for them. All classes of the Native community were present, Hindus, Mahomedans, Parsis, and even Native Christians. The Pundits took a leading part in this move. The main purport of the Resolutions was directed against the insult offered to the religious feelings of the Hindus by the production of the Hindu idol *Salgram* in the High Court. Another meeting will be held at the Town Hall on Wednesday next.—*Hindu Patriot.*

An immense gathering or rather three gatherings having one common object, took place last evening at three different centres, one at the National Theatre in Beadon Street, another at the Star Theatre, and the third at Bengal Theatre. There can be no question that at these three centres, some 10,000 natives of all classes, creeds and races, assembled; Hindus, Mahomedans, Momanis, Pathans, Rajpoots, Sikhs, Gooroos, Moolahs, Pundits of all shades. There were some twenty tram cars running from the different cross-roads tending towards the native quarter of the town,

all simply crowded with Native passengers. At the Star Theatre, Pundit Issur Chunder Vidyassagar presided. The meeting was opened with a speech in the Vernacular by Baboo Kali Prosunno Vidyaratna, who in a long and a frequently applauded speech, informed those present, that the present movement was one directed not to the Jurisdiction Bill, not to the verdict against Baboo Surendra Nath Banerjee, but to the action of a High Court Judge, Justice Norris, whose action in reference to the bringing of a Hindoo idol into court, had troubled through the whole pulse of the Indian community. The speech of this speaker was received with frequent bursts of vehement applause. Two other speakers followed and held forth in the same strain. One was Baboo Raj-Coomar Nyayaratna and the other, a teacher in the City College, Baboo H. C. Maitra. The proceedings terminated with the carrying of a resolution to the effect, that the whole of the native community of India, of whatever creed or caste, wish Her Majesty's Government to understand that Mr. Justice Norris has so acted and given utterance to such expressions as to

shake the cofidence of the Indian community generally.

Similar speeches and resolutions, we are informed, were passed at the other two centres. The above is but a brief abstract of what was said. There was not a single European Policeman, and we are informed that everything passed off quietly.

Englishman.

দশম পরিচ্ছেদ।

---:•:---

অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের ও রামকুমার দের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণের নিমিত্ত ৩রা মে বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্রনাথের সুহৃদ্-মিলনরূপ পরামর্শ-সভা বসিল। আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, এই চারিজন বিশিষ্ট আইনাভিজ্ঞ পণ্ডিত তালতলার "বেঙ্গলি" অফিসে সম্মিলিত হইলেন। ইহাঁরা অভিযুক্তদ্বয়ের পক্ষে ব্যারিষ্টার-প্রবর জ্যাকসন সাহেবকে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু জ্যাকসন সাহেব বলিলেন,—"আমি এই মকদ্দমায় আসামীপক্ষে উপস্থিত হইতে পরিব না।" সুরেন্দ্রনাথ জ্যাকসন সাহেবকে পাইলেন না। গ্রিফিথ এভান্স্ সাহেবকে পাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি রাজী হইলেন না। ট্রেভিলিয়ান * সাহেবের নিকট যাইলেন, তিনিও অস্বীকার করিলেন। রবার্ট এ্যালেন সাহেবের চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। বড় বড় ইংরেজ ব্যারিষ্টারেরা সুরেন্দ্রনাথের ও রামকুমার দের পক্ষে উপস্থিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতএব এ্যাটর্ণী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের অফিসে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে—ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী মহাশয়েরই এই মকর্দ্দমায় আসামীদ্বয়ের পক্ষে

অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও রামকুমার দের আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ আয়োজন।

---

* ইনি পরে জজ হইয়াছিলেন।

নিযুক্ত হইবার কথা হইল। অতঃপর আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ভবানীপুরে নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই রাত্রে তথায় অবস্থিতি করিলেন। পরদিন ৪ঠা মে শুক্রবার ; এই দিনই মকদ্দমার দিন। সুতরাং অতিপ্রত্যূষে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি খিদিরপুরে ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের ভবনে যাইয়া মকদ্দমা-সংক্রান্ত পরামর্শাদি করিলেন। তৎপরে যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও রামকুমার দে হাইকোর্টে উপস্থিত হইলেন।

প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ, রমেশচন্দ্র মিত্র, স্বয়ং মিঃ নরিস, মিঃ ক্যানিংহাম ও মিঃ ম্যাকডনেল, এই পাঁচজন জজে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথের বিচার করিতে বসিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটিং সলিসিটার "হেনরি এ্যাডাম্‌স এ্যাডকিন্‌," ব্যারিষ্টার চার্লস্‌, পল, টিআপকার সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আসামীদ্বয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র এ্যাটর্ণী ছিলেন, এবং ব্যারিষ্টার মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী দুইখানি এফিডেভিট পাঠ করিলেন। রামকুমার দের এফিডেভিটে যাহা লিখিত ছিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, "আমি ইংরাজি লেখাপড়া জানি না ; সম্পাদকের দায়িত্বে ও আদেশে ছাপার কার্য্য করিয়া থাকি।" সুরেন্দ্রনাথ এফিডেভিটে বলেন যে,—"আমারই আদেশে রামকুমার দে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব উহার দায়িত্বের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী ; এবং বিশিষ্ট গণ্যমান্য এ্যাটর্ণীকর্ত্তৃক সম্পাদিত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে" এই ঘটনা প্রথমে প্রকাশিত হয়, তৎপরে সেই লেখা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বুঝিয়া আমি কর্ত্তব্যজ্ঞানে সাধারণের হিতের জন্য এই বিষয়ে মন্তব্য

হাইকোর্টে বিচার।

লিখিয়াছিলাম। আদালতের অবমাননা করা বা বিচারপতি মিঃ নরিসের মনে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক যখন এই হাইকোর্টেরই এ্যাটর্ণী, অতএব সর্ব্বদাই প্রায় হাইকোর্টে উপস্থিত থাকেন এবং সুগণ্য মান্য ব্যক্তি, তখন তাঁহার দ্বারা ভ্রান্তিমূলক কোন ঘটনা যে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবে, তাহা ধারণা করিবার কোন কারণই ছিল না। সুতরাং আমি সরল বিশ্বাসে "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের লেখার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। কোর্টের পক্ষ হইতে অর্থাৎ বাদিপক্ষ হইতে যে তিনখানি এফিডেভিট প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে—বিচারপতি মিঃ নরিস পক্ষগণকর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া এ্যাসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও অফিসিয়েটিং চিফ্ ক্লার্ক উইলিয়ম রবার্ট ফিঙ্ক, ও ইণ্টারপ্রেটার বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া নিরাপত্তিতে আদালতের বারাণ্ডায় শালগ্রাম আনাইয়াছিলেন।" বাদিপক্ষের ঐ সকল উক্তি প্রকৃত জানিয়া, আমি আমার কৃত সমালোচনা অকপটে প্রত্যাহারপূর্ব্বক আদালতের নিকট ভ্রান্তিদোষ স্বীকার করিতেছি এবং তজ্জনিত দণ্ডবিধান হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি। এতদ্ভিন্ন আমার আরও বক্তব্য এই যে, এই মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আইনতঃ এই আদালতের নাই। ইত্যাদি।

সুরেন্দ্রনাথের পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জী নানা যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা দ্বারা সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি সদয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর বিচারপতিগণ পাঁচ হাজার টাকার জামিন চাহিলেন। মিঃ আর, ডি, মেটা ও বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত জামিন হইলে পর সেদিনকার মত মামলা মুলতবি থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কোনও বিষয়ে ভুল হইয়াছে জানিতে পারিলে, তাহা স্বেচ্ছায় স্বীকার ও সংশোধন করিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে সত্যপ্রিয়তা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়, এবং চরিত্রের মাহাত্ম্য সপ্রমাণ হয়। ইহাই যথার্থ বীরের লক্ষণ! সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়নের যে কথা সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহা যখন সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত নহে বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন ন্যায়ের অনুরোধে স্বকীয় ভুল স্বীকার করিলেন; এবং ভুল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জজ নরিসের প্রতি যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্যও যথাসঙ্গত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল না; বীরত্বের লক্ষণই প্রকাশ পাইল। যিনি আপনার দোষ আপনি বুঝিতে পারেন, তিনিই বীর। যাঁহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নাই, আত্ম-অভিমান আছে, সে কাপুরুষ! সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মময় জীবনের সকল কর্ম্মেই আত্মসম্মান-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনই সত্যবাদী। সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে না জানিলে মানুষ, মানুষনামের যোগ্য হইতেই পারে না। সুরেন্দ্রনাথ আজীবন সত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। সত্যের জন্য ইহাঁকে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্যজ্ঞান।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ অত্যন্ত সৎসাহসিক ছিলেন, এস্থলে তাঁহার একটি সাহসের পরিচয়ের উল্লেখ করিতেছি ;—দুর্গাচরণের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন বাল্য-সহক্রীড়কগণের সহিত খেলা করিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে বারাকপুরের সেনানিবাসের সৈন্যাধ্যক্ষের ঘোড়া লইয়া সহিস রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। দুর্গাচরণের সহক্রীড়কগণ ঘোড়াকে ঢিল মারিতে লাগিল। সহিস তাড়িয়া যাওয়াতে দুর্গাচরণের সহক্রীড়কগণ পলাইয়া যায়। কিন্তু দুর্গাচরণ অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহিস দুর্গাচরণকে ধরিতে চেষ্টা করিলে, দুর্গাচরণ বলিলেন, "যাহারা ঢিল ছুড়িয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ধর্‌তে পার্‌লি না ; নিরপরাধ আমি, আমাকেই দাঁড়াইয়া থাকৃতে দেখে ধর্‌তে এসেছিস্! আচ্ছা, চল্ তোর সাহেবের কাছে ?" এই বলিয়া দুর্গাচরণ সহিসের সহিত সাহেবের নিকট গমন করিলেন। দুর্গাচরণ নির্ভয়চিত্তে সাহেবের নিকট নিজ নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করিলেন। ষষ্ঠবর্ষীয় বালকের ঈদৃশ সৎসাহস দেখিয়া সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দুর্গাচরণের ভবিষ্য-জীবনের মহচ্ছবির উপলব্ধি করিয়া প্রশংসা করিলেন। এই ত গেল, শৈশবের সৎসাহসিকতা ; যৌবন-সময়ে দুর্গাচরণের প্রথমা স্ত্রী বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, দুর্গাচরণের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তৎফলেই দুর্গাচরণের চিকিৎসা-জগতে পূর্ণবিকাশ! অচল, অটল প্রতিজ্ঞাফলেই দুর্গাচরণ জগদ্বিখ্যাত!

সুরেন্দ্র-জনক দুর্গাচরণের সৎসাহসিকতা, সত্যবাদিতা, দয়া, দৃঢ়তা-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দুর্গাচরণের দয়ার ও পরোপকারিতার পরিচয় দেওয়া লেখনী-শক্তির অতীত! তিনি দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেমন সমপ্রাণ সখা ছিলেন, কর্ম্মেও তেমনই তাঁহার সমকর্ম্মা—দয়ার আধার মিত্র ছিলেন! তাঁহার মত প্রতিভাবান্ দয়াশীল চিকিৎসক জগতে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার দুর্গাচরণ এক সময়ে একটি সঙ্কটাপন্ন রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়া, যথাসময়ে সেই রোগীটিকে পুনর্ব্বার দেখিতে যাইতে না পারায়, রোগীর পরিবারভুক্ত জনৈক ব্যক্তি দুর্গাচরণকে লইয়া যাইতে আসিলেন। যিনি দুর্গাচরণকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন, তিনি অতিকষ্টে দুর্গাচরণকে খুঁজিয়া পাতিয়া ধরিলেন এবং গাড়ি আনয়ন করিয়া তাহাতে দুর্গাচরণকে উঠাইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া সেই ভদ্রলোকটি দুর্গাচরণকে বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যদি ভিজিট বাড়াইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; আমাদের মত লোকেরা আসিয়া আপনাকে বিরক্তও করিত না এবং আপনাকে পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া, এরূপে খোঁজাখুঁজির দায় হইতেও নিষ্কৃতি পাইত। দুর্গাচরণ ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আর বলিলেন,—"আমি ভিজিট বাড়াইতে পারি, আমার অবশ্য তাহাতেও চলিবে; কিন্তু গরীব দুঃখী লোকের কি হইবে? আমি যে গরীবের!" দুর্গাচরণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সমাগত গরীব দুঃখী রোগীদিগের চিকিৎসাদি করিতেন। যাঁহার হৃদয় এমন দয়া-প্রবণ এবং যিনি আজীবন রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া, নর-জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মজ বলিয়াই সুরেন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে

স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রবাবুর পিতা

পারিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের দয়া-প্রতিভা-প্রভাবে যেমন প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় আদিষ্ট কত শত জনের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, দুর্গাচরণের দয়া-প্রতিভা-প্রভাবেও 'সেইরূপ সহস্র সহস্র মুমূর্ষু জীবন বাঁচিয়া গিয়াছে। দুর্গাচরণের দৈবশক্তিবৎ চিকিৎসা-প্রতিভার পরিচয় গল্পভাবে দেশবাসীর মুখে মুখেই বিরাজিত।

তেমন প্রতিভাবান্ পিতার পুত্র বলিয়াই, সুরেন্দ্রনাথ ভারতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন। যে পিতার বাল্য-স্বভাবে সৎসাহসিকতা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই পিতার পুত্র বলিয়াই, সুরেন্দ্রনাথ অসমসাহসী, স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী। সুরেন্দ্রনাথ নিজ এফিডেভিটে স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে, "আমি সাধারণের হিতার্থে কর্ত্তব্যজ্ঞানে মন্তব্য লিখিয়াছি।" ইহা দ্বারাই সুরেন্দ্রনাথের সাধারণ-হিতৈষণার সুবিকাশ বুঝিতে পারা গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

৫ই মে শনিবার সুরেন্দ্রনাথের মকদ্দমার রায় দিবার দিন। সুরেন্দ্রনাথ জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আরসী, চিরুণী ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, অনেক টাকা সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের যদি অর্থদণ্ড হইত, কিংবা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে কারাদণ্ড না হইত, তাহা হইলে, কুমার ইন্দ্রচন্দ্র, তাহা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিচারফল জানিবার জন্য হাইকোর্টে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কেবল সুপ্রশস্ত হাইকোর্ট-ভবনটী যে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা নহে, বাহিরে রাস্তায় ও পার্শ্বের মাঠে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। কলিকাতার ছাত্রগণ সুরেন্দ্রনাথের বিচার শুনিবার জন্য স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দুই দিনই উৎকণ্ঠিতপ্রাণে হাইকোর্টে ছুটিয়াছিলেন।

কারাদণ্ডের আদেশ।

এখন যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যনিয়ন্তা এবং কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারক, তিনিই তখন সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম ভক্তরূপে ছাত্রদলের অগ্রণী ছিলেন। যিনি একদিন সুরেন্দ্র-ভক্তরূপে হাইকোর্টে বিচারফল জানিতে উদ্বিগ্নভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিই এখন কর্ম্মগুণে সেই হাইকোর্টেরই বিচারাসনে উপবিষ্ট! পাঠক পাঠিকা বিস্মিত হইবেন না!

কর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মফলেই মানুষ উচ্চ আসন পাইতে পারেন। আশুতোষ (মুখোপাধ্যায়) স্বকর্ম্মগুণে আজ বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের পবিত্র আসনে সমাসীন!

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হয়, তখন আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়িতেন এবং কলেজের সম্মিলনী সভার সম্পাদক ছিলেন। তখনকার ছাত্রগণ উড়ানী চাদর লইয়া স্কুল কলেজে গমন করিতেন; আশুতোষ ছাত্রদলের নেতৃরূপে সে প্রথার পরিবর্ত্তন করেন। অনেকে আশুতোষের সেই দলের নামকরণ করিয়াছিলেন—"চাদর-নিবারণী সভা।" আশুতোষ "চায়নাকোট" গায়ে দিয়া কলেজে যাইতেন। তখনকার ছাত্রদের মধ্যে ইহাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই রাজা! যখন রাখালদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন বনফুল-মুকুটভূষণে রাজা সাজিতেন; আর যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন নায়করাজ সাজিয়া পরিচালনা করিতেন; আবার যখন ভক্তের সঙ্গে থাকিতেন, তখন হৃদয়-রাজ হইতেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আশুতোষ, সেইরূপে সর্ব্বদাই ছাত্র-জীবন সাজিয়া আছেন। ছাত্র-সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতেন; তাই তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের বিচারফল জানিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

যথাসময়ে বিচারপতিগণ স্ব স্ব বিচরাসনে উপবেশন করিলে পর চীফ জষ্টিস স্যার রিচার্ড গার্থ, নিম্নলিখিত ভাবার্থময় মর্ম্মে "রায়" দিলেন;—

"বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী! আপনি আপনার "বেঙ্গলি" পত্রিকায় এই আদালতের গভীর অবজ্ঞাসূচক প্রবন্ধ লিখিয়া

অপরাধী হইয়াছেন। আপনার মনে যাহাই থাকুক না কেন, আপনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, আপনি আদালত- অবমাননার অপরাধে অপরাধী। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই ঘটনার সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনি অবশ্যই নিঃসন্দেহে বুঝিবেন যে, আপনি নিতান্ত অমূলক সূত্র অবলম্বন করিয়া নরিস সাহেবকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

"আপনি স্বীকার করিতেছেন যে, নরিস সাহেব, হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচার না হয়, সে জন্য শালগ্রাম হাইকোর্টে আনয়নের পূর্ব্বে উভয়পক্ষের এ্যাটর্ণীর, অফিসিয়েটিং চিফ ক্লার্ক ও অ্যাসিষ্টাণ্ট রেজেষ্ট্রারের এবং ইণ্টারপ্রেটারের পরামর্শ লইতে উপেক্ষা করেন নাই।

"অতএব এক্ষণে এইমাত্র বিচার্য্য রহিয়াছে যে, এই অপরাধে আপনার প্রতি আমাদিগের কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

"আমি বিশ্বাস করি—আপনার স্বদেশবাসিগণও স্বীকার করিবেন যে—আপনার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত পদবীস্থ লোকের পক্ষে, যিনি এককালে ম্যাজিষ্ট্রেটীপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং এখন এই কলিকাতা মহানগরীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত আছেন, তাঁহার দ্বারা এই অকারণে সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্বাভাবিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, একজন হাইকোর্টের বিচারপতির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা ও তাঁহাকে সাধারণের অবজ্ঞাভাজন করা একান্ত দুঃখের বিষয়।

"যদি কোনও তরুণবয়স্ক অথবা অশিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ প্রবন্ধ লিখিত, তবে তাহা অশিক্ষার ফল বলিয়া উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু আপনি উচ্চশিক্ষিত; আপনি জানেন এবং

আপনার জানা উচিত যে, মুদ্রাযন্ত্রসম্পর্কীয় ব্যক্তিমাত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি ?

"আপনি যদিও স্বীকার করিতেছেন যে, আপনার লিখিত দোষারোপ ভ্রান্তিমূলক ; তথাপি এখনও বলিতেছেন যে—সরল ভাবে ও সাধারণের হিতার্থে এইরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন।

"আপনার এফিডেভিটের উল্লিখিত বিষয় সকল অপরাধ-স্খালন না করিয়া বরং আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে।

"আদালতের মানরক্ষাকল্পে ভবিষ্যতে কাহারও দ্বারা এরূপ অপরাধ-করণ-নিবারণ-হেতু আপনার অর্থদণ্ড না করিয়া আমরা আপনার প্রতি অপেক্ষাকৃত গুরুদণ্ড বিধান আবশ্যক বোধ করি। অতএব আদেশ করা যাইতেছে যে, প্রেসিডেন্সি জেলে বিনাশ্রমে আপনি দুইমাস কারারুদ্ধ থাকিবেন।"

"রামকুমার দেকে মুক্তি দেওয়া হইল।"

জজ রমেশচন্দ্র মিত্র বলিলেন ;—"ইহাঁরা উভয়ে আদালত-অবমাননার অপরাধে অপরাধী, তাহা আমি স্বীকার করি। এই আদালতে এইরূপ আরও দুইটি মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে ; বর্ত্তমান মকদ্দমার পূর্ব্ববর্ত্তী মকদ্দমাদ্বয়ের বিচারপ্রণালী আমার বিবেচনায় অবলম্বনীয়। তাৎকালিক হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক্ ও মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র অপরাধীদিগের ভদ্রোচিত ক্ষমাপ্রার্থনাকে যথেষ্ট মনে করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ তদপেক্ষা গুরুতর নহে। আমার বিবেচনায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অতি কঠোর ও অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা করা হইতেছে।" বিচারপতি মাননীয় মিত্র মহাশয়ের সহিত প্রধান বিচার-পতি প্রভৃতির এই মাত্র মতভেদ। কিন্তু মতভেদেই পর্য্যবসান!

জজ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের অভিমতি প্রকাশের পর কারাদণ্ডাজ্ঞাদিষ্ট সুরেন্দ্রনাথকে "প্রেসিডেন্সি জেলে" (হরিণবাড়ীর জেল) প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইল। যে দ্বার দিয়া সাধারণ কয়েদী-দিগকে হাইকোর্টের বিচার-গৃহ হইতে লইয়া যাওয়া হয়, সুরেন্দ্র-নাথকে সে দ্বার দিয়া লইয়া যাওয়া হয় নাই; জজ মহোদয়গণ যে দ্বার দিয়া যাতায়াত করেন, সেই দ্বার দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া গিয়া একখানি ব্রুহাম গাড়ীতে করিয়া, ভিন্ন দিকের রাস্তা দিয়া ঘুরাইয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ব্রুহাম গাড়িটি ব্রাউন কোম্পানীর আড়গড়ার। কলিকাতার লোকেরা বিশেষতঃ ছাত্রেরা সুরেন্দ্রনাথের জন্য উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই কারণেই সুরেন্দ্রনাথকে গুপ্তভাবে প্রাইভেট গাড়ীতে করিয়া ভিন্ন রাস্তা দিয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। দুই দিন পরে জেলখানায় যাইয়া শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্ত মহাশয় (বি, এল, গুপ্ত; তখন চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন।

কারাবাস।

অবিলম্বে সুরেন্দ্র-কারাদণ্ড সাধারণ্যে বিঘোষিত হইল। ছাত্রসম্প্রদায় কিছু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। হাইকোর্টের আশে পাশে পাঁচ সাত হাজার লোকের সমাগম! সে অবস্থায় পুলিশেও গোলমাল থামাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের দু পাঁচটা শার্শীও যে না ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা নহে! তিনজন বালক সেই হিড়িকে পড়িয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, প্রেসি-ডেন্সি ইনিষ্টিটিউসনের একটি ছাত্রের সপ্তাহ কাল কারাবাস ঘটে।

হাইকোর্টে হল্লা।

সে দিন পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, রেলে, ষ্টীমারে, অফিসে, প্রাসাদে, সর্ব্বত্রই সুরেন্দ্রনাথের কথা! অতঃপর নগরে নগরে, পাড়ায় পাড়ায় সে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই সুরেন্দ্র-কারাদণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে ভারতে এক সাড়া পড়িয়া গেল। সাড়ার তাড়নে পাড়ায় পাড়ায় জাগরণের উন্মেষ দেখা দিল। এইবার নূতন ইতিহাস লিখিবার সময় আসিল। সুরেন্দ্র-কারাবাসে ব্যথিত হইয়া, কবি রবির সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ফ্রিঃ চার্চ্চ কলেজে বক্তৃতা করিলেন। কৃষ্ণনগরে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, প্রসন্নকুমার বসু, রামগোপাল সান্যাল, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিতমণ্ডলী কৃষ্ণপতাকা উড়াইয়া, কৃষক ও মুটে মজুরের সহিত একত্র হইয়া সভার উপর সভা করিয়া, সুরেন্দ্র-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রসম্প্রদায় কৃষ্ণবর্ণের ফিতা ধারণ করিয়া সুরেন্দ্র-কারাবাসের শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার "রেইস এ্যাণ্ড রাইয়ত" * ও বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" পত্র সুরেন্দ্রের শোকে কৃষ্ণরেখান্বিত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া পাঠকগণসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পাইকপাড়ার ধনকুবের তেজস্বী রাজকুমার ইন্দিরনারাণ (ইন্দচন্দ্রসিংহ) অমরাবিনিন্দিত সুখভোগ্য হর্ম্ম্য ত্যজিয়া, নবদূর্ব্বাদলপরিশোভিত ময়দানে বিরাটসভার সভাপতিরূপে; এবং পীড়িত

কারাদণ্ডে আন্দোলন।

* শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

দুর্ব্বল অশীতিবর্ষবয়স্ক পলিতকেশ খৃষ্টানপাদ্‌রি কৃষ্ণ বন্দ্যো (রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), পীড়ার যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া, বিজ্ঞানময়জীবন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সামান্য-বেশে লোকতরঙ্গের সহিত মিশিয়া, জনসাধারণের ঠেলাঠেলিতে থাকিয়া, সভায় যোগদানপূর্ব্বক সুরেন্দ্র-কারাবাসে দুঃখপ্রকাশ করিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতা, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্য, স্বাধীনচেতা সায়েদ আমেদ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এক মহতী সভার আহ্বান করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। লক্ষ্মৌ নগরে শ্রীকিষণপ্রমুখ হিন্দুস্থানিগণ সম্মিলিত হইয়া এবং পঞ্জাবকেশরার পঞ্চনদে সর্দ্দার দয়ালসিংহ, শিখসম্প্রদায়কে একত্র করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের জন্য মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেন। বহরমপুরে চব্বিশ ঘণ্টার সংবাদে পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া গ্র্যাণ্ট হলের বিরাট সভায় চক্ষুর্জ্জল উন্মোচন করেন এবং বর্দ্ধমানের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবগণের নিষেধ সত্ত্বেও বর্দ্ধমানবাসিগণ সভা করিয়া সুরেন্দ্র-কারাদণ্ডে সমবেদনা প্রকাশ করেন। মান্দ্রাজের তৈলঙ্গি-সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে সমদুঃখ প্রকাশ করিয়া তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারা-নিবাসে সুরেন্দ্রনাথের নিকট ও মণিরামপুরে সুরেন্দ্র-ভবনে সহস্র সহস্র তাড়িত-বার্ত্তা-প্রেরিত সহানুভূতি আসিতে লাগিল। ত্রিপলিকেন হইতে পঞ্জাব, আসাম হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সহস্রদেশ সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে মহামতি লর্ড রিপণের নিকট প্রায় পাঁচশত টেলিগ্রাম গিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের হিতৈষিগণ, দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য বিশিষ্ট আয়োজন

করিতে লাগিলেন। রাজবিধানের বিশেষবিধানে সুরেন্দ্রনাথ কারা-শ্মশানে সর্ব্বদাই মহাযোগীর ন্যায় মাতৃ-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সেই বিস্ফারিত উজ্জ্বল লোচনদ্বয় অর্দ্ধনীমিলিত দেখিলে, বোধ হইত—যেন এই সুখদুঃখময় সংসারের সকল কথা ভাবিতেছেন; ইহাঁর ভালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার রেখা অঙ্কিত, গণ্ডস্থল আরক্ত—বোধ হইত—বিষাদের প্রতিমায় কে যেন প্রফুল্লতা মাখাইয়া রাখিয়াছেন। সেই স্থির, গম্ভীর, তেজঃপুঞ্জময় প্রশান্তমূর্ত্তি, কারা-শ্মশানকে পবিত্র করিয়াছে—নরকে মন্দার কুসুমের সৌরভ ছুটাইয়াছে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

তাহিরপুর দাতব্য কৃষি-কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামপ্রসাদ তালুকদারকর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা সত্যযন্ত্রে মহেন্দ্রনাথ সরকার-কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "বৈষয়িক তত্ত্ব" নামক মাসিক পত্রিকায়—"সাময়িক গুরুতর আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে—"আমরা অদ্য যে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে "জাতীয় আন্দোলন" শব্দে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কেন না এই বিষয়টি কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নহে,—কি বিদ্যালয়ের বালক, কি অন্তঃপুরাবরুদ্ধা রমণী, কি বিলাসগৃহবাসী অতুল ধনবান্, কি পথের ভিখারী,—সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে আন্দোলিত হইতেছে। এই আন্দোলনের মূলীভূত সামগ্রী একটী শালগ্রামশিলা। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় কয়েকটী প্রকাণ্ড সভা হইয়াছে। এরূপ বৃহদাকারের সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বজাতীয় সভা কলিকাতায় কখনও হয় নাই।"

"বৈষয়িক তত্ত্ব"

প্রমদাচরণ সেনকর্ত্তৃক সম্পাদিত "সখা" নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস"-শীর্ষক প্রবন্ধে—"সখার পাঠকেরা বোধ হয় প্রায় সকলেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করিয়া জানেন। সুরেন্দ্রবাবু কলিকাতার ছেলেদের দেবতা। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা

"সখা"

করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ; এবং এই ক্ষমতাগুণে তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়া ও কাগজে লিখিয়া আমাদের কর্ত্তব্য ভাব সজাগ করিয়াছেন। বিগত আট নয় বৎসরকাল তিনি প্রাণপণে আমাদের জন্য—তাঁহার স্বদেশের উপকারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরমবন্ধু ; তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের পরমহিতৈষী। মাতৃভূমির দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, ও দেশের নরনারীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান। আজ আমাদের প্রিয় সুরেন্দ্রবাবু কারাগারে। 'সখা' বালক বালিকাদিগের পত্র ; সুতরাং সুরেন্দ্রবাবু অন্যায় করিয়াছেন কি না, হাইকোর্টের তাঁহাকে শাস্তি দিবার অধিকার আছে কি না, সুরেন্দ্রনাথের দুইমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্রবাবু ছেলেদের—সখার অনেক পাঠকের শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্রবাবুর অপমানে আমরা দুঃখিত হইয়াছি ; সুরেন্দ্রবাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালা অবমানিত হইয়াছে, একথা বলিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'আমরা সুরেন্দ্রবাবুর দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিতেছি।' সুরেন্দ্রবাবুর আবার দুঃখ কি ? আপনার কর্ত্তব্যকাজ করিয়া যে কষ্ট পায়, তাহার কি দুঃখ ? দেশের উপকার করিতে গিয়া যাঁহার কষ্ট হয়, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিব কেন ? সুরেন্দ্রবাবু পুণ্যবান্, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন, তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব হইল মনে করিতেছি।"

১২৯০ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখের শিশিরকুমার ঘোষ-সম্পাদিত, "আনন্দবাজার পত্রিকা" সুরেন্দ্র-কারাদণ্ডের উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,—"বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আফিসে এই দুঃসংবাদ যাইবামাত্র কেরাণীরা কলম ফেলিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই তেজোময় প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখখানি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরবে তাঁহার বিপদে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সার্ব্বজনিক শোক কখনও দেখা যায় নাই; এমন বিপদের অন্ধকার আমোদোন্মত্ত অলস বাঙ্গালীর হৃদয় কখন আচ্ছন্ন করে নাই। সান্ধ্য সমীরণে সেই শোকলহরী দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল এবং রজনীর প্রগাঢ় শান্তিতেও সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশীয়গণের শোকভারগ্রস্ত হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। কত যুবক দেবদেবীর নিকট তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা।"

বার্ত্তাবিৎ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের "বঙ্গবাসী" নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্র লিখিয়াছিলেন,—"দেখিলাম, বঙ্গভূমির নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই তারস্বরে সুরেন্দ্রনাথের অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিয়া জীবনকে ভাগ্যবান বলিয়া ভাবিতেছেন। বাঙ্গালিকুলবধূগণ—অসূর্য্যস্পশ্যরূপ অন্তঃপুরাবরুদ্ধা রমণীগণ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণীকে উৎসাহপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রীপুত্রের সহবাস-সুখ ভোগ করা অপেক্ষা কারাগৃহে নির্জ্জনযন্ত্রণা স্বদেশের মঙ্গলের বলিয়া অকাতরে অক্ষুব্ধহৃদয়ে আদরপূর্ব্বক

"বঙ্গবাসী"।

স্বীকার করিলেন। স্বদেশের মঙ্গল হেতু, যে মহাদৃশ্য কখন দেখি নাই, সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে তাহা দেখাইলেন।"

১২৯০ সালের আষাঢ় মাসের দামোদর মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রবাহ" পত্রিকায় "খদ্যোতপুঞ্জ"-শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যে

"প্রবাহ"

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে "হাসিব না কাঁদিব?" প্রবন্ধে লিখিত আছে,—"সুরেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান অবস্থা শোকের কি সুখের বিষয়? আমরা এখন কাঁদিব না হাসিব? এ প্রশ্নের একই উত্তর। সুরেন্দ্রনাথের বিপদ হইলে অবশ্য কাঁদিবারই কথা। কিন্তু তাঁহার আজি সম্পদ ভিন্ন বিপদ নহে তো! তিনি আজি ভারতবাসীর দেবতা। তাঁহার পুণ্যময় নাম আজি আবালবৃদ্ধবনিতার রসনায় বিরাজ করিতেছে। এ নশ্বর জীবনে এতদপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? অতএব সুরেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান অবস্থা পরম আনন্দেরই হেতু।

"তৈলঙ্গী ও দ্রাবিড়ী, পারসী ও মাড়োয়ারী, শিখ ও মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া ও আসামী, হিন্দু ও মুসলমান, সকল ভারতবাসীর এমন একপ্রাণতা কখন দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, বা পড়িয়াছ কি?—না! অদ্য সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপারে ভারতে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাণ্ড সংঘটিত হইল। অদ্য সকলে সমস্বরে সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি ঘোষণা কর। অদ্য ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রাণ ভরিয়া হাস।"

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাহে" জনৈক লেখকের লিখিত, কাহিনী নং ১ শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে লিখিত আছে—"সুরেন্দ্রের যখন জেল হয়, তখন তাঁহার মুক্তির আপীলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নানাস্থানে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল। বাঙ্গালা,

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি স্থানে তাঁহার উদ্ধারের উপায় বিধান জন্য সভা সমিতি আহূত হইতে লাগিল। হাতকাটা জগন্নাথদেবের দেশের লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভোটেরা পর্য্যন্ত সমুৎসাহে চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। অযোধ্যার রাম যেন সকলকে দুঃখে ভাসাইয়া বনে চলিয়া গেলেন,—অযোধ্যায় হা, হা, রব পড়িয়া গেল! আবার শুনিলাম, কোন কোন গর্ভধারিণী আপন আপন পুত্রকন্যাকে বর দিতেছেন,—"বাপু, তুমি সুরেন্দ্রের মত হও; বাছা, তুমি সুরেন্দ্রের ন্যায় পতিলাভ কর"! হৃদয়ে বড় আনন্দ হইল যে, সুপুত্রসম্বন্ধে ভারতমাতা আজিও কাঙ্গালিনী হন নাই। সুরেন্দ্রের ন্যায় বীর আজিও ভারতমাতার অঙ্ক শোভা করিতেছে। আশা, হর্ষ ও সুখ কল্পনার সঙ্গে, মনে আর এক সাধ জন্মিল। সে সাধ—সুরেন্দ্রের মহাব্রতের সহায়তা করা। সুরেন্দ্র অচিরাৎ অবরোধমুক্ত হইতে পারিলে (হইবে না কেন; দেশের লোক যেরূপ চাঁদাস গ্রহে ব্যস্ত) পাগলামি ছাড়িয়া তাঁহার নিকট সিপাহিগিরিতে নাম লিখাইব। সংবাদপত্রপাঠে জানা গেল, কলিকাতা মহানগরে হাইকোর্ট নামে এক প্রধান বিচারালয় সংস্থাপিত আছে, নরিশ সাহেব ঐ আদালতের অন্যতম বিচারপতি। এক মকদ্দামার বিচারোপলক্ষে হিন্দুর প্রধান বিগ্রহ শালগ্রাম দেবতাকে আদালতে হাজির করিলেন। সুরেন্দ্র হিন্দুর ছেলে, আদালতে হিন্দুর দেবতাকে আনিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল; সমস্ত হিন্দুর পক্ষে আপন "বেঙ্গলী পত্রিকায় নরিশের এই কার্য্যের সমালোচনা করিলেন। সমালোচনার ফল সুরেন্দ্রের কারাবাস।"

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, সুরেন্দ্র-

নাথকে চিরদিনই অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের বিচারে কারাবাসী হইলে পর কাব্যবিশারদ একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করিয়া, জল-খাবারের পয়সা জমাইয়া, তাহা ছাপাইয়াছিলেন। প্রহসনখানির আরম্ভ এইরূপ;—"কি সংবাদ শুনিলাম; সুরেন্দ্র কি কারাগারে?" —ইত্যাদি। তখন কাব্যবিশারদের সহিত সুরেন্দ্রনাথের আলাপ পরিচয় হয় নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁদের পরস্পরের আলাপ ঘটে।

"৺ কাব্যবিশারদ"।

"সোমপ্রকাশ" বন্ধ হইবার পরেই "নব-বিভাকর" নামক একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হয়। গঙ্গাধর বন্দ্যো-পাধ্যায় ও গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় নব-বিভাকরের পরিচালক ছিলেন। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও কিছুকাল সেই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন। কাহার লেখা জানি না, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস উপলক্ষে "নব-বিভাকরে" যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নাকি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গিয়াছে যে, সে প্রবন্ধ গিরিজাভূষণ বাবুরই লেখা।

"নববিভাকর"।

১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা গ্রেট ইডেন যন্ত্রে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত "সুরেন্দ্র-বিজয়" নামক পদ্যময়ী পুস্তিকায় "(শোকগাথা)" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে;—

"সুরেন্দ্র-বিজয়"।

"কি দুখের দিন আজি ভারতে উদয়,
হাহাকার রব শুধু শুনি দেশময়।
নরনারী বালবৃদ্ধ ভারতের লোক,
সুরেন্দ্রের কারাবাসে করিতেছে শোক।

মান্দ্রাজী, পারসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান,
রাজপুত, শিখ, জৈন, উড়িয়া, খৃষ্টান।
সমবেত-স্বরে সবে করিয়ে রোদন,
মুক্তমুখে ব্যক্ত করে মনের বেদন।
সুরেন্দ্রের কারাবাস! অসম্ভব কথা!
কি বিষম! কি বিষম! একি মর্ম্মব্যথা!
রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধে সুরেন্দ্র মতন,
ভারত ভিতরে লোক আছে কয় জন?
"সকল তেজিয়া যিনি স্বদেশের হিতে,
ধন মন সমর্পণ কৈলা এক-চিতে।
প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলে রাখিতে,
কাহার তুলনা হয় সুরেন্দ্র সহিতে?
কাহার বক্তৃতা শুনি মানসে উল্লাস?
কাহার লেখনী দেয় হেন উচ্চ আশ?
কার অধ্যাপনা-গুণে যত ছাত্রগণ,
গুণপক্ষপাতী তাঁর হ'য়েছে এমন?
স্বদেশের কল্যাণসাধক হেন নর,
কোথায় সোসর তাঁর, কে আছে দোসর?
এহেন সুরেন্দ্র ধীর তেজি রাজপাটে,
কারাগারে বদ্ধ আজি—শুনি বুক ফাটে!
"ভারতের হিতকারী ফসেট সুজন,
আমাদের ভাগ্যদোষে অন্ধ দু'নয়ন!
তথাপি ভারত-তরে চিন্তিত নিয়ত,
দূরে থাকি ভারতের অনুরাগে রত।

ব্রাইট ভারতবন্ধু, সুশীল, সরল,
বক্তৃতা-অমৃত-সিন্ধু, অথল, অমল।
চক্ষে না দেখিয়া কভু ভারত কেমন,
এদেশের প্রতি তবু মমতা এমন!
লর্ড নর্থব্রুক ধীর পূর্ব্ব-প্রতিনিধি,
অনা'সে তেজিলে রাজ্য দেখিয়া অবিধি;
"ফিয়ার বিচারপতি বাঙ্গালীর মিত্র,
কি মধুর, কি পবিত্র, তাঁহার চরিত্র।
বঙ্গবালা বিদ্যাশিক্ষা উন্নতি কারণ,
পতিপত্নী কত ব্যস্ত ছিলে অনুক্ষণ!
ধার্ম্মিক ইংরাজ আরো কত শত শত,
বর্ণভেদ না মানিয়া প্রজাহিতে রত।
সকাতরে তোমাদের করি হে স্মরণ,
কর কর বাঙ্গালীর দুঃখ বিমোচন।
কমন্স্-সভায় আর লর্ডের সমাজে,
এই সব দুঃখ-কথা জানাও অব্যাজে।
যে দোষের উচ্চসীমা জরিমানা হয়,
সে দোষে সুরেন্দ্র কেন কারাবাসে রয়?
"কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরি ভিক্টোরিয়া সতি!
আসি দেখ তব প্রিয় ভারত-দুর্গতি!
আছে বহু অধিকার তোমার জগতে,
তুলনা কি কারো সনে হয় মা, ভারতে?
"কোথাকার নর নারী সরল সুজন,
প্রজাকুল রাজভক্ত কোথায় এমন?

"সেদিন ঘাতুক হাতে তুমি পেলে ত্রাণ ;
এ সংবাদে যত তব ভারত-সন্তান—
বাল্যবৃদ্ধ নরনারী আনন্দে আকুল,
জানিনা সে উল্লাসের আছে কিনা তুল !
"তোমার যে কতগুণ বর্ণিব কেমনে,
চিরকাল গাঁথা আছে আমাদের মনে !
করিয়াছ উপকার অসীম অসম,
কে না জানে, না মানে বা কোন্ নরাধম ?
"দেখ মা, সুরেন্দ্র দোষী কোন্ অপরাধে,
কোন্ পাপে রাখে তাঁরে কারা-অবরোধে ?
করুণারূপিণী তুমি ভারত-ঈশ্বরি !
আমাদের পূর আশ সুবিচার করি !
"ভারতের রাজ্ঞী" নাম করেছ ধারণ,
কৃপা-দৃষ্টি কর তাঁর রক্ষার কারণ !
"ওহে রাজ-প্রতিনিধি ধার্ম্মিক রিপণ !
পক্ষপাত-শূন্য ধন্য সরল সুজন !
যে কাজ ক'রেছ তুমি এদেশেতে আসি,
জন্মে কি ভুলিবে কভু আর্য্য-ভূমিবাসী ?
ছিল না যা—কখনো যা—ভাবে নাই মন,
তা দিতে প্রস্তুত আছ—স্বায়ত্ত-শাসন !
"যেমন ভূপতি তুমি, সচিব তেমন,
ভারতের ভাগ্যগুণে হ'য়েছে মিলন !
মেজর বেরিং নাম সর্ব্বগুণধর,
ধন্য সে ইংলণ্ড ! যার হেন পুত্রবর !

"যোড়-করে তোমা প্রতি এই অনুরোধ,
দয়া করি মুক্ত কর সুরেন্দ্র-নিরোধ!
"বিলাতে জানাও—যদি হয় প্রয়োজন,
সদুপায় করি কর দুঃখ নিবারণ!
"ওহে শালগ্রাম শিলা দেব নারায়ণ!
তব মানরক্ষাতরে এই দুর্ঘটন!
"হায় কিবা বিচারক! কি বুদ্ধি সরস!
তোমার আকার দেখে বুঝিবে বয়স!
বলে হ'ক্, ছলে হ'ক্, বিবাদীর মতে,
হিন্দুর আরাধ্য শিলা আনে আদালতে!
এই গুরুতর কথা করি আন্দোলন,
হায়রে পড়িল বাঁধা সুরেন্দ্র রতন।
"ধন্য হে ভারত-বাসি! আর্য্যের সমাজ,
বড় সুখী হইয়াছি দেখি তব কাজ।
"একতায় বদ্ধ সবে সুরেনের লাগি,
তাঁর দুখে সবে যেন সমদুখভাগী।
"করিতেছ মহাসভা নগরে নগরে,
দেখাতেছ শোক-চিহ্ন প্রতি ঘরে ঘরে।
কালফিতা হাতে বাঁধি যুবকের দলে,
সুরেন্দ্র-বিয়োগ-ব্যথা জানায় সকলে।
সহরে কি পাড়াগাঁয়ে, রাজপথে, মাঠে,
প্রাসাদে, কুটীরে, তরুমূলে, হাটে ঘাটে;
দু'জন অথবা যেথা বেশী লোক রয়,
সুরেন্দ্রের কারারোধ-কথা তথা হয়।

বালক, যুবক, বৃদ্ধ, নবীন, প্রবীণ,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিবা ধনী দীনহীন ;
ভদ্র বা ইতর কিম্বা হ'ক্ যেই জাতি,
একবাক্যে করে সবে সুরেন্দ্র-সুখ্যাতি।
ঘরে ঘরে এক কথা ; নারীর সমাজ
আলোচনা করে তাই ছাড়ি নিজ কাজ।
সুরেন্দ্রের তরে সবে করে হায় হায়।
যাঁর লাগি সবে দুখী—ধন্য সে ধরায়।
"ধন্য হে বিচারপতি সুধীর রমেশ!
তোমার বিচারগুণে খ্যাত বঙ্গদেশ!
সার্থক তোমারে গর্ভে ধ'রে বঙ্গ-মাতা,
বিপদসাগরে হ'লে বরাভয়-দাতা!
চারিজন প্রতিপন্ন বিচারক-মুখে
বাধা দিয়ে নিজমত জানাইলে সুখে!
এর চেয়ে সুযশ সুনাম কিবা আর?
ভারতে রহিল কীর্ত্তি—গুণ-পুরস্কার।
"দিবাতন শশি মত বসি কারাগারে,
ভাব কি সুরেন্দ্র ধীর! ভারত-মাতারে?
যে সূত্রে গিয়েছ জেলে তুমি গুণধর,
তাহাতে জগতে তুমি হইলে অমর।
মাতা জন্মভূমি স্বর্গ চেয়ে গরীয়সী,
সার্থক করিলে বাক্য—ভারতেতে আসি
লভিলে সমাজ মাঝে মনোমত ধন,
ধন্য ধন্য ভাই তুমি! সার্থক জীবন!

স্বদেশ-মঙ্গল-পদে সঁপিয়াছ প্রাণ,
স্বার্থনামা মহিষেরে দিয়ে বলিদান।
করিয়াছ বহুশ্রম যে দেশের তরে,
রাখিলে অতুলকীর্ত্তি তাহার ভিতরে।
রাহুমুক্ত রবিপ্রায় কারামুক্ত হ'য়ে,
মনোসুখে, হাস্যমুখে, দারাসুত ল'য়ে,
কাটাইবে শেষকাল সুপবিত্র সুখে,
নিত্য পাবে আশীর্ব্বাদ স্বদেশীর মুখে!
স্বর্ণাক্ষরে নাম তব দীপ্তিমান রবে,
যতকাল ইতিহাস বিদ্যমান ভবে।"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

১২৯০ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় * "সুরেন্দ্রনাথের জীবনী" নামক যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশে "কস্থুথ ও সুরেন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যে লিখিত আছে;—

"রাজ-কারাগারে, বীরেন্দ্র সুরেন্দ্র,
ঘুমায় নিশির শেষে,
"কোমল বয়স, কি জানি নৈরাশ্য,
কভু বা মরমে পশে!
স্বদেশীর তরে, বাস কারাগারে,
প্রত্যক্ষ স্বরগে তুমি!
হয়েছে অমর; তোমার পুণ্যেতে,
পবিত্র জনম-ভূমি!"

---

* ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মজুমদার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের সাপ্তাহিক "Statesman" পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে "The Contempt Case" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে—"The action of the High Court in the case of the editor of the Bengalee requires to be considered from various points of view. The whole occurrence is deeply to be regretted, because it has happened at a time when a very serious breach of good feeling has arisen between the European and the native communities, and a prosecution of this unusual kind, ending in a sentence of some severity, against a popular Bengalee editor, is likely to exasperate feelings already too bitter. True, it ought not to do so, for this case did not spring out of the present political controversy, and ought to be regarded as a thing apart from it. If the Englishman had been unfortunately enough to attack a Judge of the High Court as the Bengalee has done, it would, no doubt, have been proceeded against as the Bengalee has been; yet this is exactly what it will be difficult to get the native community to believe. And unfortunately the Chief Justice has allowed an allusion to slip into his judgment which

"ষ্টেট্সম্যান"।

furnishes what, we are afraid, will be regarded as a link of connection between the case and the political controversy. What evil genius led Sir Richard Garth to drag into his judgment an uncalledfor reference to the fact that the accused was once a member of the Covenanted Civil Service? The past history of Surendra Nath Banerjee was in no way before the Court, and the allusion was unkind, uncalled for, in very bad taste, and capable of being regarded as an indication that the controversy about these native Civil Servants was in the minds of the Judges.

Coming to the case itself, we have first to regard it with reference to the fact that the defendants appear to have admitted their guilt. Granting, then, that they were guilty of contempt of Court, the only question is as to the adequacy of the punishment inflicted. It was the opinion of Mr. Justice Mitter that the apology offered ought to have been accepted, and no punishment inflicted. In this opinion we are inclined to concur. We attach much more weight than the Judges did to the fact

that the Bengalee wrote on the strength of statements which had already been publicly made, and had been for some days before the public uncontradicted. The Brahmo Public Opinion is one of the most respectable native weeklies, and it might be presumed to be particularly well informed as to what takes place in the High Court, seeing that its editor is understood to be an attorney of that Court. Whatever may be thought as to the phraseology employed by the Bengalee, we cannot admit that the Court had any sufficient reason to hold that it had not acted in good faith in accepting as true the uncontradicted statements of the Brahmo Public Opinion. There is not a Newspaper in India, which does not daily almost accept statements on the authority of some contemporary, and if we were precluded from doing so until we had first ascertained from original sources the correctness of such statements, the work of journalism would be very seriously hampered.

That the accused was guilty of contempt of Court we cannot deny—first, because guilt was

admitted, and, second, because we have not yet found out under what law the accused was proceeded against. But we venture to call in question the Chief Justice's dictum that the offence committed was an infraction of the law of libel. If it was, why was the accused not proceeded against under the law of libel? We are persuaded that if he had, any jury would have held that the comments were made in good faith. If the offence lay in the phraseology only, as we think it did, the apology made for that was, we think, sufficient and ought to have been accepted. But it appears to us, looking at the terms of the judgment, that the Court while professing to try the accused for contempt, have not punished him for contempt, but for a breach of the law of libel, and that the sentence is, therefore, not merely too severe, but invalid. May we ask the Chief Justice and the Judges who concurred with him, if the question of good or bad faith is an element in the offence of contempt of Court? Contempt is not the less contempt because it is expressed in good faith. It is only the more

genuine. In respect to a breach of the law of libel, on the other hand, the question of good faith is essential. Therefore, as the Judges condemned the editor of the Bengalee, because they refused to believe that he wrote in good faith, and in disregard of his apology for contempt, we repeat that the Court tried him for one offence, namely, Contempt, but sentenced him for another, namely, Libel, which it certainly had no power to deal with as it has done in this case.

Another consideration affects the question as to the amount of punishment. The Code of Criminal Procedure, by which, since the 1st of January last, the procedure of the High Court is regulated, limits the amount of punishment which the court can inflict for contempt committed in its presence to a fine of Rs 200, or in default, one month's simple imprisonment. It follows that, if Surendra nath Banerjee had presented himself in Mr. Noris's Court, and called him to his face a Scroggs or a Jeffreys, accused him of trampling on the religious feelings of the people, and told him he was unworthy of his position on the Bench,

the Court could not have inflicted on him a higher penalty than a fine of Rs 200, except after a regular trial under section 228 of the Penal Code. Under what law then, can the Court inflict a penalty of two months' imprisonment, without the option of a fine, when the offence happens to be committed outside the Court ?

We have written thus for on the assumption that the accused was guilty of contempt of Court. But what is contempt of Court ? So far as we can gather from the written law on the subject, it is contumacy,—disobedience or neglect of the authority of Court. This is the only kind of contempt, so far as we can discover, with which the law empowers any Indian Court to deal. There is a separate provision for cases of defamation ; yet, as we have already contended, it appears really to have been for defamation that the High Court has punished the Editor of the Bengalee. It will be observed, and remarked on as a curious fact, that one may search the judgment of the High Court in vain for any definition of the crime of which the accused was guilty. Guilty it held him to be ; but guilty of

what ? Apparently not of contempt of Court, as understood in Indian law, but of some other kind of contempt of Court of whieh Indian law makes no mention whatever. Why did not the Judges tell us what the nature of this contempt is, and refer to some authoritative definition of it ? Why did they not cite the law under which they proceeded ? They tell us that they find ample precedent in England for their procedure, but that is a very vague statement, and we think it is much to be regretted that the Counsel for the accused refused to argue the point raised in the affidavit as to the Court's Jurisdiction. We are strongly inclined to suspect that the action of the Court was *ultra Vires*, and that the English precedents do not now govern the procedure of Indian Courts in cases of this nature. We know that the contentions that the power to imprison for contempt is a power which the High Courts of India have inherited from the old Supreme Court, which was invested by Royal Charter with all the process of authority of the then Court of King's Bench ; but we also know that our ablest lawyers have held that the High Court did not

inherit this Jurisdiction, and we hold that the question ought to have been argued. It will be observed that Mr. Justice Mitter cited two Indian precedents, one of which was the well known case of Mr. Tayler. But Mr. Mitter seems to have forgotten that out of Tayler's case sprang another which has a closer analogy to the present case. Mr. Tayler, whose offence had been committed, we believe, in a letter to the Englishman, was sentenced to a fine of Rs 500, and imprisonment till the fine was paid. When this sentence was published, the Englishman strongly censured it, describing it, we believe (we have not the file before us) as "cruel." Sir Barnes Peacock thereupon issued a rule against the editor of the Englishman, who appeared to answer to a charge of contempt. Messrs. Paul and Kennedy were the counsel for the accused, and they argued that the Court had no jurisdiction, and could not proceed against a person for contempt not committed in presence of the Court. Possibly if the same journal had stood last week in the place of the Bengalee, counsel might have been found to conduct a similar line of defence.

However that may be, we believe the arguments of Mr. Paul and Mr. Kennedy have never been answered, and that, though the question is open to doubt, the jurisdiction then (and never again till now) claimed by the Court, is not a jurisdiction that ought to be assumed without argument. We may say that, in the case we have mentioned, the then Chief Justice shelved the difficulty by accept ing an explanation to the effect that the accused did not use the word complained of in the offensive sense put upon it by the Court, and discharging the accused. We trust something may yet be done to put this question of jurisdiction beyond dispute. Means will probably be found of bringing the case before the Privy Council. It is not to be tolerated, now that India has its own scientifically codified laws, that, in the exercise of a disputed jurisdiction, and following uncited English precedents, the High Court should be able to constitute itself both prosecutor and judge in respect of an offence which is nowhere defined, and to inflict a penalty to which there is no prescribed limit. If such a state of things does not produce a "Jeffreys or a Scroggs" which, happily

is in these days impossible, it is certainly well fitted to develop all that is least admirable in a Judge."

সুবিখ্যাত "ইংলিশম্যান" পত্রে তৎসময়ে এতৎসম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, তাহা এই ;—

"ইংলিশম্যান।"

"That the order of the High Court in the matter of the Surendra Nath Banerjee would escape criticism, was, under any cricumstances, perhaps, hardly to be expected. That it should be widely misrepresented, was in the present state of the political atmosphere inevitable.

As a matter of fact strenuous efforts are being made to create among ignorant natives a belief not only that the defendant has been treated with undeserved severity, but that the action of the Court amounts to undue interference with the liberty of the Press.

We pointed out Yesterday that those who criticise the severity of the sentence, apparently ignore the character of the so-called apology, which the court rightly held to be an aggravation of the original offence. We might also have pointed out that the contempt was of a peculiarly gross des-

cription. For the defendant not only impugned the motives of the Judge in the particular case referred to in the article, but went on to make him the subject of an infamous comparison, and to declare him unfit by nature for his position. We question whether any English Court has ever held that such a contempt as this could be purged by any apology, however ample, and few men with English respect for the high office of Judge will feel that, looking at the nature of the defendants' affidavit, he was otherwise than leniently dealt with by the Court.

In another respect the article which formed the ground of the charge was of a particularly reprehensible character : for it sought to raise against the Court the one cry which the defendant knew to be calculated above every other to arouse the hostile feelings of his countrymen, the cry of offended religion. In endeavouring to raise this cry, moreover, the defendant had not the excuse which a religious zealot would have had, for he is by habit and education above the superstition on which religious zeal in such a case depends.

With the political aspect of the defendant's conduct, of course, the Court had nothing to do ;

and there is no reason to suppose that they considered it in that respect. But his conduct obviously has a political aspect, and a most important one. For to raise the cry of offended religion against the Chief Court of the country is, to raise a cry which could not be credited without provoking dangerous hostility against British rule.

As to the contention that the action of the Court is an invasion of the liberty of the Press, because the case was concluded when the article appeared, it betrays as astonishing ignorance of the law. Though the press possesses the most ample liberty to criticise in good faith the merits of a judgement, or of any order of a Court of Justice, after the conclusion of a case, an imputation of unworthy motive, or unfitness, made against a Judge, in respect of his conduct as such, is contempt whenever it is made."

Englishman, Tuesday, May 8, 1883.

হাইকোর্টে হল্লা সম্বন্ধে "ইংলিশম্যানে"র কথা।

There was a large body of native students about the precincts of the Court during the proceedings; and the disorderly behaviour of some of them having made it necessary to turn them out, the crowd assailed the European and native constables with brickbats and

stones, wounding several persons more or less seriously. Two of the offenders were arrested near the spot, but broke away from the Police in Fancy Lane on their way to the Waterloo Street Thana, where they were joined by the mob in a second attack on the police with bricks and stones. Subsequently they were met by another body of policemen who re-arrested them, along with three others, concerned in the second assault.

Messrs. Belchambers, Nelson and Manuel Officers of the High Court, were struck with bricks, and a Europeon constable had his watch broken by a missile of some kind.

Englishman, Saturday, 5th May, 1983.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

৪ঠা মে শুক্রবার সুরেন্দ্রনাথের বিচারকালে হাইকোর্টে অবৈধ-জনতা ও মারামারি গোলমাল করা অপরাধে (১) প্রমথনাথ রায়, (২) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, (৩) হরিদাস ঘোষ (৪) হরকালী সেন, (৫) বিষ্ণুপদ সেন (৬) বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়,—এই ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্র ধৃত হইয়া, ৫ই মে শনিবার লালবাজার পুলিশকোর্টে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এফ, জে, মার্সডন সাহেবের নিকট ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা এবং ২২৫ ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রসিকিউটার হিউম সাহেব কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হন। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম আসামী-ত্রয়ের পক্ষে এ্যাটর্ণী আশুতোষ ধর; তৃতীয় আসামীর পক্ষে উদয়চন্দ্র বসু ও গোপাললাল শীল উকিলদ্বয় এবং ব্যারিষ্টার মিঃ আমির আলি; চতুর্থ আসামীর পক্ষে উকিল কানাইলাল মুখোপাধ্যায়; ষষ্ঠ আসামীর পক্ষে উকিল তারিণীচরণ বসু উপস্থিত হইয়াছিলেন। মারপিটের অভিযোগে প্রত্যেক আসামী পাঁচশত টাকা এবং অবৈধজনতা করার অভিযোগের জন্য প্রত্যেক আসামী একশত টাকা করিয়া জামিন দিয়া সে দিন মুক্তিলাভ করেন।

ছয়জন ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

যাহাতে জেলখানায় সুরেন্দ্রনাথের কোনও প্রকার কষ্ট না

হয়, তাহার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সমস্ত খাদ্যাদি ইহাঁর নিজভবন হইতে ও বন্ধুবান্ধব দিগের নিকট হইতে জেলখানায় প্রেরিত হইত। ইহাঁর আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য একজন বাবুর্চি সঙ্গে গিয়াছিল; সে জেল-খানাইতেই থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথের সেবা-শুশ্রূষাদি করিত। সুরেন্দ্র-নাথ কারাবরুদ্ধ থাকিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিয়াই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন; এবং "বেঙ্গলি" পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। ইনি জেলখানা হইতে "ন্যাসন্যাল ফণ্ড" অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুযায়ী দেশ-নেতৃগণ "ন্যাসন্যাল ফণ্ড" করিয়া অর্থ সঞ্চিত করিলেন।

কারাগারে সুরেন্দ্রনাথ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সদস্য, "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের সুবিখ্যাত সম্পাদক ও কলিকাতা হাই-কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাটর্ণী নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় সুরেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু-রূপে তাঁহার মুক্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৬ই মে বুধবার তারিখে এক সাধারণ সভা হইয়া "সেণ্ট্র্যাল কমিটি" গঠিত হইল। নরেন্দ্রবাবু সেই কমিটির অনারারি ট্রেজারার ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার মল্লিক অনারারি সেক্রেটরি হইলেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে "The Central Committee, appointed at the Pubifc meeting, held on Wednesday, the 16th of May 1883, request that all subscriptions, raised or to be raised to defray the heavy expenses incurring or to

প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের চেষ্টা।

be incurred to obtain an authoritative decision of the important questions, invoeved in the recent proceedings against Babu Surendranath Banerjee, be paid to Babu Norendra nath Sen, Editor of the Indian Mirror, Calcutta, who has kindly consented to act as Honorary Treasurer to the Committee.

All sums, already collected or to be collected, should, without loss of time, be remitted to Babu Norendra nath Sen, who will duly acknowledge the receipts thereof privately as well as in the columns of the Indian Mirror. Those who do not wish to have their names published, will have their remittances acknowledged in any way they please.

M. C. MULLICK,
Honorary Secretary to the Committee.

এই নোটীস প্রকাশ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে মুক্ত করিবার জন্ত ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের উপায় বিধান করিলেন। দেশবাসী একদিকে সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির জন্ত চাঁদা দিতে লাগিলেন; এবং অন্তদিকে দেশের মঙ্গলের জন্ত "ন্যাসন্যাল ফণ্ডে" টাকা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মহাশয় বন্ধুত্ব পরবশে সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল

করিবার জন্য বিলাত গমন করিলেন। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে সলিসিটার টি, এল, উইল্‌সন, কারাদণ্ড রহিত করিবার জন্য বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে দরখাস্ত করিলেন। টি, এইচ, কাউই; এবং জে, টি, উড্‌ফ, ব্যারিষ্টারদ্বয় সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রিভিকাউন্সিলে আইনঘটিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিভিকাউন্সিল, হাইকোর্টেরই রায় বাহাল রাখিলেন।

প্রিভিকাউন্সিলে আপীল।

PRIVY COUNCIL.

SURENDRA NATH BANERJEE *v.* THE CHIEF JUSTICE AND JUDGES OF THE HIGH COURT AT FORT WILLIAM IN BENGAL.

[On appeal from the High Court at Fort William in Bengal.]

Contempt of Court—Publication of 'ibel reflecting upon a Judge in his judicial capacity—Offence not included in Penal Code—Defamation—Criminal Procedure Code (X of 1882), s. 5—Power of Courts of Record under Common Law—Jurisdiction of High Court to punish summarily.

Present : Sir B. Peacock, Sir M. E. Smith, Sir R. P. Collier, Sir R. Couch, and Sir A. Hobhouse.

The High Courts in the Indian Presidencies are superior Courts of Record. The offence of contempt of Court and the powers of the High Courts to punish it are the same in such Courts as in the superior Courts in England. Those powers, which formed part of the common law, were conferred upon the Supreme Courts, when they were established in the Presidency Towns.

The Indian Penal Code does not provide against a contempt of Court committed by the publication of a libel out of Court, when the Court is not sitting, and neither in Chapter XXI "Of Defamation," nor elsewhere provides for the punishment of a contempt of Court committed by the publication of a libel reflecting upon a Judge in his judicial capacity, or in reference to his conduct in the discharge of his public duties. Because the publisher can be punished for "defamation" under the Code, it does not follow that he cannot be punished summarily by the High Court for a contempt of Court. He can be so punished with fine, or imprisonment, or both.

The provisions of s. 5 of the Code of Criminal Procedure, 1882, relating to the procedure under

which "all offences under the Indian Penal Code," and "all offences under any other law," are punished, do not include a contempt of the High Court committed by the publication of a libel out of Court, when the Court is not sitting, although such contempt may include defamation. Such a contempt is more than mere defamation, and is of a different character.

The jurisdiction of the High Court to commit for contempt has not been affected by the Code of Criminal Procedure, 1882.

By the common law every Court of Record is the sole and exclusive judge of what amounts to a contempt of Court.

THIS was a petition for special leave to appeal from an order of the High Court, dated the 5th May 1883, whereby the petitioner, who was the editor and proprietor of a weekly newspaper published in Calcutta, and called the *Bengalee*, was sentenced to a term of imprisonment for two months in the Presidency Jail, for a contempt of Court.

The alleged contempt of Court was contained in the following article, which appeared in the *Bengalee* on the 28th April 1883;—

"The Judges of the High Court have hitherto commanded the universal respect of the community. Of course, they have often erred and have often grievously failed in the performance of their duties; but their errors have hardly ever been due to impulsiveness or to the neglect of the commonest considerations of prudence or decency. We have now, however, amongst us a Judge who if he does not actually recall to mind the days of Jeffreys and Scroggs, has certainly done enough withim the short time that he has filled the Hight Court Bench to show how unworthy he is of his high office, and how by nature he is unfitted to maintain those traditions of dignity which are inseparable from the office of the Judge of the highest Court in the land. From time to time we have in these columns adverted to the proceedings of Mr. Justice Norris, but the climax has now been reached, and we venture to call attention to the facts, as they have been reported in the columns of a contemporary. The *Brahmo Public Opinion* is our authority, and the facts stated are as follows :—

"Mr. Justice Norris is determined to set the

Hoogli on fire. The last act of *zubburdusti* on His Lordship's part was the bringing of a *Salagram* (a stone idol) into Court for identification. There have been very many cases, both in the late Supreme Court and the present High Court of Calcutta regarding the custody of Hindoo idols, but the presiding deity of a Hindoo household has never before this had the honour of being dragged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol, and said it could not be a hundred years old. So Mr. Justice Norris is not only versed in law and medicine, but is also a *connoisseur* of Hindoo idols. It is difficult to say what he is not. Whether the orthodox Hindoos of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into Court is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw dispenser of Justice."

On the 3rd May the petitioner (together with one Ramcoomar Dey, the printer and publisher of the *Bengalee*), was served with a rule calling upon him to show cause on May 4th why he

should not be committed to prison, or otherwise dealt with according to law for contempt of Court, in his having published the above article, containing contemptuous and defamatory matters concerning Mr. Justice Norris. This rule was issued on affidavits, of which the petitioner obtained eopies in the afternoon of the same day (May 3rd).

In reply to these affidavits, the affidavits of Ramcoomar Dey and Surendra Nath Banerjee were produced in the High Court. The affidavit of Ramcoomar Dey stated that he had no concern with any matter which appeared in the paper, nor any power to prevent any matter appearing therin; that he was imperfectly acquainted with the English language, and though able to set up works in English, he did not readily understand the sense and meaning of what he composed and set up; that he had no knowledge that the article in question contained any contemptuous or defamatory matter; and so far as he had any hand in its publication, he expressed his regret that any such matter should have appeared in the paper of which he was printer and publisher, and submitted himself to the favourable consideration of the Court.

The affidavit of Surrendra Nath Banerjee was as follows :—

"I, Surendra Nath Banerjee, of No. 33, Neogee Pookur East Lane in the Town of Calcutta, at present residing at Monirampoor in the district of the 24-Pergunnahs, inhabitant, solemnly affirm and say as follows :—

"*1st.*—That on Thursday, the 3rd day of May instant, I was served with a rule issued by this Honourable Court in this matter on the day previous, calling upon the abovenamed Ramcoomar Dey, as the printer and publisher, and myself as the editor of the periodical work, the *Bengalee*, to show cause before this Honourable Court on Friday, the 4th day of May instant, at the sitting of the Court, why we should not be committed, or otherwise dealt with according to law, for contempt of Court alleged to have been committed by us in having unlawfully published a certain article in the said periodical work, the *Bengalee* of the 28th day of April last, containing certain contemptuous and defamatory matters of and concerning the Hon'ble John Freeman Norris, one of the Judges of this Honourable Court.

"*2nd.*—That, upon being served with the said rule, I bespoke and thereafter obtained office copies of the grounds upon which the said rule is based, which grounds I have perused.

"*3rd.*—That I admit that, as is stated in the affidavit of Mr. Henry Adams Adkin, Officiating Solicitor to the Government of India, the above-named Ramcoomar Dey is the printer and publisher of the said periodical work, the *Bengalee*, and I am the proprietor and editor thereof.

"*4th.*—That the said periodical work is made up entirely under my superintendence, and that the said Ramcoomar Dey, who is but indifferently acquainted with the English language, has no authority over any editorial matter appearing in the said periodical work, and further he could not, if he wished so to do, prevent any article or paragraph appearing therein.

"*5th.*—That the issue of the said periodical work of the said 28th day of April 1883 was made up and published entirely on my responsibility, and to the best of my knowledge, information and belief, the said Ramcaomar Dey did not read anything contained therein in the editorial columns before the publication thereof.

"*6th.*—I further say that, except as an Honorable and learned Judge of this Honorable Court, I have no knowledge whatsoever of the said Hon'ble John Freeman Noris, and that in writing and publishing what I did in connection with His Lordship, I acted entirely *boná fide*, and, as I believed, in the interests of the public good.

"*7th.*—That there appeared in the said issue of the 28th day of April 1883 two paragraphs in connection with the said Hon'ble John Freeman Norris, one at page 194 under the heading of 'News and Notes' of Tuesday, the 24th day of April 1883, and the other at page 199 amongst the editorial notes. The said two paragraphs are as follows. [Here followed the above paragraph, on which the rule was issued, and another paragraph, relating to different matter, but also reflecting upon the conduct of Mr. Justice Norris.]

"*8th.*—That the *Brahmo Public Opinion* referred to in the said paragraph is a periodical work published in Calcutta every Thursday, and is believed by the public; and I believe it to be under the editorship of a gentleman practising as an attorney of this Honorable Court.

"*9th.*—That the matter of complaint made in the said first paragraph appeared in the said *Brahmo Public Opinion*, to the best of my knowledge, information and belief, in its issue of Thursday, the 19th day of April 1883, and no contradiction thereof, nor any explanation thereof appeared either in the said *Brahmo Public Opinion* or, to the best of my knowledge, information and belief, in any other newspaper.

"*10th.*—That the matter of complaint made in the said second paragraph appeared in the said *Brahma Public Opinion* in its issue of the 26th day of April 1883, and no explanation or contradiction thereof appeared in that paper, or in any other newspaper, before the publication of the said issue of the said periodical work.

"*11th.*—That I honestly believe the statements in the said *Brahmo Public Opinion* to be true, and the paragraphs aforesaid, which were both written by me, were so written under such belief and under a sense of public duty that conduct, such as was imputed to the said Hon'ble John Freeman Norris, should be brought to the notice of the public and censured.

"*12th.*—That from the affidavits of Mr. William Robert Fink, the Assistant Registrar, and the Officiating Chief Clerk of this Hon'ble Court, and of Baboo Baneymadhub Mookerjee, one of the Interpreters of this Hon'ble Court, the truth of which I entirely and unhesitatingly accept, I now find that the statements contained in the said *Brahmo Public Opinion* relating to the production of the said Salgram in Court were inaccurate and misleading, and that the said Hon'ble John Freeman Norris, instead of acting in a *zubburdusti* manner as alleged, acted under pressure from the parties, who are both Hindus, apparently against his own inclination.

"*13th.*—That I have received contradictory statements with regard to the statements contained in the said first paragraph, some asserting that they are inaccurate and misleading, other maintaining the contrary; and I have not been able to ascertain which of these contradiotory statements represent the truth.

"*14.*—I say most emphatically that if I had known, or had any reason to believe, that the statements of the *Brahmo Public Opinian* aforesaid

were in any respect inaccurate, I would not have made the observations I have, and I am truly sorry that I was misled into making them, and I withdraw them unreservedly; but I repeat that my observations were made perfectly *bonâfide*, and without any motive of any description whatsoever other than motive to promote public good.

"*15th.*—That the circumstances of British India are such that this Hon'ble Court and the other High Courts in the other Presidencies are looked upon, and I believe justly looked upon, as the staunchest, the most upright and the most impartial upholders of the just rights and privileges of all sections of the community, and any action on the part of any Hon'ble and learned Judge of these Hon'ble Courts tending to show the least disregard of such rights and privileges is viewed with great alarm by the community, and I conceive that it is the duty of all journalists to maintain that no such disregard is shown.

"*16th.*—That I express my deep regret at having unwittingly endeavoured to cast an undeserved slur upon the said Hon'ble John Freeman Norris, and I place myself unreservedly

in the hands of this Hon'ble Court, being satisfied that the apology which is hereinfore contained is, under the circumstances, due from me to the said Hon'ble John Freeman Norris and this Hon'ble Court, and I further submit myself to the favourable and indulgent consideration of this Hon'ble Court.

"*17th.*—That I am advised that this Hon'ble Court has no jurisdiction to issue the said rule, or te deal with me or the said Ramcoomar Dey summarily: but the question, I am also advised, is one of extreme difficulty, and I know it to be one of great public importance, and one which will require much time and attention to be dealt with as, in my judgment, it should be dealt with.

"*18th.*—That the said rule was served upon me at half-past eleven o'clock, and I received the said grounds at about a quarter after 2 P.M., and though my attorney and I have made our best endeavours to secure the services of Counsel learned in the law to appear for me and argue the said question, I have not succeeded in getting one prepared to do so this morning, and I humbly

pray that time may be granted to me sufficient to enable me to have the said question argued ; and I make this prayer entirely subject to the apology which I have made and without in any way detracting from or weakening the same in any particular whatever."

On the 4th May the rule came on for hearing before the Chief Justice and four Judges of the High Court (GARTH, C. J., MITTER, J., CUNNINGHAM, J., MCDONELL, J., and NORRIS, J.).

Mr. *Bonnerjee* appeared to show cause ; and after reading the portion of the affidavits containing the apology for having inserted the article, stated that he was not prepared to support the prayer for an adjournment contained in the 18th paragraph of the affidavit of the petitioner ; that even if that prayer were granted, he would not be in a position to argue the question of the jurisdiction of the Court ; and that if he were in a position to argue it, he would not do so.

The Court on the next day (May 5th) delivered the following judgments on the matter :—

GARTH, C. J. (CUNNINGHAM, MCDONELL, and NORRIS, JJ., concurring),—Baboo Surendra Nath Banerjee, you have been guilty of a gross contempt of this Court in publishing in the *Bengalee* Newspaper, of which you are the editor, the article which is the subject of this rule.

We understand from your Counsel, Mr. Bonnerjee, that whatever your original intention may have been, you now admit that you have been guilty of such contempt ; and you have submitted what professes to be an apology to the Court in the affidavit which was read yesterday by your Counsel.

You have certainly acted wisely in not attempting to justify an act which you must be well aware is wholly unjustifiable ; and your Counsel has also exercised a wise discretion in not insisting upon a point which we observe is suggested in your affidavit, that this Court had no power to institute these procceedings.

It is impossible that any reasonable man who is acquainted with the real truth of the matter can read the article in question, which you admit to have been composed and published by yourself

without seeing that it is a most scandalous and wholly indefensible attack upon Mr. Justice Norris.

You begin the article by accusing that learned Judge of neglecting in the discharge of his Judicial duties the commonest consideration of prudence and decency ; you go on to compare him with two of the most notoriously unrighteous Judges that ever disgraced the English Bench ; and you denounce him to the Indian public as utterly unworthy of his high office, and unfitted by nature to maintain those traditions of dignity which are inseparable from the position of a High Court Judge. As a climax to these accusations, you quote the following passage from the *Brahmo Public Opinion*, reflecting upon the learned Judge's conduct in a particular cause, which was then, and is now, pending in this Court : "Mr. Justice Norris is determined to set the Hugli on fire. The last act of *zubburdusti* on His Lordship's part was the bringing of a Salgram (a stone idol) into Court for identification. There have been very many cases both in the Supreme Court and the present High Court of Calcutta regarding the custody of

Hindu idols, but the presiding deity of a Hindu household has never before this had the honour of being dragged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol, and said it could not be a hundred years old. So Mr. Justice Norris is not only versed in law and medicine, but is also a connoisseur of Hindu idols. It is difficult to say what he is not. Whether the orthodox Hindus of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into Court is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw dispenser of justice."

Upon the basis of that statement in the *Brahmo Public Opinion*, without informing yourself whether it was true or false and without ever making enquiry into the circumstances of the case, you proceed recklessly to comment upon the conduct of the Judge and to hold him up to public execration in the following language:—

"What are we to think of a Judge who is so ignorant of the people and so disrespectful to their most cherished convictions, as to drag into

court and then to inspect an object of worship, which only Brahmins are allowed to approach, after having purified themselves, according to the forms of their religion ? Will the Government of India take no notice of sucb a proceeding ? The religious feelings of the people have always been an object of tender care with the Supreme Government. Here, however, we have a Judge who, in the name of Justice, sets those feelings at defiance, and commits what amounts to an act of sacrilege in the estimation of pious Hindoos. We venture to call the attention of the Government to the facts here stated, and we have no doubt due notice will be taken of the conduct of the Judge."

Now so far from there being the least foundation for this tissue of abuse, it appears from the affidavits upon which this rule was issued (which are now admitted by yourself to be perfectly correct) that the account given in the *Brahmo Public Opinion* and your own comments upon it were wholly without foundation.

The truth of the matter was this. In a case which was tried before the learned Judge, a Ques-

tion arose as to the identity of a certain thakoor or idol. It was necessary, for the purpose of determining that question to ascertain whether particular thakoor, which was then in the custody of one Bhuttock Nath Pundit in the Burra Bazar, was the family thakoor of certain parties to the suit.

For the purpose of determining that question, it was suggested by the Counsel on both sides that the thakoor should be brought into Court for the purpose of identification.

Mr. Justice Norris hesitated to take that course, until he had enquired from the attorneys on either side, who were Hindus, whether there would be any objection to it. Their answer was that there would be none. His Lordship then further enquired from a person named Gouree Kant Burmun who was in Court, and who was an agent of the plaintiff, whether he saw any objection and his answer was, that the idol could not be brought into the Court itself, on account of the coir matting with which the floor was covered, but that it might be brought without objection into the corridor.

The learned Judge then, in order to satisfy himself still further, sent for the Court Interpreter, Baboo Baneymadhub Mookerjee, who is an officer of great experience and a high caste Brahmin, and made the same enquiry of him. He asked whether the thakoor was a Salgram, and finding that it was, made the same answer as Gouree Kant, namely, that it could not be brought into Court on account of the matting, but that it might with perfect propriety be brought into the corridor.

Upon this His Lordship granted the application, and a *subpœna duces tecum* was issued to Bhuttock Nath Pundit to produce the thakoor the same day, and in order to ensure the orders of the Court being properly carried out, it was further ordered that the Interpreter himself should proceed with the officer to Bhuttock Nath Pundit's house who was himself a Brahmin, and should see to the proper conveyance of the thakoor to the Court.

We have then the affidavit of Baneymadhub Mookerjee himself, who, after confirming the above facts, informs us that in obedience to the order of the Court, the thakoor was duly conveyed into the corridor by himself and the Pundit, and the

learned Judge, attended by Counsel on both sides, and the attorneys, left the Court and went into the corridor for the purpose of inspecting it.

It seems, therefor, impossible for any one, however strict his religious views on such subjects may be, to say that Mr. Justice Norris did not take the utmost pains in the first place to ascertain whether the thakoor ought to be brought to the Court at all, and in the next place to provide that it should be brought there with all due respect and propriety.

It may be perfectly true that European Judges, and more espcially Barrister Judges, are often imperfectly acquainted with the religious views and feelings of the Hindu community, and the utmost they can do, when occasion arises, is to consult those who are best informed upon the subject, and to be guided by their advice.

But we now understand from your own affidavit, as well as from your Counsel, Mr. Bonnerjee, that you admit that the learned Judge did everything in his power to ascertain the truth of the matter, and to avoid giving the least offence to the religious feelings of your countrymen.

It therefore only remains for us to consider what punishment we ought to inflict upon you.

It is, indeed a very lamentable thing, and I trust that your own countrymen will also be of that opinion, to find a gentleman of your position and attainments, who was once a member of the Covenanted Civil Service, and is now an Honorary Magistrate of this city, making use of his influence as a newspaper editor to vilify and bring into public contempt, without any justification whatever, a Judge of the High Court.

If the offence had been committed by any young inexperienced man of no education or knowledge of the world, or by a person in the position of Ramcoomar Dey, who stands beside you we might ascribe it, in some degree at least, to ignorance or want of consideration. But you have had great educational advantages. You know, or should know as well as any one, the duties and responsibilities of gentelmen connected with the Press. You profess in your affidavit to justify your offence by putting forward as the basis of your false charges against Mr. Justice Norris a statement in the *Brahmo Public Opinion* which

you say you believed to be true, and upon which you considered yourself at liberty to enlarge and comment with extreme severity.

Moreover, whilst you profess to admit that your charges were totally false and unfounded, and made without any sort of enquiry on your part, you still maintain that you made them "in perfeet good faith, and in the interests of the public good."

Furthermore, you have made mention in your affidavit of another article, extracted from the *Brahmo Public Opinion*, which is also apparently intended to reflect upon Mr. Justice Norris, and the subject of which has nothing to do with the present proceeding. Your Counsel, though invited to do so, has wholly failed to explain to the satisfaction of the Court why that article was inserted. And you must have known perfectly well that the affidavits, upon which the rule was issued, were not directed to the subject of that article.

These matters in your affidavit, so far from extenuating your offence, appear to the Court to be an aggravation of it.

The Judges are at a loss to understand how a libel so gross could possibly have been inserted in your paper "*in good faith* ;" and they find great difficulty in believing that a gentleman of your education, and a newspaper editor, could be so utterly ignorant of the law of libel as to suppose that you were at liberty to publish these attacks upon the conduct and character of a High Court Judge, merely because you found them, though in a less virulent form, in another native newspaper.

The Court is quite willing to make some allowance for your affidavit having been drawn, as your Counsel informed us was the case, in a hurry, and without consideration. But they cannot look upon it, for the reasons which I have just mentioned, as any extenuation of your offence.

We feel that it is absolutely necessary to vindicate and maintain the authority of the Court, and to guard against the repetition of the grave offence which you have committed, by imposing upon you (not a fine, which in your case would be a mere nominal penalty), but such a substantial punishment as may serve as a wholesome warning to yourself and others.

The Court's order is, that you be imprisoned on the civil side of the Presidency Jail for the space of two months.

The majority of the Court regret, that in determining the award of punishment, my brother Mitter's views should not be in accordance with theirs. We are, of course, fully aware of the precedents to which that learned Judge refers ; but in the first place, we think the facts of those cases are very different from the present, and in the next place, we find ample precedent in England in cases of gross libel, where a more severe punishment has been awarded.

We fail to see, why persons charged with contempt of Court for libel in a proceeding of this nature should be subjected to a less severe punishment than if the proceeding had been by criminal information, or by the more ordinary process at the criminal sessions.

Had your affidavit disclosed a more honest and candid avowal of your guilt, without making mention of those matters which the Court cannot find to have been introduced for any useful purpose, or from any proper motive, they might have consi-

dered it sufficient for the ends of justice to have visited you with a more lenient punishment.

Ramcoomar Dey, you have also been guilty of a contempt of this Court, for having been the means, as the printer and publisher of the *Bengalee* Newspaper, of circulating the article in question.

We are, of course, by no means prepared to say that as a rule the printer and publisher of a newspaper is not fully responsible, both civilly and criminally, for everything that is inserted in that paper. But we find in this instance, not only from your own affidavit, but from that of Babu Surendra Nath Banerjee, who has very properly done his best to protect you, that you know the English language very imperfectly, and that you have evidently been the mere instrument of the editor, under whose orders you acted.

We, therefore, think that you may with propriety be discharged.

MITTER, J.—I concur in the finding that both Ramcoomar Dey and Surendra Nath Banerjee are guilty of contempt of Court. But after giving my best consideration to the question of the punishment that should be inflicted, I am unble to agree

in the view of the majority of the Court. There have been in this Court two cases of a similar nature since its establishment. One is *In the matter of Piffard* (1). The other case is not reported in any authorized report, but is well known as *Tayler's case.* In both these cases at the first hearing the persons charged with contempt did not admit their guilt. The matter was discussed fully, and after the Court had pronounced its decision that they were guilty, suitable apologies were made.

In the case before us, the persons charged with contempt have at once admitted their guilt, and have expressed their deep regret at having unwittingly cast an undeserved slur upon a learned Judge of this Court.

In the first-mentioned case, Sir Barnes Peacock, C. J., in delivering the judgment said : "Although the majority of the Judges were of opinion that both these gentlemen," *i. e.*, the persons charged with contempt, "have acted in contempt of Court, they did not wish to visit the offence with any punishment. The Court would be content with

(1) I Hyde. 79.

an apology, nor need the apology be an abject one, but simply such as would convey the expression of their sorrow at having committed that which the Court considered to be contempt." In accordance with this expression of opinion a suitable apology was made, and no punishment was inflicted.

In the other case the sentence of the Court was that Mr. Tayler should stand committed for one month to the civil side of the Presidency Jail, and that he should pay a fine of Rs. 500, and that he should be further imprisoned till the fine was paid.

There Sir Barnes Peacock, C. J., referring to an apology which had been published by Mr. Tayler before this sentence was passed, said :

"If you think fit to add to the apology which you have already published (and it is for you to decide whether you can conscientiously do so or not), the Court is willing to mitigate the sentence. If after what you have heard, you state that, upon reflectian you find that the charges which you made against Mr. Justice Dwarkanath Mitter were unwarranted and wholly without foundation

and that you are sorry for having made them, you may do so, and you may add, if you wish it, either that you did not intend to cast any reflection upon any of the other Judges, or that the reflection cast was unfounded, and if you publish that apology in the *Englishman* you may apply on Monday, the 3rd of May next, for your discharged on payment of the fine."

This sentence was passed on Saturday, the 24th April 1869, and on the 27th April following Mr. Tayler, having made a suitable apology, was released, the remaining term of his imprisonment having been remitted.

I have gone into these details, because it seems to me that in determining the amount of punishment to be inflicted on Surendra Nath Banerjee, we should take these cases as our guide. The complexion of guilt in the case of Mr. Tayler is certainly not of a lighter character than that of Surendra Nath Banerjee.

On the question of punishment, therefore, I should have been inclined to adopt the course which was adopted in these cases.

From this sentence Surendra Nath Banerjee

preferred a petition to Her Majesty in Council for special lave to appeal.

The petition, after setting out the facts, and the articles complained of, and referring to the matters stated in his affidavit as above set out, continued :—

"That your petitioner immediately on learning from the affidavits the facts therein stated, determined to express fully and unreservedly his sincere regret at having through ignorance of the said facts written the article in the *Bengalee*, and in accordance with such determination, the affidavit filed by him in answer to the said rule, a copy whereof is appended to the memorial hereinafter referred to, and hereto annexed, after setting forth the facts and circumstances stated, and exonerating Ramcoomar Dey from all responsibility for the article, which your petitioner admitted was composed by himself, and published on his own and sole responsibility, stated, that he found from the affidavits, the truth of which he entirely and unhesitatingly accepted, that the statements contained in the *Brahmo Public Opinion* were inaccurate and misleading, and that the said Mr. Justice

Norris, instead of acting in a *zubburdusti* (violent) manner, as alleged, had acted under pressure from the parties to the said proceeding, who were both Hindus, and that had he known, or had he had any reason to believe that the statements of the *Brahmo Public Opinion* respecting the said Mr. Justice Norris were in any respect, inaccurate, he would not have made or published the observations respecting that learned Judge which he did, and that he was truly sorry he had been misled into making them. The petition, after setting forth matters to show that there had been no waiver on his part of the point of jurisdiction, inasmuch as his advocate had said what he did "not under your petitioner's instructions or by his authority," further stated that "your petitioner is advised that, even if there had been any waiver by his Couusel of your petitioner's right to question the jurisdiction of the High Court to proceed against him in a summary way, as for contempt of Court, by reason of his publication of the aforesaid article, such waiver does not, nor can affect your petitioner, or confer a jurisdiction upon the said Court, which it dit not by law possess."

After setting forth the facts of the judgment and sentence upon him, and that he was advised that such sentence was passed without jurisdiction, he went on to state :—

"That your petitioner upon being so sentenced and imprisoned prepared and presented to His Excellency the Viceroy a memorial" (a copy of which was annexed to the petition) "praying His Excellency in Council to forward the same to your most Gracious Majesty in order that your Majesty might, if graciously pleased so to do, refer the said memorial to the Judicial Committee of your Majesty's Privy Council under the provisions of the 3 & 4 Will. IV, c. 41, s. 4 for hearing and consideration, and that your Majesty might also be graciously pleased to suspend the operation of the sentence passed upon your petitioner pending the hearing and consideration of the said memorial by their Lordships of the Judicial Committee, should your Majesty be pleased to refer the matter of the memorial to them."

This memorial had (the petition stated) been forwarded to the Secretary of State for India in Council.

On the hearing of this petition,

Mr. *T. H. Cowie, Q. C.* (with whom was Mr. *J. T. Woodroffe*), appeared for the petitioner—The publication of this article did not tend directly to obstruct the course of justice in the determination of the then pending suit, nor was it a contempt committed in view of the Court. Although it affected the administration of justice generally, it was not aimed at interference with the decision in a suit, but was a libel on a Judge in his judicial capacity in reference to his conduct at a trial. The question of jurisdiction might be thus stated : *(a)*, whether in an Indian Court, which was a Court of Record, summary proceedings for contempt were the authorized course in the case of a libel, out of Court, on a Judge in his judicial capacity in reference to his conduct at a trial ; *(b)*, whether such proceedings were now authorized, regard being had to the terms of the Indian Codes (*viz.* the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure).

Whatever might have been the powers of the Supreme Court to punish for a contempt in or out of Court, the only legal mode in which the High

Court could punish such an act as that of the petitioner was by enforcing an appropriate section of the Indian Penal Code upon proceedings taken according to the Code of Criminal procedure, 1882. Viewed as a contempt, this act was of the class of criminal contempts which, as explained in *Wellesley's case* (1) and *In re Pollard* (2), were in the nature of offences. That there were provisions, in Chapters X and XI of the Indian Penal Code, directed against contempts of the lawful authority of public servants, and against offences against public justice, affected the question whether the summary powers exercised at common law for the protection of Courts had remained in force; although insults and interruptions to a public servant sitting in any stage of a judicial proceeding, provided for in S. 228, Indian Penal Code, were restricted to such acts done in Court. Other provisions of the Indian Penal Code, *viz*, those of Chapter XXI (Of Defamation), would meet this case viewed as a libel. To these considerations must be added the apparent intention of the Code of Criminal Procedure, 1882.

(1) 2 R. and M., 639. (2) L. R., 2 P. C., 106

The Statute 13, Geo. III, c. 63, which authorized the issue of the Letters Patent of 1774, in s. 13 empowered the Court of which it authorized the establishment, "to do all such things as shall be found necessary for the administration of justice, and the due execution of all or any of the powers which by the said Charter may be granted and committed to the said Court." The same section enacted that "the Court shall, at all times, be a Court of Record." The Letters Patent of 1774 declard, in s. 4, that "the Chief Justice and Puisne Justices of the Supreme Court should have such jurisdiction and authority as the Justices of the Court of King's Bench had, and might lawfully exercise in that part of Great Britain called England by the common law thereof." This conferred the ordinary jurisdiction, which alike on the Plea, Equity, and Crown sides, as well as the Admiralty and Ecclesiastical jurisdictions, were separately conferred. But neither in the statute, nor in the Charter, was there any general clause declaring the general powers of the English Courts to belong to the Supreme Court. [SIR R. COUCH observed that the practice of issuing the writ of *habeas*

corpus had been referred to this authority.] The exercise of that power was within the words to do all such things as might be necessary. And it might be noticed that Act X of 1882 provided for the issue of the *habeas corpus.* The summary process for contempt could hardly be put on the same ground after the legislation that had taken place.

The powers of the Supreme Court had not been quite coextensive with those of the superior Courts in England. The learned Counsel referred to the issue of the writ of *Mandamus* from the Queen's Bench : also to the judgment of Cockburn, L., C. J., in *The Queen* v. *Lefroy* (1), who said that the superior Courts at Westminster were originally all divisions of the *aula regia.* There had been no office in the Supreme Court directly corresponding to that of the Master of the Crown Office, and it had been doubted how far the *ex-officio* powers of the Advocate-General extended in obtaining leave to file criminal informations.

He did not allege, having regard to *Macdermoit* v. *The Justices of British Guiana* (2) and other

(1) L. R., 8 Q. B., 134. (2) 5 Moore's P. C. N. S., 466.

cases, that no Courts of Record other than the High Courts of Justice in England could exercise powers to commit for contempt. But if these powers belonged to the Supreme Court, the question still remained whether they had been transmitted to the High Court By s. 9 of the Charter of 1861, issued under the authority of the Statute 24 and 25 Vic., c. 104, the High Court was to exercise jurisdiction, and every power and authority, in any manner vested in the Court then abolished, with the reservation, important to the argument, that "this was to be subject, and without prejudice, to the legislative powers of the Governor-General in Council." The legislative power had been exercised. The Indian Penal Code had come into force as XLV of 1860, enacting in s. 2 that no person should be liable to punishment for any offence otherwise than under that Code or "under any special or local law." In both the Charters of 1862 and of 1865 (in s. 29 in the former and s. 30 of the latter), it was declared that all persons brought for trial before the High Court charged with any offence for which provision was made by the Indian Penal Code should be

liable to punishment under such Code, and not otherwise. Reference was made to Chapters X and XI of the Indian Penal Code; also to chapter XXI; and it was argued that the contemplation of law, as shown in the legislation referred to, was that all offences capable of being dealt with under the Indian Penal Code should be so dealt with.

The introduction of the Code of Criminal Procedure within the local limits of the Original Jurisdiction of the High Court had followed. By Act X of 1882, s. 1, it extended to all British India; although, in the absence of any specific provision to the contrary, nothing therein contained was to affect any "special or local law in force," or any "special jurisdiction," or "power conferred," by any other law in force.

These terms "special law" and "local law," also used in the Indian Penal Code, to which, for their explanation, the last clause of s. 4 of Act X of 1882 referred, meant, the one, a law applicable to a particular subject, and the other, a law applicable to a particular part of British India. It was further enacted in s. 5, that all offences under the Inbian Penal Code should be inquired into and

tried according to the procedure enacted in this Code, and that all offences under any other law should be inquired into and tried according to the same provision ; but subject to any enactment, for the time being in force, regulating the manner, or place, of inquiring into or trying such offences. The conclusion was that the summary process for contempt was not a special or local law, within the meaning of the above, nor in force under any enactment regulating it. The Code of Criminal Procedure was, therefore, applicable to this offence, not being excluded by its own provisions.

To this might be added an argument derived from s. 480 of Act X of 1882, which enacted that, when certain offences within ss. 175, 178, 179, 180, or s. 228 of the Indian Penal Code had been committed in the view of a Court, it might cause the offender to be detained in custody and punished with fine, itself taking cognizance of the offence. Part of the reasoning of the judgment in *The Queen* v. *Lefroy* (1) was, that because special provision had been made in the Statute 9 and 10 Vic.,

(1) L. R., 8 Q. B., 134.

c. 95, enabling County Courts to punish summarily contempts committed in their view, it was, therefore, not the intention of the Legislature that such Courts should possess the general powers exercised by the superior Courts to punish contempts committed out of their view. By analogy the giving express power in s. 480 to punish in a certain class of contempts excluded the inference that the Legislature intended that other powers of a similar sort should remain.

The general result was, that the provisions in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1882, effected this ; that an act, such as that of the petitioner, in the nature of a libel on a Judge in his judicial office, and in reference to his mode of conducting a trial, was remitted to the general head of defamation to be punished under Chapter XXI of the Indian Penal Code.

[SIR B. PEACOCK referred to Lord Hardwicke's definition of contempts in his judgment in *The Champion* (1).]

Mr. *Cowie, Q. C.*, said that his contention was, that unless the libel had a direct tendency to in-

(1) Atkyn's Rep., 469.

terfere with the course of justice in a pending case, the proper mode of proceeding was not to deal with it as a contempt. What constitued contempt was fully explained in the judgment of the Irish Mr. R. in *Birch* v. *Walsh* (1). Reference was also made to *In re Pollard* (2); *In re Ramsay* (3); *R.* v. *Creevey* (4); *McDermott* v. *The Justices of British Guiana* (5); *Smith* v. *The Justices of Sierra Leone* (6). *Rainy* v. *The Justices of Sierra Leone* (7). Reference was made to the opinion expressed in *Morgan* v. *Leech* (8) in regard to the reservations contained in the Statue 3 and 4 William IV, c. 4, as covering a grant of leave to appeal in the case of matters not strictly an appealable grievance. Also to *In re Skinner* (9), in which it had been held that leave to appeal under the general

(1) 10 Ir. Eq. Rep. (1847-48), 93.
(2) L. R., 2 P. C., 106.
(3) L. R., 3 P. C., 427.
(4) 1 M. and S., 273.
(5) 5 Moore's P. C. C., N. S., 466.
(6) 3 Moore's P. C. C., 361.
(7) 8 Moore's P. C. C., 47.
(8) 3 Moore's P. C. C., 368.
(9) L. R., 3 P. C., 451.

powers of s. 4 of that statute might be granted, although the alleged grievance might not be appealable under the Letters Patent of the High Court. Also in connection with this, *In re Ramsay* (1) was referred to.

On a subsequent day (July 18th) their Lordships' judgment was delivered by

SIR B. PEACOCK,—The only question to be determined is, whether the High Court had jurisdiction to commit the petitioner for a contempt of Court in publishing the libel set out in the petition.

Their Lordships took time to consider, in order that they might carefully examine the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1882, which came into force in January 1883. Having done so, they are clearly of opinion that, notwithstanding that Code, the High Court had jurisdiction.

The Penal Code for British India was referred to by the learned Counsel for the petitioner, and in particular chapter XI, s. 228, and chapter XXI, "Of Defamation." But that Code merely defines

(1) L. R. 3 P. C., 427.

the several offences thereby created, and provides the punishments to which offenders are to be liable. It does not at all affect the procedure by which offenders are to be brought to punishment. It is only by the Code of Criminal Procedure, read in conjunction with the Penal Code, that the jurisdiction of the High Court to commit for contempt, was, if at all, affected.

Section 228 of the Penal Code, which was referred to in the argument, does not apply to the present case ; it relates merely to insult or interruption to a public servant while sitting in a state of judicial proceedings. It does not provide against a contempt of Court committed by the publication of a libel out of Court when the Court is not sitting.

The chapter XXI, "Of Defamation," does not define "contempt of Court" or make any provision for the punishment of a contempt of Court by the publication of a libel reflecting upon a Judge in his judicial capacity, or in reference to his conduct in the discharge of his public duties. The offence, as a case of defamation, might doubtless have been punished under that chapter with simple

imprisonment, not exceeding two years, or with fine, or with both. If the procedure of the Criminal Procedure Code had been adopted, and the petitioner had been convicted of simple defamation under chapter XXI of the Penal Code, and after his apology had been sentenced by the Court to two month's imprisonment, there would have been no pretence for an application for special leave to appeal against the conviction.

But it is not because the publisher might have been punished for defamation that he could not be punished summarily as for a contempt of Court.

Lord Hardwicke, in the case of *The Champion* (1), says: "To be sure, Mr. Solicitor-General has put it upon the right footing that, notwithstanding this should be a libel, yet, unless it is a contempt of Court, I have no cognisance of it; for whether it is a libel against public or private persons, the only method is to proceed at law."

The libel in the present case was clearly a contempt of Court. It is contended. however, on the part of the petitioner that, by reason of the Code of Criminal Procedure, 1882, the Court

(1) 2 Atkyn's Rep., 469.

could not deal with it as a contempt of Court or punish the offender by commitment in a summary manner.

Several sections of that Code were referred to.

Section 198 enacts, amongst other things, that no Court shall take cognisance of an offence under chapter XXI of the Indian Penal Code, *i.e.*, the chapter "Of Defamation," except upon a complaint made by some person aggrieved by such offence.

Complaint is defined in section 4*a* to mean "the allegation made orally or in writing to a Magistrate with a view to his taking action," &c.

Section 195 enacts that "no Court shall take cognisance of an offence under section 228 of the Indian Penal Code" (*i. e.*, the offering insult to a public servant whilst sitting in any stage of a judicial proceeding), "when such offence is committed in or in relation to any proceedings in any Court, except with the previous sanction or on the complaint of such Court, or of some other Court to which it is subordinate."

It is scarcely possible to suppose that the procedure above pointed out was intended to apply to

the case of an insult to or a libel upon, the High Court, or a libel upon one of the Judges thereof, imputing corruption or misconduct or incapacity in the discharge of his public duties, or a libel such as that set out in the petition.

Section 480 and the two following sections of the Code of Criminal Procedure were referred to in the argument in support of the petition, but they do not apply to a case of libel or defamation out of Court whilst the Court is not sitting, and have no direct bearing on the present case.

Section 5 was also referred to, and it was contended on the part of the petitioner that, according to the provisions of that section, the procedure provided by the Code of 1882 was the only one which could be adopted.

The section is in the words following :—

"All offences under the Indian Penal Code shall be enquired into and tried according to the provisions hereinafter contained ; and all offences under any other law shall be inquired into and tried according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force

regulating the manner or place of inquiring into or trying such offences."

Their Lordships are of opinion that a contempt of the High Court by a libel such as the present, published out of Court when the Court is not sitting, is not included in the words "offences under the Indian Penal Code," although the contempt may include defamation. Such an offence is something more than mere defamation, and is of a different character. It is an offence which by the common law of England is punishable by the High Court in a summary manner by fine or imprisonment, or both. That part of the common law of England was introduced into the Presidency towns when the late Supreme Courts were respectively established by the Charters of Justice. The High Courts in the Presidencies are Superior Courts of Record, and the offence of contempt and the powers of the High Court for punishing it are the same there as in this country, not by virtue of the Penal Code for British India and the Code of Criminal Procedure, 1882, but by virtue of the common law of England. 5 Moore's P. C. C., N. S., 497.

The words "all offences under any other law" in s. 5 cannot be intended to include a contempt like the present, for which no provision is made by the Code. It is unnecessary, therefore, to consider what is the true construction of the words "any special jurisdiction or power conferred by any other law now in force" in s. 1.

Their Lordships having decided that the libel was a contempt of Court, and that the High Court had jurisdiction to commit the petitioner for a period of two months, the case is not a proper one for an appeal to Her Majesty.

In the case of *Rainy* v. *The Justices of Sierra Leone* (1), upon an application for leave to appeal to enable the petitioner to get rid of certain fines imposed upon him by the Court, of sierra Leone for contempt of Court, it was said: "It is the opinion not only of the members of the Committee who heard the petition, but also of the other members who usually attend here, to whom the petition has been submitted, and we have had the benefit of their judgment as well as our own, that we cannot interfere with such a

(1) 8 Moore's P. C. C., 47 at p. 54.

subject. In this country every Court of Record is the sole and exclusive judge of what amounts to a contempt of Court." That case was referred to as an authority by the Judicial Committee in the case of *McDermott* v. *The Justices of British Guiana* (১).

In the latter case an application was made *ex parte* for leave to appeal from an order of the Supreme Court of Civil Justice in British Guiana, by which the petitioner was, for a contempt of of Court in publishing certain libels commenting on the administration of justice and upon one of the Judges of the Court, committed to jail for a period of six months or until further orders. See S. C., p. 490, and 4 Moore's P. C. C., N. S., 110, 120. Leave to appeal was granted, without prejudice to the question of the competency of Her Majesty in Council to entertain an appeal from an order of a Court of Record inflicting punishment by fine or imprisonment for a contempt of Court, which question was to be open to argument on the hearing of the appeal. The case came on for argument, and it was contended by the Solicitor-

(1) 5 Moore's P. C. C., N. S., 466.

General, that the leave to appeal ought not to have been granted, as a Court of Record is a sole judge of what constitutes a contempt. He stated, however, that he was prepared to support the order upon the merits, but he was not called upon to do so.

In delivering the opinion of the Judicial Committee, Lord Chelmsford, after stating that the leave to appeal was conditionally granted, said the respondents might have come in to discharge the order upon the very ground which had been taken, namely that there could be no appeal against an order of a Court of Record committing a person for contempt, and that, in order to support the propriety of the leave to appeal, the appellant must show either that the Court was not a Court of Record, or that, if it was a Court of Record, yet that there was something in the order committing the appellant which rendered it improper, and therefore the subject of appeal. Then after deciding that the Court at Sierra Leone was a Court of Record, his Lordship says (498): "Not a single case is to be found, where there has been a committal by one of the colonial

Courts for contempt, where it appeared clearly upon the face of the order that the party had committed a contempt, that he had been duly summoned, and that the punishment awarded for the contempt was an appropriate one, in which this Committee has ever entertained an appeal against an order of this description." Again, after referring to the authorities, and amongst others to *Rainy's case*, his Lordship concluded by saying: "Under these circumstances their Lordships entertain no doubt whatever as to the propriety of deciding that in this case the leave to appeal ought not to have been granted; that the Supreme Court of Justice was a Court of Record; and that, as a Court of Record, it had power to commit for the particular contempt. As their Lordships do not enter into the merits of the case they will say nothing as to the character of the libel upon which the Court thought it proper to commit the publisher for contempt."

Acting upon these authorities, and holding that the High Court had jurisdiction to commit the publisher of the libel in question for contempt, their Lordships will say nothing as to the

character of the libel, or as to the extent of the punishment awarded. They will humbly advise Her Majesty to dismiss the petition.

Solicitor for the petitioner: Mr. *T. L. Wilson.*

Petition dismissed.

THE INDIAN LAW REPORTS, PAGES 109 TO 134;
Calcutta Series.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই প্রিভি-কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথের বিচারের পরিসমাপ্তি ঘটে

অভিযুক্ত ছাত্র ছয়-জনের বিচার।

এখানে লালবাজার পুলিশকোর্টে অভিযুক্ত ছাত্র ছয়জনের বিচার হইতেছিল। ১১ই, ১৮ই, ২৩শে, ও ৩০শে মে এবং ১লা, ১১ই, ১২ই, ও ১৩ই জুলাই যথাক্রমে মকদ্দমা চলিল। পূর্ব্বোল্লিখিত উকিল ব্যারিষ্টারগণ এবং উকিল কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাটর্ণী হার্ট; ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, গ্যাসপার, তারকনাথ পালিত, পি, হাইদী, মিলিয়ান, ওকেনেলী সাহেব আসামী-পক্ষ সমর্থন করিয়া রীতিমত মকদ্দমা চালাইলেন। পরিশেষে ১৪ই জুলাই তারিখে অফিসিয়েটিং চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট জি, এস, হাওার্সন সাহেব পরপৃষ্ঠায় লিখিত রায় প্রদান করিলেন।

After the cross-examination of the witnesses for the prosecution, for the reasons given by me on the 12th instant, I withdrew all the charges in the case, except the charges of assault and escaping from lawful custody against the first prisoner, and the charge against all the other prisoners, of attempting to rescue the first prisoner, under Section 225 of the Indian Penal Code.

An objection was taken that the first prisoner could not be tried for the offence charged against him jointly with other prisoners.

Before examining at length the evidence which has been adduced before me, I shall deal with that objection. By Section 239 of the Criminal Procedure Code—" When more persons than one are accused of the same offence or of different offences committed in the same transaction they may be charged and tried together or separately as the Court thinks fit."

Now in the present case, it was alleged that the first prisoner committed an assault on Sergeant Gileski at Esplanade Row near the High Court ; that he was arrested ; that, while being taken to the thanna, he made his escape from arrest ; but

was almost at once re-arrested; and that the other prisoners had attempted to rescue him, or obstruct the police in re-arresting him. I am of opinion that these various acts were so connected as practically to have been committed in the same transaction.

I therefore hold that the objection is bad.

I propose to deal with the evidence as it affects each prisoner in the order in which they stand upon the record.

As to the first charge against the first prisoner, viz., that of assaulting Sergeant Gileski, Sergeant Gileski states that he was struck by him once on the left side, and twice on the right side of the face; and that Manuell, one of the officers of the Court, then arrested him and handed him over to his custody. As to the assault he is corroborated by Inspector Forsyth. That Sergeant Gileski was struck, I have no doubt, and the only question is whether the blow or blows were dealt by the first prisoner. Sergeant Hartigan, the keeper of the High Court, Manuell and Gileski, Forsyth, Mitchel and Gopaul Ram, all say that the first defendant took a prominent part in the proceedings at the High Court.

The witnesses for the defence, who were called were unable to speak as to what took place outside the High Court, until a very short time before the arrest.

Mr. Leslie, who was looking out of a window facing the Esplanade, says that he saw the first prisoner just before he was arrested. He says: "He was standing with a stick in his hand raised in the air, and I saw Manuel running with a stick in his hand. He went up to the first accused. He seized the first accused's stick and took him towards the Court." The next witness, Koylash Chunder Moozumdar, who was also standing at a window facing the Esplanade, states that he had seen the first prisoner standing away from the crowd 3 or 4 minutes before he was arrested. The only other witness for the defence, who speaks to what took place before the arrest, states that he had seen him standing quietely under a tree for 5 or 7 minutes. That the first prisoner was arrested, is admitted. The crowd which was assembled outside the High Court was composed, as the evidence shows, chiefly of boys or very young men. The first prisoner is notably a *hirsute* man, and his

appearance would naturally, in an assembly (chiefly made up of boys), attract attention. If he did take part in the proceedings of the assembly there could scarcely be any mistake as to his identity; and I can not believe that the witnesses for the prosecution were all wilfully lying when they stated as positively as they did that he took an active part in the proceedings. As I have already said, the witnesses for the defence do not speak to anything that took place prior to a very short time, at least, before the arrest. Mr. Leslie saw him shortly before he was arrested, and of the other two witnesses of the arrest, one says that he had seen him about 3 or 4 minutes, and, the other about 5 or 7 minutes before the arrest; all the three say that when they observed him, he was standing quietely. The descriptions which they gave of the arrest itself in the main agree. I think it unlikely that for 5 or 7 or even 3 or 4 minutes, these witnesses saw the first prisoner standing by the tree. It is unlikely that their attention would have been attracted from the crowd for so long. It is more likely I think that they are mistaken as to the length of time they observed the first prisoner.

Their evidence, as I have said, only covers a period beginning a very short time before the arrest. It does not negative the evidence for the prosecution as to the assault. On the whole I am constrained to come to the conclusion that not only did the first prisoner take an active part in the proceedings near the High Court, but that he was the man who assaulted Sergeant Gileski. It is not denied that the first prisoner afterwards made his escape from custody, but it has been contended that he was not in lawful custody, inasmuch as he had not committed any offence ; (2) that assuming that he had been lawfully arrested, he was so severely beaten and ill-treated while in custody, that he was justified in making his escape from the police. My finding that he did assault Gileski gets rid of the first contention, but apart from that finding, I think it would have been sufficient for me to have found that he was taken into custody by the police acting *bona fide* in the execution of their duty.

Witnesses were called to prove the beating and ill usage. It may be that the first prisoner was roughly handled by the police, but it is simply

incredible that he received in the open streets the amount of ill usage which I was asked to believe he did. I am not aware that there is any justification for escaping from lawful custody. In this case there was certainly none. The second contention put forward, therefore, in my opinion does not assist the first prisoner, and I find him guilty of the charge against him under Section 224 of the Indian Penal Code, of escaping from lawful custody.

As to the second prisoner I am not satisfied that he was in Larkin's Lane, where he is alleged to have committed the offence charged against him. Putting aside the evidence of the negative witnesses who state that they arrested him, and a certain vague statement made by Sergeant Gileski, there is really no evidence that he was there. Dehme, in cross-examination, states that he was there, but he omitted all mention of him in his examination-in-chief, although he was asked to identify the prisoners who had taken part in the row. The case for the defence is that he was arrested at the thanna, whither he had gone to offer himself as security for the first prisoner. Sergeant Gileski himself would not

swear that he was not arrested at the thanna, and Inspector McKay's cross-examination certainly suggests that he was not arrested in Larkin's Lane. It is singular that mention of his having been arrested in Larkin's Lane is omitted in the examination-in-chief of all but the witnesses who allege that they arrested him, and the way in which these witnesses gave their evidence, was very unsatisfactory. Upon the whole, I consider there is no case proved against the second prisoner. I accordingly acquit him. As to the third prisoner, Merryman, who arrested him, in examination-in-chief, states that he had kept his eye upon him, after the first prisoner made his escape, and that he saw him pick up a piece of brick. In cross-examination he says he saw him throwing stones. For the defence, it is alleged that he had left the High Court, and was quietly going along Larkin's Lane when he was over-taken by the crowd ; that he was knocked down, and as he got up again he was arrested by the police. One of the two witnesses who speaks to this, is a betel-seller, who says he saw nothing after the third prisoner was arrested. Inspector McKay states that he was

about to arrest the third prisoner himself, when he was captured by Merryman.

The evidence against the fourth prisoner is similar to that against the third. In fact, they are generally spoken of in conjunction. No evidence, however, was put forward in his case to show that he had nothing to do with the crowd. Dehme says that both the third and fourth prisoners attempted to rescue the first prisoner from the hands of Gileski, after he had been retaken. Neither Merryman nor McKay, however, corroborates his statement. Both say that they had kept their eyes on both for some time.

If the third and fourth prisoners had attempted to rescue the first prisoner, both Merryman and McKay must have seen it.

Dehme, who arrested the fifth and sixth prisoners, swears that both of them made attempt to pull the first prisoner from the grasp of Gileski after he had been re-captured ; as to this he is not corroborated by the other witnesses, and I should have great hesitation in accepting Dehme's evidence without some corroboration. It is true Inspector McKay, in cross-examination, states that

the fifth and sixth prisoners did try to pull the first prisoner away after he was arrested, but he said nothing about this in examination-in-chief. In fact when he was first examined, and in cross-examination also, he admitted that in a crowd like that it would be a very hard case to say exactly who was who. In cross-examination, he says I could not exactly say who caught hold of prisoner No. I, when he was re-arrested.

When it is remembered that McKay stated that he himself was about to arrest the third and fourth prisoners when they were arrested by Merryman, I can not take it that there is any certainty in McKay's mind that these men were "the very ones" (to use his own words) who threw the stones. Merryman, it is true, states that he kept his eyes the whole time upon the third and fourth prisoners, and I do not doubt that he honestly believes he did. I can not, however, give the go-by to the evidence adduced by the defence to show that the third defendant had nothing to do with the crowd, that is to say, that he did not come with it, but was overtaken by it just immediately before the re-arrest of the first

defendant. That story is supported by the man who accompanied him, and by a betel-seller, who states that he had known him for ten years. I think I am bound to give the third prisoner the benefit of the doubt which the evidence in his favour can not but raise in my mind. He must be discharged.

The evidence against the fourth prisoner can not, it seems to me, be put on a higher footing. If Merryman was mistaken as to the third man, he might equally have been mistaken as to the fourth. I have shown how unsatisfactory the evidence is against the fifth and sixth prisoners. On such evidence I can not consider myself justified in convicting them of the offence charged. That stones and brick-bats were thrown at the police after the first prisoner escaped, and that attempts were made to rescue him after he was re-arrested, I have no doubt. The difficulty which the prosecution had, was to show the specific acts done by the different prisoners.

This difficulty they have not been able to overcome. I do not blame the witnesses for the prosecution. I discharge the fourth, fifth and sixth

prisoners also The result is, I find the first prisoner, Promatha Nath Ray, guilty—(1) of assaulting Sergeant Gileski in the execution of his duty, under section 353 of the Penal Code; (2) of escaping from lawful custody, under section 224 of the same Code.

It is impossible to overlook the gravity of these offences, and I think it is necessary, in the interest of the public peace, to inflict a punishment which will give the public some guarantee against their repetition. In awarding the punishment I am bound to take into consideration the fact that Promatha Nath Ray is about to enter a career in life, and that a punishment which, under ordinary circumstances, I would have inflicted upon a man of riper years for similar offences, might be ruinous for his prospects. I must also take into consideration the exceptionally good character which has been given to him.

I think the ends of justice will be met by the inflection of a fine Rs. 50 for the offence of assaulting Sergeant Gileski, and one week's rigorous imprisonment for escaping from lawful custody.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে লাগিল ; সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডেরও আয়ুঃশেষ হইয়া আসিল।

মুক্তিবার্ত্তা।

৩রা জুলাই মঙ্গলবার জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—'আগামী কল্য ৪ঠা জুলাই বুধবার প্রাতে ছয়টার সময় কারাগার হইতে আপনার মুক্তিলাভ হইবে ; অতএব আপ ন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকুন।'

চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স্ সাহেব স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের নিকট কারানিবাসে গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহেন

কারানিবাসে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব।

যে,—আগামী কল্য আপনার মুক্তি উপলক্ষে আপনার বন্ধুবান্ধবগণ কিরূপ আয়োজন করিবেন ? সুরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলিলেন,— 'আমি কিরূপে বলিব!' ষ্টিভেন্স্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথের নিকট কোন খবরই জানিতে পারিলেন না। কাজেই ক্ষণপরে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মঙ্গলবারের নিশা অবসানপ্রায় হইল ; উষাদেবী নূতন দিবসের শুভ সমাচার লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। ভোর চারিটা

কারামুক্তি।

বাজিল। স্বর্গ হইতে "খনা" দেবী ঘোষণা করিলেন,—'মঙ্গলের উষা বুধে পা, যথায় ইচ্ছা তথায় যা।' জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সুরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। সওয়া চারিটার সময় মিষ্টার টেলার ও আর একজন প্রহরী, জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে সুরেন্দ্রনাথকে ঘোড়ার গাড়িতে

তুলিয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন। অতঃপর গার্ডেন-রিচ, খিদীরপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া প্রাতে ছয়টার সময় তালতলায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ওদিকে সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য বহুশত লোক প্রেসিডেন্সি জেলের নিকট গিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন যে,—সুরেন্দ্রনাথকে ভোরের সময় মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তখন দলে দলে লোকসকল তালতলায় সুরেন্দ্রভবনে আসিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী পৌঁছিয়া, মাতৃপদে প্রণত হইলেন। বীর-প্রসবিনী জননীদেবী, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১২৯০ সালের ২৪শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই শনিবারের "বঙ্গবাসী" পত্রে লিখিত আছে—"বুধবার প্রাতঃকালে যখন সুরেন্দ্র বাবুর গলদেশে শতাধিক মাল্য শোভা করিতেছে, যখন তাঁহার বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে উৎসাহপূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, সুরেন্দ্রবাবু সেই অবস্থায় মাতৃ-সম্ভাষণে যাত্রা করিলেন। জননীর চরণযুগলে গলদেশের পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সে দৃশ্য স্বর্গীয়।"

জননী-পূজা।

সুরেন্দ্র কারাবাসের পূর্ব্ব হইতেই জিতেন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসে ছিলেন; এবং সুরেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হইয়া জননীর অদর্শন হইলেন; সুরেন্দ্র-জননী দুই পুত্রের অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। জননীর প্রাণ সন্তানের জন্যই! সন্তান, কু-সন্তান হইলেও, জননীর প্রাণপ্রিয়। সন্তানের কষ্টে, সন্তানের দুঃখে, সন্তানের অদর্শনে, জননীর প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে। জিতেন্দ্রনাথ পিতামাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ

সুরেন্দ্র-জননী।

(সুরেন্দ্রবাবুর জননী)

স্বর্গীয়া জগদম্বা দেবী।

সন্তান বলিয়া, এবং অতিশৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলেন বলিয়া, জননীর নিকট সমধিক আদর পাইতেন। সেই জিতেন্দ্রনাথই মাতৃক্রোড় হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন; এতদ্ভিন্ন সুরেন্দ্রনাথের আবার কারাবাস! সুরেন্দ্রনাথ যদিও গর্ভধারিণীর নিকট তালতলায় থাকিতেন না, কিন্তু প্রতিদিনই প্রায় জননীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন; তাহাতেও জননীর প্রাণ সান্ত্বনা পাইত। দৈবের নির্ব্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস ঘটিল; জননী-হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল! হায়রে, জননীর সে মনোবেদনার কথা অপরে কেমন করিয়া বুঝিবে! যাঁহারা প্রসূতি, বাৎসল্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তাঁহারাই জানেন। সুরেন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইলে, জননীদেবী অব্যক্ত আনন্দে আনন্দিতা হইয়াছিলেন। সন্তানের সুখ-দুঃখ জননী-হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। সন্তান মাতৃ-মনোগতি-প্রবৃত্তি বুঝুক আর নাই বুঝুক, মা কিন্তু সন্তানের ভাল-মন্দ নিজ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উপলব্ধি করেন। সুরেন্দ্র-জননী বীর-প্রসূ, তিনি কিছুতেই অধীরা হইতেন না। যত বিপদই তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাউক না কেন, তিনি তাহা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়াই অকাতরে সহ্য করিতেন। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে দেবী নিজেকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কারামুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জননীকে প্রণামাদি করিয়া, সমাগত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জানিতে পারিলেন যে, জেলের নিকট অসংখ্য লোক তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কাজেই আবার তিনি জেলখানার নিকট গমন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে পাইয়া সকলে

প্রেসিডেন্সি জেলের নিকট পুনর্গমন।

আনন্দ সহকারে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। অনন্তর সকলেই তাঁহার সহিত তালতলায় আসিলেন। বেলা দশটার সময় সুরেন্দ্রনাথ সকলকে আদর আপ্যায়নে ও বন্ধুবান্ধবগণকে প্রীতি-ভোজনে পরিতুষ্ট করিলেন।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি প্রথমেই নিজের "প্রেসিডেন্সি ইনিষ্টিটিউসনে" 'উপস্থিত হইলেন। ছাত্রবৃন্দ তথায় সভার আয়োজন করিয়া স্কুলটিকে অতি সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সেই সভায়, হাইকোর্টের উকিল ও "প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দাস মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিলে, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় "কতকাল পরে" গানটি গাহিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। শিক্ষক মহোদয়েরা ৬০৲ টাকা মূল্যের দোয়াত ও ৮৲ টাকা মূল্যের পেন এবং কয়েকখানি ইউরোপের বিখ্যাত দেশহিতৈষীর জীবনচরিত, শ্রদ্ধাভরে সুরেন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল।

"প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউসনে" অভিনন্দন।

"Sir,—We, the teachers and students of the Presidency school, beg humbly to accord to you a most hearty welcome at your liberation from unmerited imprisonment. It is scarcely less difficult for us to restrain the tears of joy on the occasion, than it was to control the outbursts of grief at the time when the news of your incarceration first reached us. Our feeble words do but

partially express the feelings of exultation which we, along with all our countrymen experience at the present moment. We suppose that having regard to the eagerness with which our countrymen wait your presence in public at this time, we have special reasons to congratulate ourselves on being among the first to have the privilege of giving you a reception.

"The thought of your incarceration will no doubt always be a most painful one from particular points of view, but however much we may bewail your personal sufferings, we cannot help feeling gratified at the idea that your imprisonment has been a source of incalculable good to the country. We trust your patriotic heart has found ample consolation in the fact that your detention in jail has been the means of at least partially realising one of your most cherished wishes, namely, the eliciting of a united voice from your countrymen for a public cause. It must also be a matter of great satisfaction to you to know that the hearts of your countrymen have always gone with you, and that as you had their tears in your misfortune you will now have their greetings at your release,

"The indignation felt throught the country at the undeserved punishment inflicted upon you, the extent of sympathy which it has called forth, and the almost personal sense of calamity which has been experienced at your imprisonment in many an Indian home have shown how largely your services in the cause of your father land are appreciated by your countrymen. May the field of your labours in your country's cause continually widen, and may constant success attend your endeavours. May you live long to teach the Indian youth, by precept and example, the golden lessons of disinterestedness and patriotic devotion, and may God grant you strength and energy enough to carry on loyally, yet resolutely, the work of the future regeneration of India".

প্রেসিডেন্সি ইনিষ্টীটিউসনের সভাভঙ্গ হইলে পর সুরেন্দ্রনাথ ফ্রিচার্চ্চ কলেজে গমন করিলেন। সেখানেও বিরাট সভার আয়োজন! সেই বিরাটসভার সভাপতি হইয়াছিলেন, —ফ্রিচার্চ্চ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল রবার্টসন সাহেব। সভাপতি ও তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বহস্তে সুরেন্দ্রনাথকে পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ছাত্রসম্প্রদায় অভিনন্দন প্রদান করিলেন এবং কয়েকখানি ভাল ভাল পুস্তক সুরেন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন।

ফ্রিচার্চ্চ কলেজে সম্বর্দ্ধনা।

সন্ধ্যার সময় সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মণিরাম পুরে গমন করিলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মন্‌রো সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স সাহেব শান্তিরক্ষায় সযত্ন হইলেন। বারাকপুরে সশস্ত্র গোরাফৌজ সজ্জিত থাকিল। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স্ সাহেব ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বারাকপুর রেল্‌ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বহুসংখ্যক লোক সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন।

বারাকপুরে মহাদৃশ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বারাকপুরে পৌছিলে পর, একজন দীর্ঘকায় পেন্সন-ভোগী বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সৈনিকপুরুষ, পরিচ্ছদভূষিত হইয়া, গলদেশে পদকশ্রেণী ধারণপূর্ব্বক সুরেন্দ্র-সমীপে উপস্থিত হইয়া সহর্ষে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তথাকার অধিবাসিগণ সুরেন্দ্রনাথকে হরেকৃষ্ণ সরকারের বাড়ীতে লইয়া গেলেন. সেখানে তিনি জলযোগ করিলেন। হরেকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে সেদিন যে সভা হইয়াছিল, সেদৃশ্য অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এখানে কলিকাতায়—বিডন-স্কোয়ারে বহুসহস্র লোক একত্র হইয়া সুরেন্দ্রনাথের মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তিতে দেশবাসীর প্রাণে অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। দেশবাসী যেমন সুরেন্দ্রমুক্তিতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন, নভোদেবও সেইরূপ সমস্ত দিবস বারিধারা বর্ষণ করিয়া আত্মতুষ্টি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই অর্থাৎ ১২৯০ সালের ২রা শ্রাবণ মঙ্গলবার কলিকাতায় "অনাথবাবুর বাজারে" এক বিরাট সভা করিয়া, কলিকাতাবাসিগণ সুরেন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ, "ন্যাসন্যাল ফণ্ড" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অনাথবাবুর বাজারে বিরাট সভা।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় স্বভাবসিদ্ধ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বাংলা ভাষায় প্রাণমাতান বক্তৃতা করিয়া স্বদেশ-প্রেমের উৎস ছুটাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া একজন শ্রোতা তৎক্ষণাৎ ঘড়ি ও চেন "ন্যাসন্যাল ফণ্ডে দান করিলেন। কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নগদ একশত টাকা প্রদান করিলেন এবং প্রতিমাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রিভিকাউন্সিলে

"ন্যাসন্যাল ফণ্ডে" সুরেন্দ্রনাথের প্রথম দান।

আপীল করার খরচ বাদেও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সেই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় সুরেন্দ্রনাথকে প্রদান করেন। সুরেন্দ্র৹াথ সেই টাকা গ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ "ন্যাসন্যালফণ্ডে" দান করিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বিচারক ভিন্ন এতদ্দেশীয় বিচারকগণের নিকট ইংরেজ অপরাধীর বিচার হইতে পারিত না। কিন্তু

ইলবার্ট বিল।

সাম্যবাদী ইংরেজের রাজত্বে এ পার্থক্য-নীতি থাকিতেই পারে না। সেইজন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন স্যার জেম্‌স্‌ ষ্টিফিনের হস্তে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন প্রণয়ণের ভার পড়ে, তখন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক, সেনাপতি চার্লস্‌-নেপীয়ার, ছোটলাট স্যার জর্জ্জ্‌ ক্যাম্বেল,স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার

ব্যারো ইলিশ প্রভৃতি কয়েকজন অভেদ-নীতি-পরায়ণ ইংরেজ রাজ-পুরুষ পার্থক্যনীতি উঠাইয়া দিয়া, ইণ্ডিয়ান্ ইংরেজ নির্ব্বিশেষে সিবিলিয়ান মাত্রের নিকটেই ইংরেজ অপরাধীরও বিচার হওয়ার জন্য নিয়ম করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা নানাকারণে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তৎপরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ফৌজদারি-কার্য্যবিধি আইনের সংশোধন হয়; সেই সময়—বি, এল, গুপ্ত মহাশয় ইংরেজ অপরাধীর বিচারাধিকার পাইবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। ছোটলাট স্যার অ্যাস্লি ইডেন, গুপ্ত মহাশয়ের চিঠিখানি অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই বিষয়টির ব্যবস্থাপক-সভায় উত্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলে, বড়লাট লর্ড রিপণ, মহারাজকে সান্ত্বনা দিয়া নিরস্ত করেন। বড়লাট বাহাদুর মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে,—"আপনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপিটি এখন পাশ হওয়া অসম্ভব হইবে।" বড়লাটের কথামত সেবারে আর এই বিষয়ের ব্যবস্থাপক-সভায় উল্লেখ করা হইল না। ব্যবস্থাপকসভার কার্য্য শেষ হইলে পর লর্ড রিপণ বাহাদুর, সেক্রেটরি ইলবার্ট সাহেবকে এই বিষয়ে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। বড়লাট বাহাদুরের আদেশে ইলবার্ট সাহেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সংবাদে অধিকতর ইংরেজ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ব্যারিষ্টার ব্র্যান্সন সাহেব আন্দোলনকারিদিগের পক্ষে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ফেব্রুয়ারি টাউনহলে আন্দোলনকারী

ইংরেজগণের এক অভূতপূর্ব্ব সভা বসিল। আন্দোলনকারী ইংরেজদিগের পক্ষ হইতে নানা বাদ-প্রতিবাদ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধিনায়কগণের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। অন্যদিকে ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতবর্ষের গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ এই পক্ষপাতশূন্য বিধানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন।

বড়লাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইলবার্ট সাহেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কার্য্য শেষ করিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। ৯ই মার্চ্চ ইলবার্ট সাহেব পাণ্ডু-লিপিখানি ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থাপিত করিলেন। ৪ঠা জুলাই —যেদিন সুরেন্দ্রনাথ কারামুক্ত হন, সেই দিন বিলাতে বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মহোদয় ইলবার্ট-বিলের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে পাণ্ডুলিপিখানি আইনরূপে পরিণত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ, বন্ধুবর আনন্দমোহনের সহিত মিলিয়া, আর একটী মহদনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর, তিন দিন কলিকাতা এ্যালবার্ট হলে "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সে"র অধি-বেশন করিলেন। প্রথম দিন, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী; দ্বিতীয় দিন, উকিল মহেশচন্দ্র চৌধুরী; তৃতীয় দিন, ডাঃ অন্নদাচরণ কাস্তগিরি সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই কন্‌ফারেন্সে প্রথম দিন বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভার সদস্য উইলফ্রিড্ স্কাউয়েন ব্ল্যাণ্ট্ ও তৃতীয় দিন সেমুর কি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। অনারেবল চন্দ্রমাধব ঘোষ; ডাক্তার পি, কে, রায়;

ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স্।

ডাক্তার এম, এম, বসু; এ্যাটর্ণী কালীনাথ মিত্র; উকিল কালীমোহন দাস; ব্যারিষ্টার-রত্ন মনোমোহন ঘোষ; মিঃ থাণ্ডী রাও; ডাক্তার ধনপৎজী; মিঃ ই, সি, মেডিন; গোপাললাল মিত্র; ডাক্তার এন, রায়; রাণাঘাটের জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী; পাবনার গিরিশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয় ব্যক্তিগণ, সেই প্রথমানুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে ব্রতিরূপে বেদিকা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, ব্র্যাণ্ট সাহেব কন্‌ফারেন্সের সভায় উপস্থিত হইয়া একশত টাকা আমাদের "ন্যাশন্যাল ফণ্ডে" দান করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার উত্তর-ভারতে গমন করিয়া দেশবাসিগণকে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে রাজনীতিক আন্দোলনে একত্র হইবার জন্য আহ্বান করেন। সুরেন্দ্রনাথের সেই সময়ের বক্তৃতালহরী সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। তৎফলেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবাসী একজাতি-সমষ্টিতে পরিণত হইতে পারিয়াছে। এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমার শুভ্রকেশ আবার কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

সৈনিকপদ প্রার্থনা।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আফ্‌গানদের সহিত রাশীয়ানদের বিবাদ উপস্থিত হয়; তদুপলক্ষে ইংরেজদের সহিত রাশীয়ানদের যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া জনরব ঘটে। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ এদেশের পাঁচশত জন সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে লইয়া; সকলে একযোগে ইংরেজদের সাহায্যার্থ অবৈতনিক সৈনিকের পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, বৃটিশ

গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ, চিরদিনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বে সহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল) মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল* নরেন্দ্রনাথ সেন, রামকালী চৌধুরী (পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ), গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় (আলিপুরের ও কলিকাতা হাই-কোর্টের উকিল ও "নব-বিভাকর" সংবাদপত্রের পরিচালক), প্রভৃতি মাহাত্মগণ বোম্বে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কারণ সেই সময় ইহাঁরা কলিকাতায় "ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্সের" অধিবেশন করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, যে জাতীয় মহা-সমিতি সৃজন করিবার প্রস্তাব করিয়া "বেঙ্গলি"তে লিখিয়াছিলেন, তাহাই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্স"রূপে দেশহিতকর কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল। অতঃপর ক্রমশঃ তাহা প্রভাবসম্পন্ন হইতেছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে"র জন্ম হয়, তখনও "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্সে"র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। একই উদ্দেশ্যসাধক

* ইনি জে, ঘোষাল নামেই জনসাধারণের নিকট পরিচিত। "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" সংবাদপত্র ইহাঁরই সম্পাদিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুলেখিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ইহাঁর সহধর্ম্মিণী এবং "ভারতী"-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী ইহাঁর কন্যা।

দুইটী জাতীয় মহাসভার জন্ম হইয়াছিল বটে; কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দুই. এক হইয়া গেল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এখনও পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অবৈতনিক চেয়ারম্যানের কার্য্য করিতেছেন।

বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

ইহাঁর দ্বারা বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটী, সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইয়া, স্বায়ত্তশাসন-লাভের উপযুক্ততা সপ্রমাণ করিতেছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর, সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চারি দিবস কলিকাতা

কংগ্রেসে যোগদান ও সভাপতিত্ব।

টাউনহলে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উত্তরপাড়ার স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং তদীয় পুত্র রাজা প্যারীমোহন, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (রাজা), গুরুপ্রসাদ সেন, রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি সুধীগণ যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "পুণা" নগরে একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে * ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে "আমেদাবাদ" সহরে অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে; এই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদিত ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "কংগ্রেস"-শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যে লিখিয়াছেন, "সুরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণ সুদীর্ঘ, সারগর্ভ, বিবিধ তত্ত্বের সমাবেশে সমুজ্জ্বল।"

ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ফেরোজসা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তৃতীয়বার বিলাতযাত্রা।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার সুরেন্দ্রনাথ, ভারত-বিষয়ক আন্দোলন করিবার জন্য ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া ইঁহারা কয়েকটি সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন ইংলণ্ডের ক্লার্কেন্ওয়েল নগরে উইলিয়ম ওয়েডাবরন সাহেবের সভাপতিত্বে এবং চার্ল্স্ ব্রাড্ল সাহেব, দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতির উপস্থিতিতে, সুরেন্দ্রনাথ প্রতিভা-প্রদীপ্ত এক তেজোময়ী বক্তৃতা করেন। বৃষ্টল নগরে ইঁহারা যে সভা করিয়াছিলেন, সেই সভার কার্য্যে নারিস সাহেব যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। নারিস সাহেব তখন কলিকাতায় ছিলেন; সভায় যোগদান করিতেপারেন নাই বটে, কিন্তু এখান হইতেই সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অযাচিত অবস্থাতেও নরিস সাহেব ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিগণের, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের ভারত-বিষয়ক আন্দোলনে সহানুভূতি প্রদর্শন ও যথাসাধ্য সাহায্যদান করিয়া ভারত-হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিলাতে বক্তৃতার প্রশংসা।

বেলগ্রেহেম নামক ইংলণ্ডের জনৈক বক্তা, তথায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি এ পর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তন্মধ্যে একটি! টেনাণ্ট নামক আর একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন—"প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যতীত আর কাহারও মুখে এমন বক্তৃতা আর কখনও শুনি নাই।"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট অর্থাৎ ১২৯৭ সালের শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় "সুরেন্দ্রবাবুর প্রত্যাগমন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে ;—"কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের নানাস্থানে ভারতসম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একজন উচ্চদরের বাগ্মী বলিয়া ইংরাজ-সমাজেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।"

"বামাবোধিনী-পত্রিকা"

২১শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতা টাউনহলে একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টাউনহলে অভ্যর্থনা।

৬ই আগষ্ট তারিখে ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্যোগে, তাঁহাদিগের বাড়ীতে বঙ্গমহিলাগণের একটি সান্ধ্য-সাম্মলন হইয়া, সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, সেই মহিলা-সভায় "কংগ্রেস" সম্বন্ধে নারীজাতির কর্ত্তব্য বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া ছলেন।

মহিলা-সভায় অভ্যর্থনা।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতা বালিগঞ্জ ট্রিভলি গার্ডেনে * কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিন। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়, বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশন করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন ;—"আমার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ

রুগ্ন অবস্থায় কংগ্রেসে যোগদান।

---

* এই বাগানটি চোরবাগানের দাতৃবর স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের। কুমার দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, স্বর্গীয় রাজার পুত্রগণ বিনাভাড়ায় বাগানবাড়ীতে কংগ্রেস করিতে দিয়াছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপে ইংলণ্ড গমনপূর্ব্বক যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে যে—আমরা এই উপায় অবলম্বন করি।" কংগ্রেসের সভাপতি ফেরোজসা মেটা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"বক্তাকে বিশিষ্টরূপে এই অনুরোধ করিতেছি যে—তিনি যেন উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা ভিন্ন আর একটিও কথা না বলেন ; এবং আপনাদিগের নিকটেও আমার এই অনুরোধ যে,—আপনারাও যেন, তাঁহাকে অধিক কথা বলিতে অনুরোধ না করেন। আমি অবশ্যই ভালরূপে জ্ঞাত আছি যে—তাঁহার একটি কথা কেন,—তাঁহার সুদীর্ঘবক্তৃতা শ্রবণই আপনাদের আন্তরিক বাসনা ; কিন্তু তিনি অতিকষ্টে রোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন ; সেইজন্য কোন-ক্রমেই তাঁহার পক্ষে অধিক পরিশ্রম করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহণ করিলে পর সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন ;—আর এক্ষণে তাঁহাকে সেই জীর্ণ-শীর্ণ শরীর লইয়া বক্তারূপে উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান দেখিয়া সহস্র সহস্র হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল। সকলে প্রাণ খুলিয়া বিপুল আনন্দভরে সুরেন্দ্রনাথকে সাদর অভিবাদন দান করিলেন। অনন্তর সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—"আমার সভাপতি বন্ধু কর্ত্তৃক আমার ও আপনাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা হইয়াছে, আমি তাহা লঙ্ঘন করিব না। আপনারা সমুৎসাহে আমাকে যেরূপ অভ্যর্থনা করিলেন, আমি শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার সমুচিত প্রতিদান করিতে অসমর্থ ; আপনাদের অভ্যর্থনায় আমি

আপনাদিগের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ; আপনাদের অভ্যর্থনা আমাকে আমার জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিবে।”

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সতর বৎসরকাল সুরেন্দ্রনাথ, বারাকপুরে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়াছেন। ইহাঁর বিচার-দক্ষতায়, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন।

বারাকপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটী।

খুনি-ডাকাতি-রাজনীতিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীর বিচার যখন সেসন বা দায়রা সোপরদ্দ হয়, তখন জুরিগণ জজ মহোদয়ের সহকারিতা করেন। গবর্ণমেণ্টই এই জুরি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সকলশ্রেণীর লোকের মধ্য হইতেই জুরি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। জুরিগণের অভিমতের উপরেও বিচার-সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভর করে। যদিও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জুরির বিচার সম্বন্ধে নিয়ম করা হইয়াছিল যে—‘সেসনজজ বা হাইকোর্ট, জুরির মত অন্যথা করিতে পারেন;’ তথাপি জজ মহোদয় স্ব-সিদ্ধান্তে দণ্ড দেওয়া—না-দেওয়া কিছুই করিতে পারেন না; এই জন্য, ‘জুরি-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত’ বলিয়া—এক সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিয়া তুলেন। কিন্তু এদেশের গণ্যমান্য লোকের মধ্যে অনেকেই আবার জুরির বিচারের অত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া—জুরি-প্রথার বিস্তার ও প্রভাব বাড়াইয়া দিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এইরূপে এই বিষয়ে সময়ে সময়ে আন্দোলন উপস্থিত হইত। ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের

জুরির-বিচার।

২৬শে অক্টোবর তারিখে নোটীফিকেসন অর্থাৎ ইস্তাহার জারি করিয়া জুরি-প্রথায় কুঠারাঘাত করেন। বৃটিশগবর্ণমেণ্টের দণ্ডবিধি আইনের প্রধানতম উদ্দেশ্য এই যে—"অপরাধী যদিও নিষ্কৃতি পায়, তথাপি নিরপরাধ যেন দণ্ড না পায়।" মনুষ্যমাত্রেরই ভুল-ভ্রান্তি আছে। যতই সূক্ষ্মদর্শী বিচারক হউন না কেন, ভ্রান্তির হাত কেহই এড়াইতে পারেন না। ভ্রান্তিকর্তৃক আক্রান্ত হওয়া মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক।

জুরিপ্রথার ব্যতিক্রম ঘটিলে, পাছে বিচারবিভ্রাট ঘটিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অকারণে বা লঘুকারণে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, সেই ভয়ে—বঙ্গের সেই নীলকর-অত্যাচার-পীড়িত প্রজাকুলের পরমসহায় অমিততেজঃ শিশিরকুমার আর স্বদেশ-প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ, জুরিপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সর্ব্বত্র তাহার প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে পর্যন্ত প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তৎফলে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রেল তারিখে ইস্তাহারখানি প্রত্যাহৃত হয়; এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কয়েকটি জেলায় জুরির বিচারাধিকার দেওয়ার সূত্রপাত হয়। পুনরায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রেল কলিকাতা গেজেটে "জুরি-নোটীফিকেসন" প্রকাশিত হইল। সেই "জুরি নোটীফিকেসন" দ্বারা উকিল মোক্তারদিগকে জুরি ও এ্যাসেসরের কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। "জুরি নোটীফিকেসন" প্রকাশিত হইলে পর ফরিদপুরের জজ বি, সি, মিত্র মহোদয়, জুরি ও এ্যাসেসরগণকে পত্র লেখেন যে—"আপনারা সেসন আদালতে হাজির হইবার জন্য নোটীস পাইলে তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন; জুরি-নোটীফিকেসনের বিধানমত—আপনারা মনে

করিবেন না যে—আপনারা জুরি বা এ্যাসেসরের কার্য্য হইতে অধিকার-চ্যুত হইয়াছেন।” শুনিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথের সবিশেষ চেষ্টায় নাকি সেই “জুরি নোটীফিকেসন” রহিত হইয়াছিল।

ছোটলাট-সভায় সদস্য-পদ।

সুরেন্দ্রনাথ, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি চারিবার (দুইবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে আর দুইবার ২৪ পরগণার লোকাল বোর্ডের পক্ষ হইতে) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিউ-নিসিপ্যাল আইনের নববিধানমূলক পাণ্ডুলিপি উক্ত ব্যবস্থাপক-সভায় উপস্থাপিত হইলে, ইনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ব্যবস্থাপকসভায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা রাজকীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

মেট্রপলিটানের সহিত পুনঃসংস্রব।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে “মেট্রপলিটান” কলেজ সুরেন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বা-ধীনে আইসে। সেই সময় শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার-শাস্ত্রী মহোদয় মেট্রপলিটানের সেক্রেটরি ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকগণ তখন মেট্রপলিটানে সুদক্ষতার সহিত অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইংরাজি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন এদেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি একটি “কলেজ-কমিটি” গঠন করিয়া, “মেট্রপলিটানের”

পরিচালনভার গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায়, সুরেন্দ্রনাথ মেট্রপলিটানের পরিচালন-ভার পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল সুরেন্দ্রনাথ, চতুর্থবার বিলাতযাত্রা করেন। তথায় যাইয়া ইনি ১৭ই মে তারিখে Royal Commission on Indian Expenditure." নামক সমিতির সমক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার রাজনীতিবিষয়ক গভীর জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল। কমিশনের প্রেসিডেণ্ট লর্ড ওয়েলবি, এবং স্যার এণ্ড্রু স্কোবল, লেনার্ড কুট্‌নে, স্যার জেম্‌স-পীল, র‍্যালফ্ নক্‌স, বুচানন প্রভৃতি সভ্যগণ ইণ্ডিয়ান সাক্ষীদিগকে জেরা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুকেও খুব জেরা করা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু সাক্ষ্যপ্রদানে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা রাজনীতিক ইতিহাসে চিরদিন বিঘোষিত থাকিবে। এতৎসম্বন্ধে ১৩০৪ সালের ১লা আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাইয়ের "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা" সংবাদপত্রে "সাক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যে লিখিত আছে,—"এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের ভিতর যখন ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজও, মতামতে বিরোধ থাকিলেও, সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য-প্রণালীর সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে, সুরেন্দ্রনাথ বস্তুতই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন; অপ্রস্তুত হন নাই। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন।

ওয়েল্‌বি কমিশনে সাক্ষ্যদান।

"আরও দেখা যাইতেছে, সুরেন্দ্রনাথ বেহিসাবী কাজ করেন নাই। হিসাব দেখাইয়াছেন, ফর্দ্দ আঁটিয়া দিয়াছেন, সরকারী নজীর ধরিয়া চলিয়াছেন। কোনদিকে তাঁহাকে হতগজ করিতে হয় নাই,

গোঁজামিলন দিবার চেষ্টা করিতে হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ পথের মানচিত্র ছকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; পথে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই; জেরায়ও তাঁহাকে জড়সড় হইতে হয় নাই, থতমত খাইতে হয় নাই।" ওয়েল্‌বি কমিশনে ভারতের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদানে সুরেন্দ্রনাথ, সংবাদপত্রের সম্পাদকোচিত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, এবং নখদর্পণের ন্যায় হিসাবপত্র রাখিবার পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু ওয়েল্‌বি কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ায় "বেঙ্গলি" পত্রিকার সম্পাদনভার আশুতোষ বিশ্বাস মহোদয়েরই উপর পড়িয়াছিল। উকিল হেমচন্দ্র রায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়া আশুবাবুর যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই দুইজন সুযোগ্য ব্যক্তি "বেঙ্গলি"র পরম সহায় ছিলেন।

হেমচন্দ্র রায় ও আশুবাবু।

ছোটলাট স্যার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এতদ্দেশীয় কমিশনারগণের প্রতি অনাস্থাবান হইয়া উঠিলেন। তদবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ১৮ই পৌষের "সংসার" নামক সপ্তাহিক পত্রে "গতবর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে —সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় লিখিয়াছিলেন—"ছোটলাটের সহিত কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর যে সংঘর্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহা বড়ই শোচনীয়। আশঙ্কা হইয়াছিল—সমগ্র বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রকারান্তরে মিউনিসিপ্যাল আত্মশাসন বা উঠিয়া যায়!" তৎপর সপ্তাহে আবার লেখেন—"কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আত্ম-

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল।

শাসনের আদর্শ; এখানে যদি মিউনিসিপ্যাল কমিসনারদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীকে হীনপ্রভ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

দু'মাস অতিবাহিত হইল; পুনরায় ইংরেজ সম্পাদকের সম্পাদিত "পাওনীয়ার" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল—ছোটলাট বাহাদুর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর পুনঃসংস্কার মানসে বড়লাটের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে—এখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে কমিশনার যতজন আছেন, ততজনই থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা কেবল হিসাব-নিকাশ দেখিবেন ও বড় বড় ব্যাপার যাহা নগরের উন্নতির জন্য প্রস্তাবিত হইবে, তাহারই উপর মতামত প্রকাশ করিবেন মাত্র; অন্যান্য সকল কার্য্য করিবার জন্য বারজন সদস্য চেয়ারম্যানের সহযোগিরূপে থাকিবেন। চেয়ারম্যানের কার্য্য ও কর্ত্তব্য আইনে নির্দ্ধারিত থাকিবে; তাঁহার কার্য্যের প্রতি কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। বহুব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্য করিতে হইলে ও সবিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে, চেয়ারম্যান ঐ দ্বাদশজন পারিষদের পরামর্শ লইবেন।"

পাওনীয়র পাঠে কলিকাতাবাসিগণ কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিবস পরে ১৯শে মার্চ্চ ৬ই চৈত্র শনিবার সত্য সত্যই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল" উপস্থাপিত হইয়া ২৩শে মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইল। অতঃপর সহরময় নানাস্থানে প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাপতিত্বে টাউনহলে বিরাট সভা বসিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় প্রধানতম বক্তা ছিলেন। ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ

ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, এ্যাটর্ণী কালীনাথ মিত্র, চারুচন্দ্র মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, উকিল হেমচন্দ্র মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাচরণ পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল ভাদুড়ী, মুকুন্দলাল ক্ষেত্রী প্রভৃতি গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ সেই সভার কার্য্যে বিশিষ্টভাবে ব্যাপৃত ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথ, প্রস্তাবিত "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের" অহিতকারিতা অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে প্রতি-পন্ন করিয়াছিলেন। তাৎকালিক সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যে, কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা শুনিয়া ছোটলাট স্যার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সেই সকল পরিশ্রম বিফলে যায় নাই। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিখানির কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জিত ও সংশোধিত হইয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৩০৫ সালের ১১ই আশ্বিন বুধবার আইনে পরিণত হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর—১৩০৬ সালের ১৯শে আশ্বিনের "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল,—"মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন —রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। আর কাউন্সিল-গৃহে বাক্-বিতণ্ডা করিয়া, উচিত কথা—সত্যকথা শুনাইয়া, ধারায় ধারায় ভ্রম প্রমাদের সহস্রধারা দেখাইয়া, পাণ্ডিত্যের, মনস্বিতার, দুরদর্শনের এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অপূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমাদের বড় সাধের, বড় যত্নের মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ। ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপকসভা-গৃহে বড় বড় পণ্ডিত, কর্ম্মঠ ও বিজ্ঞ ইংরেজ কর্ম্মচারী সকলকে বিপক্ষে রাখিয়া

বসুমতীর কথা।

এমন নির্ভয়ে বাক্‌যুদ্ধ করিতে ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী পারেন নাই। "যাঁহারা মান্যবর সুরেন্দ্রনাথকে গবর্ণমেণ্টের খয়ের-খাঁ বলিয়া, গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্য—স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা দেখাইতে পারিবেন না বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কি বলেন?"

"সাবাস আটাশ।"

এই মিউনিসিপ্যাল বিলের উপলক্ষ্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ২৮ আটাইশ জন খ্যাতিমান্ কমিশনার একসঙ্গে কমিশনারশিপ পরিত্যাগ করেন। তদবলম্বনে ষ্টার থিয়েটারের সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, "সাবাস আটাশ" প্রহসন-নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

দেবোত্তর আইন করাইবার চেষ্টা।

ভারত চিরপুণ্যভূমি! ভারতবাসী সাকারবাদী। জীবের সেবা করাই এদেশবাসিগণের প্রধানতম ধর্ম্ম। এই ভারতেই সহস্র সহস্র ঋষি-তপস্বী জন্মিয়াছেন, এবং এমন লক্ষ-লক্ষ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বস্ব দেবতার নামে—জীবহিতকল্পে—ইষ্ট-সেবায় দান করিয়া গিয়াছেন। দেবসেবা উপলক্ষ্য করিয়া জীবের সেবার জন্য দানকৃত ও সংরক্ষিত সম্পত্তিই দেবোত্তর। কত বিশাল বিশাল জমিদারি—রাজবৈভবসম্পন্ন দেবোত্তর রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পুরীর জগন্নাথ, হুগলির তারকেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ড প্রভৃতিই তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। ঐ তীর্থস্থানসমূহের যাঁহারা পাণ্ডা ও মোহান্ত তাঁহারাই দেবোত্তর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেবতার যথাবিধানে সেবা এবং আয়লব্ধ অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১৮১০ ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের

রেগুলেশন অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট দেবোত্তরের কর্ত্তৃত্বাধিকার লইতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর দেবোত্তরে বা মুসলমানের পীরোত্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ—পাছে কাহারও ধর্ম্মে আঘাত লাগে! দুই একটি তীর্থের দেবোত্তর-সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে আছে বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত হইয়া বা জোর করিয়া কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। দেবোত্তর-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ও আয়লব্ধ অর্থের ব্যবহার-বৈশৃঙ্খল্য হেতু প্রজার ধর্ম্মরক্ষার্থ রাজোচিত ধর্ম্মবলে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজা; তথাপি প্রজাসম্প্রদায়ের ধর্ম্মরক্ষণে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরির কীর্ত্তিকাহিনী "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ, তদ্বিষয়ে সত্যাসত্যানুসন্ধান করিলেন। যখন ইনি মোহান্তকীর্ত্তি সত্য বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। মান্দ্রাজ-ত্রিপতি প্রভৃতি আরও দুই একটি তীর্থস্থানের মঠের পাণ্ডা-মোহান্তদের কীর্ত্তিকথা ইঁহার শ্রুতিগোচর হইল, ঘটনা সত্য বলিয়া জানিলেন; এইবার স্বসম্পাদিত "বেঙ্গলি" সংবাদপত্রে দেবোত্তর-সম্পত্তির আয়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য এবং পাণ্ডা-মোহান্তগণকে অসাধুতাচরণ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক দেবোত্তর-আইনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। সংসারবিরাগী, নিস্পৃহ, ভোগ-বিলাসবিমুক্ত, চিরকুমার-সন্ন্যাসী মোহান্ত শিষ্যানুক্রমে গদিয়ান হইয়া ভারতের পুণ্য-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখেন; ইহাই এদেশের রীতি। পাণ্ডা বা মোহান্ত দেবোত্তরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেও, দেবোত্তর

জনসাধারণের সম্পত্তি। সেইজন্য সমগ্র ভারতবাসীর এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা দেবোত্তরের উপর সবিশেষ প্রয়োজন। সুরেন্দ্রনাথ, দেশের সম্প্রদায় বিশেষের নেতৃরূপে দেবোত্তর আইনের প্রয়োজনীতা প্রমাণ করায় ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। কেহ দেবোত্তর আইনের আবশ্যকতা বুঝিলেন, কেহ কেহবা দেবোত্তর আইন অহিতকর হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল; অতঃপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ ১৩০৩ সালের ১৪ই চৈত্র শুক্রবার মান্দ্রাজের অনারেবল আনন্দ চালু মহোদয় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেবোত্তর আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করেন। তৎপূর্ব্বে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আর একবার দেবোত্তর আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল; মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পাণ্ডুলিপিটি আইনে পরিণত করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎপরে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুসরণ করিয়া বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের পোষকতায় দেবোত্তর আইন বিধিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন নাই। ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট দেবোত্তর আইন করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইবার অনারেবল আনন্দ চালুর উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপি সমগ্র দেশময়, সপক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। আনন্দ চালু মহোদয়ের প্রণীত পাণ্ডুলিপিখানি সুরেন্দ্রনাথের অভিমতের সহিত কোন কোন অংশে বিভিন্ন ছিল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রায় উভয়েরই এক। উক্ত পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত

করাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ সবিশেষ চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ, পুনরায় "বেঙ্গলি" পত্রে দেবোত্তর আইন করার আবশ্যকতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অনারেবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় দেবোত্তর আইনের একখানি বিল প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেন। লর্ড মিণ্টো, তাহা আইনে পরিণত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের সদ্ব্যয় করাইবার জন্য আইন করা সবিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রনাথ, চিরদিনই বিধবা-বিবাহের সমর্থনকারী ; এবং বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী। বিদ্যাসাগর, আশুতোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য সদাচারনিষ্ঠ হিন্দুগৌরব মনীষিগণ, যে বিধবা-বিবাহানুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা, সুরেন্দ্রনাথ বরাবরই তাহার পোষকতা করিয়া আসিতেছেন।

বিধবা-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ।

সুরেন্দ্রনাথ কেন যে—কি উদ্দেশ্যে—বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন এবং তাহাতেই বা হিন্দুসমাজের কি ভাল-মন্দ, তাহা হিন্দুসমাজের অন্যতম মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের লিখিত প্রবন্ধ পাঠেই অনুমিত হইবে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই বাংলা ১২৯০ সালের ১৩ই শ্রাবণ শনিবারের "বঙ্গবাসী"তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত আছে ;—"আজ বড় আহ্লাদের দিন। কলিকাতা নগরীতে বহু-সংখ্যক প্রবীণ শিক্ষিত হিন্দুর সমক্ষে হিন্দুমতে একটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ৬ই শ্রাবণ এ শুভ ঘটনার দিন। বরের নাম বিপিনবিহারী মিত্র,—বয়ঃক্রম ২১ বৎসর, নিবাস ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা বৰ্দ্ধমান। বিপিন বাবু সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলীন কায়স্থ! কন্যার নাম শ্রীমতী ক্ষীরোদমোহিনী, বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর ; কন্যার পিতার নাম বামাচরণ নাগ ; পিতামহ স্বর্গীয় রামগতি নাগ ; (২৪ পরগণার অন্তর্গত আড়বেলার জমিদার) ; মাতামহ, স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র বাবু জয়কৃষ্ণ বসু। জয়কৃষ্ণ বাবুই কন্যা সম্প্রদান করেন ; ইনি প্রবীণ সম্প্রদায়ের হিন্দু। এ বিবাহে আমাদের আজ দ্বিগুণ আহ্লাদ। যাঁহারা সমাজে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত,

তাঁহারা যে কুসংস্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—ইহা ভাবিলে, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। সকলেই জানেন যে, রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহের দারুণ বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু কালের গতিতে আজ তাঁহার দৌহিত্র দ্বারা একার্য্য সমাধা হইল। হিন্দু-সমাজের ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করিতে হইবে! যিনি ভাবেন, একদিনেই সব করিতে হইবে, তিনি নিতান্তই পাগল। জ্ঞানালোকে কুসংস্কার-অন্ধকার ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, এখন তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইতেছে। তবে চেষ্টা চাই, আন্তরিক যত্ন চাই। হুজুক বা বাহ্যাড়ম্বরে কোন কাজ হয় না; জিনিস খাঁটি হইলে, কখনই তাহার অনাদর নাই। হিন্দু-মতে বিধবা-বিবাহ যাহাতে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা সকলের করা উচিত। মলিন-মুখী বিধবা রমণীর ছল ছল নয়ন দেখিলে, কাহার না বক্ষ ফাটিয়া যায়?" সুরেন্দ্রনাথ, বাল্য-বিবাহ পছন্দ করেন না। ইনি ইহাঁর কন্যাগণের বিবাহ, বালিকা বয়সে দেন নাই। নিতান্ত ছোট বয়সে বিবাহ হইলে, দম্পতির জাত সন্তানাদি তেমন বলবান্ কর্ম্মঠ হয় না বলিয়াই ইহাঁর ধারণা।

কাব্যবিশারদের কারামোচন।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতেশ্বরী মহারাণীর পঞ্চাশৎবর্ষ রাজ্যভোগ উপলক্ষে ভারতে যে "হীরক জুবিলি" উৎসব হইয়াছিল, সেই সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় কারারুদ্ধ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ওয়েলবি-কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া, দেশে ফিরিয়া শুনিলেন যে— "হীরক জুবিলি" উপলক্ষে যে কয়েকজন কয়েদীকে

মুক্তি দেওয়া হইবে, কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন গণ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহার নাম—মুক্তির নামের তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়কে সহযোগি-বন্ধুরূপে সঙ্গে লইয়া ছোট লাট স্যার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জি মহোদয়ের নিকট গমন করিলেন।

ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন—মিষ্টার ব্যানার্জী! আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ে দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। শুনিতেছি, মহারাণীর হীরক জুবিলি উপলক্ষে কয়েকজন কয়েদীর মুক্তি হইবে, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, এতদুপলক্ষে যেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কারামুক্তি হয়। শুনিলাম,—মুক্তির যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাতে কাব্যবিশারদের নাম থাকিলেও, পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ছোটলাট—কাব্যবিশারদের নাম মুক্তির তালিকা হইতে উঠাইয়া দিবার কারণ থাকিতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ—ঠিক কথা; আমি কাব্যবিশারদের দোষ স্খালন করিবার চেষ্টায় আপনার নিকট আসি নাই; কিন্তু আমার সবিশেষ প্রার্থনা এই যে,—তাঁহাকে হীরক-জুবিলির অনুগ্রহ হইতে যেন বঞ্চিত করা না হয়।

নরেন্দ্রবাবু—আমি, এই দয়াপ্রার্থনায় সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিতে আসিয়াছি।

ছোটলাট—আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ছুটি লইয়া যাইতেছি। মিষ্টার ষ্টিভেন্স আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না, আপনারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থির করুন।

সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ, দুই বন্ধু একসঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্যার চার্লস ষ্টিভেন্স মহোদয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজী হইয়া পরদিন বেলা ১১ টার সময় অফিসিয়েটিং চীফ সেক্রেটরী ওল্ডহাম সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য বলিয়া দিলেন। তৎপর দিবস সুরেন্দ্রনাথ ১১ টার সময় ওল্ডহাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ওল্ডহাম সাহেব, সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই বলিলেন,—মিষ্টার ব্যানার্জী! আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ, ওল্ডহাম সাহেবের নিকট শুভ সংবাদ পাইয়াই রিপণ কলেজে গমন করিলেন। তখনই কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নাথ সেন মহোদয় রিপণ কলেজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সুরেন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করিয়া গভীর আনন্দসহ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনিই বিশারদকে ফিরাইয়া আনিলেন।"

গীতি-বাদ্যে সহানুভূতি।

"ভারত-সঙ্গীত-সমিতি" স্থাপনার্থ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি শুক্রবার কলিকাতা "এমারেল্ড-থিয়েটার" গৃহে যে বিরাটসভা হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ সেই সভার সভাপতিত্ব করিয়া, বিমল গীতি-বাদ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "কলিকাতা অনাথ আশ্রমের"র সভাপতি পদে বৃত থাকিয়া অসহায়ের সহায়তায় গভীর সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। যিনি অসহায়ের সহায়তা করেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ, তিনিই যথার্থ পরোপকারী; তাঁহারই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম সার্থক।

"অনাথ আশ্রমে"র সভাপতিত্ব।

কায়স্থ জাতি বড়, কি বৈদ্য জাতি বড়—এই বিষয় লইয়া যখন কলিকাতা হাইকোর্টে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে মধ্যস্থ দ্বারা ইহার বিচার ব্যবস্থা হয়। সুরেন্দ্রনাথ, সেই জাতি-বিচার সভায় সভ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সন ১৩০৮ সালের ২৯শে আষাঢ়ের "বঙ্গবাসী"তে লিখিত আছে,—জাতিবিচার সভায়—মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—"হিন্দু-সমাজে সুরেন্দ্র বাবুর কি পদ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এমন অবস্থায় জাতি-সম্বন্ধে ইঁহার মতামত দিবার অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না।" তদুত্তরে সুরেন্দ্রবাবু বলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, জাতি-মীমাংসায় মতামত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে।"

জাতি-বিচার সভায় ব্রাহ্মণত্বের বড়াই।

১৯০১ সালের ১০ই আগষ্ট অর্থাৎ ১৩০৮ সালের ২৫শে শ্রাবণের "বঙ্গবাসী" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন;—"হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ,—'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই কলিকাতায় তাঁহার একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে।' দেশে ঐ সুরেন্দ্রনাথ অনেক থাকিলেও, ইনি কোন্ সুরেন্দ্র,

মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অধুনা এই সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আটক্রোশ দূরবর্ত্তী মণিরামপুর গ্রামে বাস করেন; প্রায় প্রত্যহ কলিকাতায় আইসেন, বেঙ্গলী সংবাদপত্রের সম্পাদন করেন এবং রিপন কলেজের ছাত্রবৃন্দকে পড়াইয়া থাকেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন—'রাজনীতির আন্দোলন করিয়া, সুরেন্দ্রবাবু দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।' এতদ্ধেতু শীঘ্র কলিকাতায় একটি সভা হইবে, এবং চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব হইবে।"

তৈল-চিত্র রাখিবার প্রস্তাব।

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের সুবিখ্যাত জমিদার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় সুরেন্দ্রনাথের তৈল-চিত্র টাউনহলে রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং সচেষ্ট হন।

স্মৃতি-চিহ্নের জল্পনা।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলা ১৩০৮ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখের "বসুমতী" পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—"আমরা গত সপ্তাহে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপনোদ্দেশে তাঁহার তৈল-চিত্র-সংস্থাপনের পরিবর্ত্তে তাঁহার কালেজের জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির স্থায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলাম; এই প্রস্তাবটি আমাদের কোন সুযোগ্য সহযোগী বিবেচনা-বহির্ভূত জ্ঞান করিয়াছেন; কারণ 'সুরেন্দ্রবাবুর কালেজ তাঁহার নিজের সম্পত্তি, তাঁহার কালেজের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহার স্বার্থ রক্ষিত হইবে;—সাধারণের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ রহিবে না।' কথাটি আমরা প্রতিবাদযোগ্য বিবেচনা করিতেছি।

সুরেন্দ্রবাবুর তৈলপট টাউন হলে বিলম্বিত হইলে, কাহারও কোন লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যের স্মৃতিচিত্রের পরিমাণ করা দুরূহ। চিত্র দ্বারা মানুষকে ভবিষ্যৎ যুগের নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখা একটা ইউরোপীয় প্রথা। কিন্তু কোন দেশহিতকর প্রথায় কাহারও স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখা আমাদের প্রাচ্য প্রথা; অনাথ-আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র-স্থাপনা প্রভৃতি দ্বারা আমরা কীর্ত্তিমান ব্যক্তির স্মৃতি-স্থাপনের পক্ষপাতী। সুশিক্ষার বিস্তার একটি হিতকর অনুষ্ঠান, এ বিষয়ে বোধ করি, শিক্ষিত ব্যক্তির মতান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুরেন্দ্রবাবু অল্প চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষিত বঙ্গের তিনি আদর্শস্থানীয়, শিক্ষকের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, অধ্যাপনা তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। দশের চেষ্টায় যদি তাঁহার রিপন কালেজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রবাবুর শিক্ষাদান ব্রতে দশজনের সহায়তা করা হইবে; কালেজের অবস্থা আরও ভাল হইবে, একটা অতিরিক্ত অর্থব্যয় হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলে, তিনি কালেজের উন্নতির জন্য সেই অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন, দশজন ছাত্র ও শিক্ষক উপকৃত হইবেন। ইহা নিতান্ত সামান্য উপকার নহে। তবে যদি কেহ মনে করেন, দশজনে কালেজের বাড়ীটা প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর সুরেন্দ্রবাবু দিন কত পরে কালেজের ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া বাড়ীটা ভাড়া দিবেন, এবং এইরূপে দশের দানে তিনি স্বোদর পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইবেন; তাহার সহিত আমরা কোন তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। সুরেন্দ্রবাবুকে ততদূর অমানুষ সিদ্ধান্ত করিবার মত বহুদর্শিতা এখনও আমরা লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার

জীবনের সহিতই যে রিপন কালেজের স্থায়িত্ব লোপ হইবে, ইহাও আমরা মনে করি না।”

সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তর-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, তৈল-চিত্র-সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা প্রকারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কথার অলোচনা হইয়া, পরিশেষে কর্ম্মসাধনকালে তন্মাত্র অলঙ্কারেই রহিয়া গেল।

“বঙ্গবাসী”র “কংগ্রেস”প্রীতি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ১৩০৮ সালের ১৩ই পৌষের “বঙ্গবাসী” পত্রে “কংগ্রেসের শুভলক্ষণ” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—“আজ অতুল আনন্দ; কঙ্গ্রেস, কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ কমাইয়া, বক্তৃতার বেগ থামাইয়া, কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন অন্য পথে ধাবিত। ঐ পথ, সুপথ। কংগ্রেসের কর্ত্তারা এবার বক্তৃতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে যে বন্ধ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর যে সূত্রপাত করিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের আজ অপার আনন্দ। এক্ষণে কঙ্গ্রেসের যে শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে,—আসুন! সকলে মিলিয়া এই শুভ-সূচনা উপলক্ষে আমরা আনন্দোন্মত্ত হইয়া, সেই আনন্দময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করি এবং বলি, জয় কঙ্গ্রেসের জয়! জয় কঙ্গ্রেসের জয়!! স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবুরও কতকটা সুর ফিরিয়াছে দেখিয়া, আমরা পরমানন্দে মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইলাম—জয় সুরেন্দ্রবাবুর জয়! জয় সুরেন্দ্রবাবুর জয়!!

সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা-শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন।

শিক্ষা-বিভাগের বিধি-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে ইহাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা আছে। ইহাঁর ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি আরও কিছুকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত থাকিলে, শিক্ষাবিভাগের যথেষ্ট উপকার হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সভ্যরূপে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন "হিন্দুপেট্রিয়টে"র সম্পাদক ছিলেন, তখন কলিকাতা-সিমলা-নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়, তাঁহার সহকারিতা করিতেন। গিরিশ বাবু তৎসময়ে একজন খ্যাতনামা ইংরাজি-লেখক ছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনিই প্রথমে "বেঙ্গলি" সংবাদ-পত্র-সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু,—এই এই কয়জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি "বেঙ্গলি" পরিচালনা করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বর্ষান্ত সময়ে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলি"র সমুদায় স্বত্ব খরিদ করেন। সেই সময় একটু গোলযোগও বাধিয়াছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চেষ্টায় তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ তদবধি সুদক্ষতার সহিত "বেঙ্গলি" সম্পাদন ও পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলি"তে প্রথমাবধি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজযজ্ঞেশ্বর মিত্র মহোদয় ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই হইতে রিপণ কলেজের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহোদয়ের সহকারিতা করিয়াছিলেন; রাজযজ্ঞেশ্বর বাবু অবসর লইলে পর তারাপ্রসন্ন

"বেঙ্গলি"র আজন্ম-বৃত্তান্ত।

বাবু ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্ন্যাল, দুইজনে "বেঙ্গলি"র ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রামগোপাল বাবু, দুই বৎসর কাল তারা প্রসন্ন বাবুর সহযোগিতা করিয়া, তৎপরে অবসর গ্রহণ করেন। তারাপ্রসন্ন বাবু, তদবধি সুদক্ষতার সহিত "বেঙ্গলি"র ম্যানেজারী করিতেছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ইচ্ছানুরোধে 'বেঙ্গলি' দৈনিক প্রকাশ করিবার পরামর্শ হয়। এই সময় কলুটোলার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়দিগের সহিত 'বেঙ্গলি'র সম্বন্ধ ঘটে। ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে "বেঙ্গলি" দৈনিক আকার ধারণ করিল। দশবৎসর কাল সেন মহোদয়দিগের সহিত সুরেন্দ্রনাথ সহযোগে "বেঙ্গলি" চালাইলেন। তৎপরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তিনি "বেঙ্গলি"র সম্পূর্ণ স্বত্বের মালিক হইয়া পরিচালনা করিতেছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলা ১৩১০ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি মাননীয় মিষ্টার রিজলী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানের পুনর্গঠন-প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরিকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। সুরেন্দ্রনাথ, তাহা জানিতে পারিয়া ময়মনসিংহ-মুক্তগাছার সুবিখ্যাত জমিদার মহারাজ সূর্য্য-কান্ত আচার্য্য চৌধুরীকে অবিলম্বে সংবাদ দিলেন এবং ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েসনেরও শ্রুতিগোচর করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগের অপকারিতা প্রতিপাদন করিলেন। ১২ই ডিসেম্বর বাংলা ২৬ শে অগ্রহায়ণ লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাব "ইণ্ডিয়া" গেজেটে প্রকাশিত হইল। অতঃপর ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটীং চীফ সেক্রেটরি ইণ্ডিয়াগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিকে চিঠি লিখিয়া বঙ্গ-বিভাগ-করণে অনুমোদন করেন।

বঙ্গ-বিভাগের সূচনা।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার সেরপুরে রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা হইয়া বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ হইল। বোধ হয়, এতৎ সম্বন্ধে প্রতিবাদের ইহাই প্রথম সভা। ইহার পর ঢাকা পিপল্‌স এ্যাসোসিয়েসনে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভা হয়।

বঙ্গ-বিভাগে আন্দোলন।

২৬ শে ডিসেম্বর তারিখে আনন্দমোহন বসু,* দীঘাপতিয়া-রাজ, বগুড়ার নবাব আবদাস শোভান চৌধুরী, ঢাকার নবাব, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, মিঃ জি, এন, গার্থ, রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর, ভাওয়াল রাজ্যের ম্যানেজার মায়ার্স সাহেব প্রভৃতি আলিপুর বেলভেডিয়ারে ছোটলাট ভবনে উপস্থিত হইয়া বঙ্গ-বিভাগের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলায় সুবর্ণখালি গ্রামে একটি প্রতিবাদ সভা হয়; সেই সভায় জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী সভাপতি হইয়াছিলেন। ঢাকা বুড়ীগঙ্গারঘাটে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, মুন্সী হেদায়েদ বক্স, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি মিলিয়া সভা করিয়া বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করেন। এইরূপে ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অনেকগুলি প্রতিবাদসভা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন "বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স" সভার পক্ষ হইতে রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর এবং "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন" প্রভৃতি, বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮ই মার্চ্চ সন ১৩১০ সালের ৫ই চৈত্র শুক্রবার কলিকাতা টাউনহলে একটি বিরাট সভা হইয়া বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ হইল; টাউন হলের উপরতালায়—মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর (এখন মহারাজ) বাহাদুরের প্রস্তাবে রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়, লালমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মৌলবী সামশুলহুদা, শালগ্রামসিংহ, কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নতলে

রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি হইলেন। শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মৌঃ দীন মহম্মদ, আব্দুল হালিম গজনবী, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ প্রভৃতি, এবং সুরেন্দ্রনাথ উপরতালায় বক্তৃতার পর নিম্নতলে আসিয়া বক্তৃতা করেন।

প্রাদেশিক সভায় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কথা।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল তারিখে ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে টাঁকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রতিবাদ করা স্থিরীকৃত হয়; তৎপরে তৎসম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বঙ্গ-বিভাগ-সম্বন্ধে বিলাতে আন্দোলন করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

"স্বদেশী" ও "বয়কট"।

নানাস্থানে সভা-সমিতি হইতে এবং এতদ্দেশীয় অধিকাংশ সংবাদপত্রে বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ চলিতে লাগিল; কেহ কেহ স্বদেশজাত শিল্প সামগ্রী ব্যবহার প্রচলনের কথাও সেই সঙ্গে উত্থাপন করিলেন। দুই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার রহিত করিয়া, বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদে ইংরেজ সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট সন ১৩১২ সালের ২০শে শ্রাবণ

শনিবার কলিকাতা এ্যালবার্টহলে "টাউনহলের ৭ই আগষ্টের বিরাট জন-সাধারণ সভার" অধিবাস হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এ্যালবার্টহলে সভা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বাংলা সন ১৩১২ সালের ২২ শে শ্রাবণ সোমবার শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রযোগে, কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ-কল্পে স্বদেশী-পণ্য ব্যবহার-প্রচলনের জন্য জন-সাধারণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সেইদিন বেলা ১০ টার পর হইতে দলে দলে লোকসকল "কলেজস্কোয়ারে" আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। মেট্রপলিটান কলেজের ছাত্রগণ নীলরংয়ের, রিপণ কলেজের ছাত্রগণ ফিকে হরিদ্রারংয়ের, সিটী-কলেজের ছাত্রেরা পীতবর্ণের, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ বাদামী রংয়ের, জেনেরাল এ্যাসেম্ব্লির ছাত্রগণ কমলালেবুর রংয়ের ও সেণ্টজেভিয়াস' কলেজের ছাত্রগণ লালরংয়ের উত্তরীয় এবং কলেজ অব্ ফিজিসিয়েন্সের ছাত্রগণ বুকে লালরংয়ের ঢেরা চিহ্ন, আর কলিকাতা প্রবাসী বেহারী ছাত্রগণ বাসন্তী রংয়ের উত্তরীয় ও উষ্ণীষ ধারণ করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। বেলা দুইটার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, কলেজস্কোয়ারে আসিয়া পৌঁছিলেন। তৎপরে সকলেই সুরেন্দ্রনাথ ও অম্বিকা-চরণ বাবুকে লইয়া টাউনহলে গমন করিলেন। ওদিকে কলিকাতা-সহরের প্রায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে; দোকানদার-গণ পর্য্যন্ত দোকান বন্ধ রাখিয়া টাউনহলের সভায় যোগদান করিতে

টাউনহলে জনসাধারণ-সভা।

গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ টাউনহলে পৌছিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছে। তখন তিনি অতিকষ্টে জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া সভাস্থ হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"উপরতলায়, নিম্নতলে ও মাঠে, তিন জায়গায় সভা হওয়া উচিত।" তদনুযায়ী তিন জায়গাতেই সভার আয়োজন হইল।

উপরতালায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের প্রস্তাবে কাশীম-বাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়, মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, নসীপুরের রাজা রণজিৎ সিং, রাজা প্যারীমোহন মুখো-পাধ্যায়, ময়মনসিংহের মহারাজ-কুমার, অনারেবল নলিনবিহারী সরকার, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূকৈলা-সের রাজকুমার সত্যধন ঘোষাল, শ্রীরামপুরের নন্দলাল গোস্বামী, ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, টাঙ্গাইলের জমিদার আব্দুল হালিম গজনবী, চারুচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, রায় সীতানাথ রায়-বাহাদুর, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, বনয়ারিলাল চৌধুরী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, লাকুটিয়ার জমিদার বিহারিলাল রায়, ফরিদপুরের উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিষ্টার অপূর্ব্বকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নিম্নতলে সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় সভাপতি হইলেন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, বর্দ্ধমানের মোহিনীমোহন মিত্র, রংপুরের কিশোরীমোহন রায়, ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, উলুবেড়িয়ার তিনকড়ি ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুরের হেমেন্দ্রনাথ সেন, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রায়-সাহেব গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে প্রোসেশন বাহির হইয়াছিল; এবং হেমচন্দ্র সেন গান গাহিয়াছিলেন। মাঠের সভায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়, "বিলাতীপণ্য-পরিবর্জ্জনের" প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, অমূল্যচরণ গোস্বামী, লছমীচাঁদ সাপনী ও মিষ্টার নানকজী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া, সভাস্থ জনসাধারণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ, একবার উপর, একবার নীচে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেই বিরাট সভায় সকলে সুরেন্দ্রনাথকে অগ্রণী-পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ, জন-নায়কগণের অনুরোধে মাতৃপূজার পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন। বাংলাদেশময় স্বদেশী-আন্দোলনের স্রোত প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইল; এমন কি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় সে স্রোতের উৎস ছুটিয়া গেল। নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে দেশবাসী জন-সাধারণ স্বদেশী-দ্রব্য প্রচলনের সফলতা-লাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। দেড়মাস পরে ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে টাউনহলে এক সভা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ-পত্র বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর দেখিতে দেখিতে ভীষণ-মধুর ১৬ই অক্টোবর আসিয়া দেখা দিল। সেদিন বাংলা ৩০শে আশ্বিন সোমবার কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা তৃতীয়া। এইদিন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া, দুইজন ভিন্ন ভিন্ন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইল। অন্যদিকে সমগ্র বাংলাদেশের প্রজা-সাধারণ অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, সম সুখ-দুঃখের পরিচয় প্রদান করিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়োচ্ছ্বসিত রাখীবন্ধনোৎসব ও অরন্ধনব্রত এই দিনেই সম্পন্ন হইল। মরণাপন্নপ্রায় জরাব্যাধিগ্রস্ত আনন্দ-মোহন বসু মহাশয়, এই দিনেই অখণ্ড-বঙ্গ-ভবনের (ফেডারেশন-হল) ভিত্তি-স্থাপন করিয়া চিরস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের সেদিনকার—আনন্দভরা প্রাণের বিমল জ্যোতির বিকাশ, যিনি দেখিয়াছেন—তিনিই জানেন, ভগবান্ সুরেন্দ্রনাথকে সেদিন কেমন সাজে সাজাইয়াছিলেন! যে মহাত্মার নাম করিলে হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, যাঁহার স্বদেশপ্রীতির বিষয় ভাবিলে মরণোন্মুখ মানুষ, ক্ষণকালের জন্যও বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের কাজ করিতে অভিলাষী হয়, যিনি দেশহিতানুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথের সমকর্ম্মা ছিলেন; সেই বিমল-হৃদয় আনন্দমোহন, কিরূপ অবস্থায় অখণ্ড-বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যেদিন রাখীবন্ধনোৎসব ও অখণ্ড-বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হইল! সেদিন আনন্দমোহন বাবুর জীবনপাখীকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য দূত আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়াছিল। কিন্তু এ্যাণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর

দ্বাদশ জন সভ্য, একটি খাটে করিয়া আনন্দমোহনকে মস্তকোপরি-ধারণ পূর্ব্বক বহন করিয়া, যেখানে—প্রেম-প্রবাহিনী-বিষাদানন্দ-ময়ী পবিত্র স্রোতস্বিনী বহমানা, সেই সভাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার, আনন্দমোহনের নাড়ীর অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন; ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ঔষধের শিশি লইয়া সঙ্গে-সঙ্গে থাকিলেন এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দমোহনকে পাখার বাতাস উপভোগ করাইতে লাগিলেন! এইরূপে পর-লোকের দূতকে সঙ্গে লইয়া, আনন্দমোহন, অখণ্ড-বঙ্গ-ভবনের ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক জীবনাপেক্ষা স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া, কয়েকদিন পরে অক্ষয়স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দামোদরবাবুর প্রাণের কথা।

স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় এম, এ, বিদ্যানন্দ মহোদয় ১৩১২ সালের কার্ত্তিক মাসের স্ব-সম্পাদিত "প্রবাহ" পত্রিকায় "প্রিয় সত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—নেতৃদলের মধ্যে, এক দেবোপম কীর্ত্তি-কৌমুদী-সমাবৃত প্রসন্নানন মহাত্মা অত্যুচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে বঙ্গবাসী জনগণকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দিতেছেন;সেই মহাত্মা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজি তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার আদেশে, তাঁহার সঙ্কেতে একটা সমগ্রজাতি পরিচালিত হইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে;—আজ একটা জাতি আপনাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি, ধন ও সম্পদ, মান ও মর্য্যাদা, তাঁহারই বাসনার অধীন করিয়া দিয়াছে। ধন্য দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! আপনি আমাদিগের পূজার পাত্র হইয়াছেন। আপনি আমাদিগের শরণ্য ও অবলম্বনীয় হইয়াছেন। আপনি আমাদিগের জ্ঞান ও গতির নিয়ামক হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সুরেন্দ্রনাথ! আজ গৌরবালঙ্কারে তোমার দেহ বিভূষিত এবং আজ তুমি দেবতার ন্যায় সমাদৃত।

বড়ই সুখের বিষয়, পাঁচমাস পূর্ব্বে আমরা যে কথা বলিয়া ছিলাম, তুমি তাহা উপেক্ষা কর নাই। মহত্বের ইহাই লক্ষণ। ক্ষুদ্রের হিতকথা মহৎব্যক্তি শুনিতে লজ্জাবোধ করেন না। আমরা যাহা-যাহা বলিয়াছিলাম, দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! তুমি তাহার সকলই করিয়াছ। তোমার দৈবশক্তিসম্পন্না রসনা হইতে মধুরাক্ষরা মাতৃভাষার অমৃতময়ী পদলহরী স্যন্দিতা হইতেছে; তুমি এতদিন পরে সেই স্বজাতীয়গণের চিরসমাদৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইতেছ। তোমাকে বাঙ্গালীর আদরের ধুতি চাদরাবৃত দেখিয়া, তোমার মুখে সেই আজন্মপরিচিত বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিয়া আমাদিগের নয়নে জল আসিয়াছিল। তুমি কৃতী, তুমি ক্ষমতাশালী, তুমি দেবানুগৃহীত; তোমাকে রূপান্তরিত দেখিলে বা তোমাকে বৈদেশিক ভাবাপন্ন বুঝিলে ভক্তের হৃদয় অভিমানে ফাটিয়া যাইত। সে অভিমান দূর হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ! নারায়ণের কৃপায় তুমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর। দেশ কাতরভাবে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! এখনও আমাদিগের মনে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নাই, এখনও দেবতা সুরেন্দ্রনাথ, তোমার দেবত্ব সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা এখনও তোমাকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশীয় আচারব্যবহারানুগত মহাপুরুষরূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ! আমাদিগের এ বাসনা কি মিটিবে না? আমাদিগের সনাতন দেব-দেবীর মন্দিরসমীপে তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণত হইতে আমরা কি দেখিব না? তোমার মুখ হইতে আমাদিগের আর্য্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-

কীর্ত্তন কি শুনিব না? আর্য্যের প্রতিষ্ঠিত অতুলনীয় আচার ব্যবহারের আনুগত্য তুমি কি করিবে না? সুরেন্দ্রনাথ! দেশের এই বিনীত প্রার্থনা তুমি কি শুনিবে না? কার্য্য-ময়, সময়জ্ঞ, সুশীল সুরেন্দ্রনাথ! আমাদিগের প্রার্থনা কঠোর নহে, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা দুষ্কর নহে, আমাদিগের বাসনা নিন্দনীয় নহে; তবে হে মহাত্মন্! কেন তুমি সপ্তকোটি মানবের এইরূপ হৃদয়-ভাবের পোষকতা করিয়া, তাহাদিগের হৃদয়মন্দিরে আপনার স্বর্ণসিংহাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার মূলে কর্ত্তব্যের সলিলধারা সংযোগ করিয়া, তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে না? তুমি অনেক করিয়াছ, হে দেবতা! তুমি কার্য্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছ, তোমার মুখ হইতে স্বদেশীয় ভাষা স্রোত-স্বিনীর জলধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তুমি স্বজাতীয়গণের ন্যায় বেশভূষা গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হই-য়াছ। নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রনাথ, তুমি সনাতন স্বধর্ম্মানুগত হইয়া আমাদিগের অচ্ছেদ্য প্রেম, ভক্তি ও আসক্তি উপভোগ করিবে। তুমি হিন্দুসন্তান, হিন্দুনামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াই তুমি গৌরবান্বিত হইয়া থাক। কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্মের তুমি সেবক, তাহা রঞ্জিত, তাহা বিকৃত এবং তাহা স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত;—কয়েকব্যক্তি সময় ও সুবিধানুসারে তাহা গঠন করিয়াছেন মাত্র। দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! তুমি সেই পরিপুষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চির-সেবিত স্বধর্ম্মানুশীলনতৎপর হও, সেই রঞ্জিত বিকৃত ধর্ম্মসেবা পরিহার করিয়া স্বদেশীয়গণের চির-সমাদৃত ধর্ম্মপথের অনুগামী হও। আর তোমাকে কি বলিব, তোমার মহত্ত্বে বাঙ্গালী মহৎ হইয়াছে, তোমার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গবাসী তেজস্বী

হইয়াছে, তোমার প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া বাঙ্গালী তোমার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে। তুমি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, তুমি তেজস্বী ও উদ্যমশীল, তুমি না করিতে পার কি? এত অলৌকিক শক্তির পরিচয় যদি তুমি দিয়া থাক, তাহা হইলে দেশীয়গণের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রীত করিতে কেন তুমি ইতস্ততঃ করিবে? এই ক্ষুদ্রব্যবধান অপগত হইলে তোমার দেবত্ব সম্পূর্ণ হইবে, তোমার মহত্ব সীমাশূন্য হইবে, এবং নশ্বর জগতে তুমি অবিনশ্বর হইবে।

তোমার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি বর্ত্তমানকালে বসুন্ধরায় আর কেহ আছেন কি না আমরা জানি না। এহেন গৌরবময় সুরেন্দ্রনাথ স্বজাতীয়গণের সহিত সকল বিষয়েই সম-প্রাণ হইয়াছেন বুঝিলে, মনে যে অপরিসীম আনন্দ জন্মিবে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাখীবন্ধনোৎসব সম্পন্ন করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ, কর্ম্মক্লান্ত শরীর লইয়া, স্বাস্থ্যলাভের জন্য "শিমুলতলা" গমন করিলেন। সেখানে কয়েকদিন পরে ২২ শে অক্টোবরের (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, বাং ১৩১২ সালের ৫ই কার্ত্তিক রবিবার) "ষ্টেটস্‌ম্যান" সংবাদপত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে—কার্লাইল সাহেব সার্কুলার জারি করিয়া, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক ও স্বদেশী আন্দোলন সংসৃষ্ট বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন অর্থাৎ Boycotting হইতে দূরে থাকিতে হুকুম দিয়াছেন। এখানে কলিকাতা সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সার্কুলারের প্রতিবাদ হইতে লাগিল। বহুতর ছাত্র, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—'স্কুল কলেজ ছাড়িতে হয়, সেও ভাল; তথাপি আন্দোলন ছাড়িব না।".

জাতীয় শিক্ষা।

শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র সার্কুলারের প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হন; এবং National education অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষারকথা উত্থাপন করিলেন। তৎসম্বন্ধে ২৪শে অক্টোবর "ফিল্ড এ্যাণ্ড একাডেমি" ভবনে ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম সভা হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ National Univercity প্রতিষ্ঠা করিবার কথা হয়। ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মেজর এন্, পি, সিংহ, ব্যাঃ বি, এম, চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ এস, কে, মল্লিক, ব্যাঃ পি, রায়চৌধুরী, বর্ত্তমান বঙ্গের কবিকুলশিরোমণি রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত

ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ, উকিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ব্যাঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জমিদার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্যাঃ এস, এন, হালদার, পারফিউমার এইচ, বোস, ব্যাঃ এ, কে, ঘোষ, মৌঃ লিয়াকৎ হোসেন, শ্রীযুক্ত প্রেমতোষ বসু, সন্তোষের জমিদার কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, চিরকুমার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি জননেতৃগণও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা ঘোষণা করিলেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতার স্থানে স্থানে উপর্য্যুক্ত মহাত্মগণের নেতৃত্বে কয়েকটি সভা হইয়াছিল। কার্লাইল সার্কুলার অনুযায়ী সর্ব্বপ্রথমে রংপুরের শতাধিক ছাত্র দণ্ডাদিষ্ট হন। সেই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে কলিকাতার ছাত্রগণ "এণ্টি-শার্কুলার সোসাইটী" প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার পক্ষ হইতে রমাকান্ত রায় ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে রংপুরে পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত প্রতিনিধিদ্বয়ের এবং তথাকার সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের সবিশেষ চেষ্টায় রংপুরে "ন্যাশন্যাল ইনিষ্টীটিউসন" নামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া, সার্কুলার-আক্রান্ত ছাত্রগণকে আশ্রয় দিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ১৬ই নবেম্বর বাংলা ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্রনাথ, শিমুলতলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই দিন বেলা দশটার সময় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহু সহস্র ছাত্র শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, ষ্টেশনে অবতরণ করিবা মাত্র সহস্র সহস্র কণ্ঠে—"জয় সুরেন্দ্রনাথের জয়" "আমরা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই” ধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি ষ্টেশনের বাহিরে আসিলে, ছাত্রগণ, লতা-পুষ্প-সুসজ্জিত ল্যাণ্ডো গাড়ীতে উপবেশন করাইয়া, সচন্দন পুষ্পমাল্য বর্ষণে তাঁহাকে গৌরবসিক্ত করিয়া তুলিলেন। তৎপরে ছাত্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, সুরেন্দ্রনাথ, “কলেজস্কোয়ারের নিকট গমন পূর্ব্বক গাড়ীতে দাঁড়াইয়াই একটি বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিলেন, এবং ছাত্রগণের প্রার্থিত “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” সংস্থাপন সম্বন্ধে পরামর্শসভা গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন। আর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“তোমরা আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিও না; কিন্তু যদি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও বে-আইনী কোন আদেশ করেন, তবে তাহা অগ্রাহ্য করিও।”

এই দিন অপরাহ্নেই আবার “ল্যাণ্ডহোল্ডোস্‌’ এ্যাসোসিয়েসনে “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের এক পরামর্শ-সভা হয়। সেই সভায় মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ, রাজা প্যারীমোহন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এন, ঘোষ, মিঃ টি, পালিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, মিঃ এ, চৌধুরি প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এ সভাতেও যোগদান করিয়া যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করেন।

তৎপর দিবস ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটস্থিত ভারত-সঙ্গীত-সমিতির সম্মুখস্থ “ফিল্ড এ্যাণ্ড একাডেমি”র ময়দানে একটি প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল। সেই সভায় ছাত্র এবং ছাত্রদিগের অভিভাবক ও শিক্ষক, সর্ব্বসমষ্টিতে প্রায় ত্রিশ, বত্রিশ

হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল এবং সকলে তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া, সভাপতিপদে বরণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, স্বভাব-সিদ্ধ ভাষায় "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার পক্ষে কৃতকার্য্যতালাভের উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে এই মহাব্রতের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, কেহ কেহ বলিতেছেন—"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমার রিপণ কলেজের ক্ষতি হইবে, সেই আশঙ্কায় আমি ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব! এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে 'ইউনিভার্সিটীকমিশন' যখন রিপণ কলেজ পরিদর্শন করিতে যান, তখন তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আপনি, কলেজ রাখিয়া কি করিবেন?' তাদুত্তরে আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—যথাসময়ে আমি, আমার কলেজ মাতৃভূমির পদে উৎসর্গ করিব; তাহাতে আমার বা আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন স্বার্থ সংস্রব থাকিবে না।' একথা অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন,— "নিন্দাবাদ সহ্য করিবার ক্ষমতা জগদীশ্বর আমাকে যথেষ্টই দিয়াছেন।" সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া পরিশেষে উদ্দীপনাপূর্ণ কথায় গদগদকণ্ঠে নিজের বয়োবৃদ্ধির, দেশের কার্য্যের ও জগদীশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। এই সময় সভাস্থ জনমণ্ডলী, তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গলদশ্রুলোচনে, বাষ্পগদ-গদকণ্ঠে

বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; তিনি সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে আসন পরিত্যাগ করিলেন। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে—সুরেন্দ্রনাথ সংজ্ঞা-হীন বা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তিনি শ্রোতৃবৃন্দের উৎকণ্ঠানিবারণের জন্য মনের ভাব মনেই অবরুদ্ধ রাখিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"আমি অসুস্থ হই নাই, প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ বক্তৃতা দিতে পারি।"

রিপণ কলেজে ছাত্র-সভা।

২৯শে নবেম্বর ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার কলিকাতায় রিপণ কলেজে ছাত্রদিগের একটি সভা হইয়াছিল; সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"গত রবিবারে ছাত্রগণ স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা অতীব নিন্দনীয়। ছাত্রগণ ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন ফল হইবে না; অধিকন্তু নেতৃগণকে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে। ছাত্রদিগের বুদ্ধিদোষে যদি স্বদেশী আন্দোলন, এই শৈশব অবস্থাতেই বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, সমগ্র বাঙ্গালী নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবেন এবং তাহাতে নানারূপ বিষময় ফল ফলিবে;—একথা ছাত্রসম্প্রদায়ের স্মরণ রাখা সবিশেষ কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ, স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃবৃন্দকে বিশিষ্টভাবে সাহায্য করিয়াছেন; ছাত্রদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে এই স্বদেশী আন্দোলন আদৌ সফল হইত না। ছাত্রগণ! স্বদেশী আন্দোলন প্রবল রাখিবার জন্য তৎপর হও। এই সঙ্কট সময়ে সংযম ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া এবং সুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, তেরশত বার সালের পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিল, চিরদিনের মত তেরশত বার সাল চৈত্র সংক্রান্তি-রূপী কালের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। বর্ষদেব, মৃত্যুর চক্রবৎ ঘূর্ণনে ঘূর্ণায়মান হইয়া অনতিবিলম্বেই আবার তেরশত তের সাল নামধেয় নববর্ষরূপে জগজ্জন-গণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। বঙ্গাব্দের নব-আগমনে বঙ্গবাসিগণের অপার আনন্দের উন্মেষ দেখা-দিল। সেই দিন—সেই শুভ বৈশাখের প্রথম বাসরে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই এপ্রেল) পুণ্য ভূমি বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হইতেছিল। তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট্ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প্ সাহেব সদলবলে সভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সহসা জনসাধারণের সহিত পুলিশ প্রহরিগণের গোলমাল উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ, জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সকল দায়িত্ব তাঁহার উপরে পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ গোল-মাল থামাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহা-কেই গ্রেপ্তার করিবার প্রয়াস পাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ নির্ভয়ে সানন্দে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এস, আমাকেই গ্রেপ্তার কর।" কেম্প্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজি-ষ্ট্রেট এ্যামার্স ন সাহেবের খাস কামরায় লইয়া গেলেন। সুরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি

বরিশাল কন্‌ফারেন্স।

সুগণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ গমন করিয়াছিলেন। যে সুরেন্দ্রনাথ, উচ্চ-পদাভিষিক্ত রাজপুরুষগণের নিকট যথাযোগ্য সম্মান লাভে বঞ্চিত নহেন, তিনিই কিন্তু দেশের জন্য—দেশবাসীর প্রতিনিধিত্বসূত্রে আসামিরূপে চোর ডাকাইতের মত বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্লান্ত সুরেন্দ্রনাথ একখানি চেয়ারে বসিতে গেলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যামার্সন, তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুমি বন্দী, তুমি চেয়ারে বসিতে পার না; তোমাকে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া অগত্যা দাঁড়াইয়া রহিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অবসর বা অধিকার না দিয়াই দুইশত টাকা জরিমানা হাঁকিয়া বসিলেন; যদি তাহা অবিলম্বে প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে, এক সপ্তাহকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথ দুইশত টাকা প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। অতঃপর সভায় আসিয়া ক্ষণকাল মাত্র সভার কার্য্য করিলেন।

তৎপরদিবস সুরেন্দ্রনাথ সহযাত্রিগণ সমভিব্যাহারে খুলনা-রওনা হইলেন। তিনি যখন খুলনায় যাইতেছিলেন, সেই সময় একটি ষ্টিমারঘাটে বহুতর লোক সমবেত হইয়া-তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। তিনি, তাঁহাদের প্রার্থনামত—তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইয়া, স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মাল্য-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে মাল্যগুলি আসিয়া পৌছে নাই; অথচ ষ্টিমার খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।

বরিশাল হইতে প্রত্যাগমন।

সে-কারণ দর্শকমণ্ডলী ষ্টিমারের কাছি ধরিয়া রহিলেন, কিছুতেই ষ্টিমার ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহাদিগকে কাছি ছাড়িয়া দিতে বলিলে, তবে তাঁহারা কাছি ছাড়িয়া দেন। ষ্টিমারটি খানিক দূরমাত্র যাইলে পর ফুলের মালা আসিয়া পড়ে। তখন দর্শকগণ বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে, সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশপূর্ব্বক পুষ্পমাল্য নদী-জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে বরিশাল হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার সময় প্রায় দশ, এগার জায়গায় সুরেন্দ্রনাথকে দর্শন ও বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। অতঃপর ৫ই বৈশাখ বুধবার অতি প্রত্যূষে সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গিগণসহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতার ছাত্র-সম্প্রদায় তৎপূর্ব্ব দিবস হইতেই আয়োজন করিয়া প্রস্তুত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে পর তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। অসংখ্য জন-শ্রেণী সুরেন্দ্রনাথকে পরিবেষ্টন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য, অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি মাঙ্গলিক সুরে তান ধরিয়াছে, আর এদিকে পূর্ব্ব-গগণ লোহিতরাগরঞ্জিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথাদির সম্বর্দ্ধনার্থ কিরণ বিকীরণ করিতেছে। মলয়পবন মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বত্রই সুরেন্দ্রনাথের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। শিশু, বালক ও যুবকগণ প্রাণের আনন্দে ভোরের সময় হইতে সুরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ প্রাতঃকৃত্যকালে সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপে সেই শুভ প্রাতঃমূহুর্ত্ত অতিবাহিত

হইল। প্রহরান্ত গতে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রগণের অনুরোধে কলেজ-স্কোয়ারে যাইয়া ইংরাজি-ভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

কয়েক দিন পরে সুরেন্দ্রনাথ, এ্যামার্সনকৃত অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে মোশন করিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যারিষ্টার-গৌরব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (এস, পি, সিংহ), এবং সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (এ. চৌধুরী), মকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও হোমউড্ সাহেব, এই দুই জন মাননীয় জজ মহোদয়দ্বয়ের নিকট বিচার হইল। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ-সমর্থনার্থ জ্যাকসন সাহেব বিচার-গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কিন্তু আদালতগৃহে সুরেন্দ্রনাথের বিচার শুনিবার জন্য এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে—জ্যাকসন সাহেব আদালতগৃহে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইলেন। অবশেষে আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং যাইয়া জ্যাকসন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিচারগৃহে গমন করিলেন। যথানিয়মে দুই পক্ষ হইতেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা হইল। আইনের তর্ক উঠিল; পরিশেষে বিচারপতিদ্বয় কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত হইল যে—"এই মকদ্দমা বরিশালের আপীল আদালতে রুজু হওয়া উচিত। এক্ষণে হাইকোর্টের বিচার্য্য নহে।"

এ্যামার্সন-দণ্ডের হাইকোর্ট-মোশন।

কলিকাতা হাইকোর্টে Jurisdiction question উত্থাপিত হইয়া, বিচারপতিদ্বয় কর্ত্তৃক মোশন অগ্রাহ্য হইলে পর বরিশালের ডিষ্ট্রীক্ট জজ কার্গাইল সাহেবের এজলাসে, সুরেন্দ্রনাথ, এ্যামার্সন কৃত দণ্ডের বিরুদ্ধে

বরিশালের জজের নিকট আপীল।

আপীল করিলেন। রীতিমত মকদ্দামা চলিবার পর জজ সাহেব এ্যামাস´ন কৃত দণ্ড বাহাল রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

দ্বিতীয়বার হাইকোর্ট-মোশন।

অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় এই মকদ্দামার মোশন হইল। এইবার মোশনের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ জয়লাভ করিলেন। এ্যামাস´নকৃত দণ্ড রহিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রদত্ত টাকা ফেরত পাইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বহু আলোচনার পর জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল; কিছুদিন পরে ত্যাগিবর শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের রিপণ-কলেজ তাহার অন্তর্ভুক্ত হইল না। যে সুরেন্দ্রনাথ, জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তারের সম্পূর্ণ অনুকূল; এবং জাতীয়-শিক্ষা-সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে—"আমার রিপণ-কলেজ মাতৃভূমির পদে উৎসর্গ করিব;" সেই সুরেন্দ্রনাথই তাঁহার রিপণ-কলেজ জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতেছেন না দেখিয়া, অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; কেহ কেহ বা তাঁহার প্রতি অনাস্থাবান্ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

জাতীয় শিক্ষা ও রিপণ-কলেজ।

সুরেন্দ্রনাথ, জাতীয়-শিক্ষা-সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরদেবের "অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ"র ন্যায় পরিণত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরদেব, দ্রোণাচার্য্যকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা নহে; সত্যের ভাবান্তরমাত্র। তথাপি নানা-জনে নানাভাবে বুঝিয়া থাকেন। আমাদের সমাজ-গুরু যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যের গুণবর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন—"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্।"—যাথার্থ্য রক্ষা করাই যে সত্য, তাহা নহে।

সুরেন্দ্রনাথ, যদিও রিপণ-কলেজকে মাতৃভূমির পদে অর্থাৎ

নিঃস্বার্থে—জনসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন বলিয়া নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন; তথাপি জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতই যে সংযুক্ত করিয়া দিবেন, এমন কথা স্পষ্ট বলেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে—"সুরেন্দ্রবাবু রিপণ-কলেজকে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন।" কিন্তু ইংরাজিভাষায় সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলেন যে,—তিনি স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া সুরেন্দ্রবাবুর ইংরাজিবক্তৃতা মনোযোগ-সহকারে আদ্যোপান্ত শুনিয়াছিলেন; সুরেন্দ্রবাবুর মুখ হইতে এমন একটিও শব্দ বিনির্গত হয় নাই যে, যাহা দ্বারা জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত রিপণ-কলেজকে সংশ্লিষ্ট করিবার কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। তবে—সুরেন্দ্রবাবু জাতীয়-শিক্ষা-সভায় পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছিলেন—"আমার রিপণ-কলেজ মাতৃভূমির পদে উৎসর্গিত হইবে।" তাহাতেই অনেকে বুঝিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রবাবু রিপণ-কলেজকে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবেন।

যিনি জাতীয়-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের জন্য—এবং জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—আন্দোলনসাগরে কর্ণধার সাজিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই, তিনিই কিন্তু নিজের রিপণ-কলেজটিকে জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন না। ক্রমশঃ নিত্য জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ, কালচক্রের আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে মনঃস্থ হইলেন। অতঃপর ইনি একটি "কলেজ-কাউন্সিল" গঠনপূর্ব্বক কয়েকজন দেশনায়কের উপর পরিচালনভার ন্যস্ত করিয়া, উইল-ক্রমে দেশের সর্ব্বসাধারণকে

রিপণ-কলেজটি দান করিলেন। অথচ কলেজটিকে জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজটিকে গবর্ণমেণ্টের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংশ্রব-বিচ্যুত না করিয়া, দেশের কি হিতাহিত করিয়াছেন, দূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। ভাল-মন্দ কিন্তু—ভবিষ্যৎকাল-গর্ভে নিহিত।

প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় জাতীয় প্রেমে ভরা; সেই জন্যই ইনি জাতীয় শিক্ষার গুণ-পক্ষপাতী। রিপণ-কলেজ ইহাঁর নিজের হইলেও নিজের নহে; দেশের ও দশের। ব্যক্তিগত-হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের মত কর্ণধার জাতীয়-শিক্ষা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারেন; কিন্তু বহু-সংখ্যক ছাত্ররূপ আরোহিগণের সহিত রিপণ-কলেজ-রূপ সুবিশাল তরণী লইয়া সংশয়-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জাতীয়-শিক্ষা-সমুদ্রে না নামিয়া, সুরেন্দ্রনাথ দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। রিপণ-কলেজ, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলে, সুরেন্দ্রনাথের যশঃ ও গৌরব বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু দেশের অসংখ্য ছাত্রের দশা কি হইত? সুরেন্দ্রনাথের মত নেতৃ-গুরুর পক্ষে দায়িত্ব-জ্ঞান-শূন্য হওয়া অসম্ভব। তিনি জানেন যে—দেশের লোকের হিতাহিতের ও গৌরবাগৌরবের তুলনায় তাঁহার নিজের সুনাম ও গৌরব অতি তুচ্ছ। সেই জন্যই—তিনি লোকনিন্দা সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য-সাধনে অবিচলিত। সুরেন্দ্রনাথ, স্বদেশ-প্রীতি-বশে জাতীয়-শিক্ষায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন; আবার সেই স্বদেশ-প্রীতির বশেই অসংখ্য ছাত্রের পরিণাম-মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত রিপণ-কলেজের সংশ্রবচ্যুতি ঘটাইতে নিরস্ত আছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে যে প্রথম প্রাদেশিক-সমিতির

অধিবেশন হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ, সেই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। তদবধি বহুবার প্রাদেশিক-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, প্রায় সকল অধিবেশনেই সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে ফরিদপুরে যে প্রাদেশিক-সভা হইয়া গেল, তৎসঙ্গে যে "সোস্যাল কন্‌ফারেন্স" অর্থাৎ সামাজিক-সভা বসিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিত্ব করিয়া সমাজ-সংস্কারে সচেষ্ট হইয়াছেন।

প্রাদেশিক-সমিতি ও সমাজ-সংস্কার-সমিতি।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার সুরাট-কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই পাদুকা নিক্ষিপ্ত হউক না-কেন, পাদুকাখানি সুরেন্দ্রনাথের গাত্রস্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। তথাপি সুরেন্দ্রনাথ, দেশের ও দশের সেবা করিতে ক্ষান্ত হন নাই। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথে—কিন্তু যথার্থই ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত! ধন্য ইহাঁর ধৈর্য্য! ইহারই নাম প্রকৃত বীরত্ব।

সুরাট-কংগ্রেস।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে সুরেন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি-রূপে বিলাতে "প্রেস-কন্‌ফারেন্সে" যোগদান করিবার জন্য শুভ যাত্রা করিলেন। ৪ঠা জুন তারিখে "লণ্ডনে" পৌছিয়া অভ্যর্থিত হন। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থান (বৃটিশরাজ্য ও উপনিবেশ) হইতেই প্রতি-নিধিগণ "প্রেস কন্‌ফারেন্সে" আসিয়া যোগ-দান করিয়াছিলেন। ৫ই জুন হইতে কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হইয়াছিল।

বিলাতে প্রেস কনফারেন্সে যোগদান।

"রেঙ্গুন গেজেটের" প্রতিনিধি রবার্টসন সাহেবের প্রস্তাবে সুরেন্দ্রনাথকে কমিটির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে ইনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া বিলাতের অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদাকাঙ্ক্ষী", "অপরিণামদর্শী," "অশান্ত আন্দোলনকারী" বলিয়াই বিলাতের লোকের সম্পূর্ণ ধারণা ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া, এবং ইহাঁর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া, বিলাতের লোকের সে ধারণা দূরে গেল। ইহাঁর বক্তৃতা শুনিবার জন্য চল্লিশ, পঞ্চাশ ক্রোশ দূর হইতেও শ্রোতৃবর্গ হাঁটিয়া আসিতেন! মারল্‌বরো-হাউসে, জাপানের রাজকুমার, এবং আমাদের স্বর্গীয় ভারতসম্রাট্‌ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় সুরেন্দ্রনাথের করমর্দ্দনপূর্ব্বক আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিনিধিরূপে আমাদের রাজরাজেশ্বরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে পারিয়া, আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আর,—আমাদের ভক্তিভাজন রাজরাজেশ্বর মহোদয়ও প্রজা-প্রাতনিধি সুরেন্দ্রনাথের যথাযোগ্য সম্মাননা করিয়া প্রজাবাৎসল্যের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিয়া যে সকল বক্তৃতায় বিলাতের লোককে মুগ্ধ করিতে পরিয়াছিলেন, তাহাতে—বৃটিশরাজনীতি ও বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর আলোচনা ছিল; ভারতে বৃটিশ-রাজত্বের স্থায়িত্ব-কামনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল, আর ছিল—অতুলনীয় বাগ্মিতা! এতৎসম্বন্ধে "ন্যাটাল সোসাইটী অফ জার্ণালিষ্টস্" নামক সভায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে "ক্যাটিরা উডহেড্‌" নামধেয় জনৈক ইংরেজ বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "The native Indian deligate, the Hon. Surendranath Banerjee, Editor of the Bengalee, Calcutta, was the most eloquent of the whole party with better command of the English language as a speaker than any of us. At Manchaster he delivered a remarkable oration, and as I happened to be seated next to him, I can bear testimony to his exceptional lung power, although a man over 60 Years of age. It was easy to emagine the rousing effect of speeches by such an exceptional and well-informed man on the hordes of India. No wonder he was garlanded by Indian students in England.

Lecture by
COWTTIRA WOODHEAD, F. G. I.
of the "Natal Mercury,"
to the Natal Society of Journa'ists.
Durban, October, 1909.

ভাবার্থ—যে একজন ভারত সন্তান, ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি-রূপে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতার "বেঙ্গলি"-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় বৈঠকের বক্তৃদলের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাবসিদ্ধ বক্তা! বক্তা হিসাবে ধরিলে, আমাদের সকলের অপেক্ষা তাঁহার ইংরাজি ভাষায় অধিকার

অধিক! তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি অদ্ভুত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার সময় দৈবক্রমে আমি তাঁহার পার্শ্বেই বসিতে পাইয়াছিলাম; সে কারণ আমি তাঁহার ফুসফুস-শক্তির অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদিও তাঁহার বয়স ষাইট বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তবুও অতি আশ্চর্য্যকরী বক্তৃতা-শক্তি! তাঁহার ন্যায় একজন অসাধরণ সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ভারতের যে কত শুভফল ফলিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ, তাঁহাকে যে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সবজজ ও খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহোদয়, লোকান্তরিত ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিয়া যে "কবিতা মালা" পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে "সংগ্রাহকের নিবেদন" প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন; তাহাই সন ১৩১২ সালের কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারত" পত্রিকায় "মা" শীর্ষকপ্রবন্ধে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই উল্লিখিত আছে,—"সুরেন্দ্রবাবুকে যিনি যাহাই বলুন, তিনি এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রধান ও প্রথম নেতা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।" দেবেন্দ্রবিজয়বাবু ও গোপালবাবু, সুরেন্দ্রনাথের নিকট মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িতেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া—তখনকার নানাবিয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর নেতৃ-নির্ব্বাচন।

সন ১৩১৩ সালের ১৫ই বৈশাখ শনিবার, বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাড়ীতে একটি বিরাট সভায়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই "ভাণ্ডার" পত্রিকায় "দেশনায়ক"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে—"এই সভাস্থলে, দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁর নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলা দেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর "দেশনায়ক।"

আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজঃ—যাঁহাতে একত্র মিলিত, যিনি স্বরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্য্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশেখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশ-নায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।”

দুই একটি পরোপ-কারিতার পরিচয়।

সুরেন্দ্রনাথ যখন মেট্রপলিটানে অধ্যাপনা করিতেন, সেই সময় একটি বালক তাঁহার শরণাপন্ন হন। বালক ডাক্তারি পড়িবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় নিজব্যয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাহার থাইবার থাকিবার ও পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বালক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ভি, এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ডাক্তারি করিতেছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, নিবাস—২৪ পরগণা জেলায় কাশীনগর পোষ্টাফিসের অধীন প্রাণকৃষ্ণনগর গ্রামে। আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে—রিপণ-কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল, মহোদয় রোগ-শয্যায় অনেক দিন শায়িত থাকিয়া, পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বাবুর (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল) মুখে শুনিয়াছি—“যতদিন গোবিন্দবাবু বাঁচিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ ততদিন তাঁহার বেতন দিয়াছিলেন। যদিও গোবিন্দবাবুর পরিবর্ত্তে অন্য অধ্যাপককে

বেতন প্রদান করিতে হইয়াছিল, তবুও সুরেন্দ্রনাথ গোবিন্দ বাবুকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের এরূপ পরোপকারিতার জয়ধ্বনি অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়।

যে গুণ থাকিলে মানুষকে দেবতার ন্যায় পূজা পাইবার যোগ্য করিয়া তুলে, সুরেন্দ্রনাথে আমরা সেই অমায়িকতা গুণ পূর্ণমাত্রার দেখিতে পাইয়া থাকি। সুরেন্দ্রনাথকে সকলেই বড়লোক বলিয়া অবগত আছেন; ইঁহার বড়ত্ব টাকার নহে, বিদ্যাবত্তায় নহে, বদ্ধিমত্তায় নহে, বাক্‌দক্ষতায়নহে, শুদ্ধ অমায়িকতায়! একটি অতি সারগর্ভ সংস্কৃত শ্লোক আছে; তাহার ভাবার্থ এই যে,—তুলাদণ্ডের অর্থাৎ দাঁড়ি-পাল্লার যে দিক নিম্নস্থ হয়, সেই দিকের জিনীসেরই গুরুত্ব অর্থাৎ ভারত্ব সপ্রমাণ হয়। সুরেন্দ্রনাথ, নম্রতায় আদর্শ।

অমায়িকতা।

সুরেন্দ্রনাথ, কখনও "হ্যাট-কোট" পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হন নাই। বাল্যে ইনি কাপড়-চোপড় পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রথমে যখন বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তখন পেণ্টুলেন এবং লংকোট ও পার্শীকোট ব্যবহার করিতেন। টাই-কলার প্রভৃতি ইংরাজি ধরণের পোষাক, জীবনে কখনও ব্যবহার করেন নাই। যখন ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন, তখনও ঐ পেণ্টুলেন আর লংকোট! তৎপরাবধি চোগা-চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় পোষাক পরিচ্ছদের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবৃতি এইরূপ।

পোষাক-পরিচ্ছদ।

সুরেন্দ্রনাথ, বৃথা সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসেন না। সময়কে ইনি মহামুল্য মনে করেন। ইঁহার মত সময়দর্শী (Punctual)

বাঙ্গালীর মধ্যে অতি বিরল। ইনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন—"আমার মরিবার সময় নাই"। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ—সর্ব্বদাই ইনি কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে,—আদৌ অবসর থাকে না! সুরেন্দ্রনাথ, অহর্নিশ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বটে, কিন্তু ইনি খাইবার ও নিদ্রার নির্দ্ধারিত সময়ের কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন না। সেই জন্যই ইহাঁর স্বাস্থ্য এত ভাল। বর্ত্তমান কালের তিন চারিজন যুবকের আহার্য্য, বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ একাই আহার করিতে পারেন; ভোজনশক্তিই ইহাঁর কর্ম্মক্ষমতার অন্যতম প্রধান সহায়। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন, সুরেন্দ্রনাথকে মরিবার অবসর না দেন। এক-দেহে মানুষ চিরজীবী হইতে পারেন না বটে, কিন্তু কৃতকর্ম্মরূপ যশোকীর্ত্তিই মানুষকে মরিবার অবসর না দিয়া চিরজীবী করিয়া রাখে।

সময়ের মূল্য জ্ঞান।

১৩১৩ সালের ২৯শে ভাদ্র অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর হিতবাদী পত্রিকায় "সুরেন্দ্র-বিদ্বেষ" শীর্ষক প্রবন্ধে জনৈক পত্র-লেখক লিখিয়াছিলেন—"হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ-বরেণ্য সুরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ ও জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন; সুরেন্দ্রনাথের সম্মান তাঁহার বিপুল স্বার্থত্যাগের ফল; তাঁহার অমানুষী প্রতিভা, তাঁহার অদম্য তেজঃ, অতুল জন-প্রীতি ও সহানুভূতি তাঁহাকে একমাত্র দেশনায়ক করিয়া তুলিয়াছে। "পূর্ব্বোক্ত জয়মালা দানের ঘটনাটি আর কিছুই নহে, কেবল যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ স্বদেশের জন্য ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাঁহার জন্য এই দেশব্যাপী মিলন ও শুভ আন্দোলন—সেই সর্ব্ব-

জন-পূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে সম্মান করিয়া আপনারা সম্মানিত হওয়া। সমাজগুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সুরেন্দ্রনাথের শিরে জয়-মুকুট ও আশীর্ব্বাদ অর্পণ করিয়া সমাজগুরুর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।"

১৩১৩ সালের ১৪ই পৌষ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরের "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিত আছে,—"সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সুসন্তান, ভারত জননীর গৌরবস্থানীয়, আমাদের নব্যতন্ত্রের গুরুতুল্য; তাঁহাকে গালি দিয়াছি, তাঁহার অসম্মান করিয়াছি, এরূপ মিথ্যা কথার কি কোনও উত্তর আছে?—আমরা শিল্পমেলায় ইংরাজিয়ানার সমর্থন করি নাই, কিন্তু সেজন্য সর্ব্বজন-বন্দনীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি আমরা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি, এরূপ মনে করা কেবল সুরেন্দ্রবাবুর অন্ধ উপাসকগণের পক্ষেই স্বাভাবিক।"

১৩১৩ সালের ২৮শে পৌষের "বসুমতী"তে লিখিত আছে,— "সুরেন্দ্রবাবু জননায়ক, দেশপূজ্য,—আমাদের রাজনীতিক গুরু।"

১৩১৪ সালের ৮ই আশ্বিন অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর তারিখে পার্শীবাগানে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারাবাসে সহানুভূতি-প্রকাশ-সভায় সভাপতিরূপে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"দেশহিতকর কার্য্যে সকলের মধ্যে যে মতের একতা হইবে, এরূপ আশা আমি করি না। মতের অনৈক্য যদি ব্যক্তিগত মনোমালিন্যে পরিণত না হয়, তাহা হইলে, এরূপ মতানৈক্যকে আমি মন্দ বলিতে পারি না। বিপিনবাবুর রাজনীতিক অভিমতির সহিত অনেকেরই মতের মিল হইত না, আমারও যে তাঁহার সহিত সকল সময়ে মতের মিল হইয়াছে, তাহা আমি বলি না; ভবিষ্যতেও তাঁহার অভিমতির সহিত অনেক বিষয়ে আমার অনৈক্য হইতে

পারে! কিন্তু সে জন্য তাঁহার এই কারাবাসে যে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিব না, এরূপ কোন কথা নাই। যদি কোন দেশ-হিতৈষী, দেশের কার্য্য করিতে গিয়া বিপন্ন হন, তাহা হইলে, আমি তাঁহার জন্য আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিব; এবং যদি আমার চেষ্টায় তাঁহার কণামাত্র কষ্ট দূর হয়, তাহা হইলে, আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিব। আমি একবার কারাবাসের কষ্টভোগ করিয়াছি। যদি কাহাকেও স্বর্ণপিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়া মানবের ভোগ-বিলাস-সাধনের যাবতীয় উপাদানে পরিপোষিত ও পরিবেষ্টিত রাখা যায়, তাহা হইলেও, সে বন্দী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"স্বদেশী কার্য্যে আমাদের বালকেরাই প্রথমে অগ্রসর হইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমি তোমাদিগকে কোনরূপ অবৈধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলি না, বরং বারংবার নিষেধ করিতেছি, শান্তি ও রাজবিধানের অনুবর্ত্তিতা তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি।" ইত্যাদি—

সন ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসের "বসুধা" পত্রিকায় চিরকুমার-সন্ন্যাসী পরিব্রাজক স্বর্গীয় মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, "স্বর্গীয় দুর্গাচরণ"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে বর্ত্তমানযুগে, যে স্বনামধন্য মহাপুরুষ রাজনৈতিক আলোচনার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক, যিনি অসাধারণ বাগ্মিতা কার্য্যকুশলতা, অধ্যবসায়, সাহস ও বিদ্যাবত্তায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এতদুভয় দেশে তুল্যভাবে সম্মানিত এবং যাঁহার নাম ভারত-ভূমিস্থ প্রত্যেক গৃহস্থে সুপরিচিত, সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্যধর জনকের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ যেমন পিতার উপযুক্ত পুত্র, দুর্গাচরণও তেমনি সন্তানের যথাযোগ্য জনক বলিয়া সম্মানিত—সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁরা উভয়েই ভাগ্যবান্; উভয়েই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। এদেশে পিতা ও পুত্র প্রায়ই সমভাবে উপযুক্ত হয় না, বরং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়; কিন্তু দুর্গাচরণ ও সুরেন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র।”

১৩১৬ সালের আশ্বিন অর্থাৎ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারীদেবীর সম্পাদিত “ভারতী”-পত্রিকায় “সুরেন্দ্রনাথের একটি কল্পনা”-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে,—“বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসীর নিকট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যে সকল মহাপুরুষ একটা সম্মিলিত জাতীয় ভাব পুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টায় কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ সেবা ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথই এই মহাব্রত-সাধকদিগের গুরু—পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ তাঁহাকে ভারতে এই বর্ত্তমানে জাতীয়ভাব-স্রষ্টাস্বরূপে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল বঙ্গদেশ নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিচ্ছিন্নশক্তিকে এক করিবার জন্যও ইনি যে কিরূপ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। ধনীর ধনগৌরব চিরদিন থাকে না—মানীর মানসম্ভ্রম চিরদিন থাকে না,—কিন্তু ভারতগৌরব সুরেন্দ্রনাথের নাম কীর্ত্তি, ভারতবাসীর ইতিহাসে, অক্ষয় অমররূপে চিরবিরাজিত থাকিবে, সেবিষয়ে সংশয়মাত্র নাই।”

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী।

“আর্য্য-দর্শন” মাসিক পত্রের সম্পাদক ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, এবং “নব্যভারত” সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ

রায়, বি, এল, সাধুনন্দন বর্ম্মণ প্রভৃতি মহোদয়গণ, সুরেন্দ্রনাথকে নব্যবঙ্গের গঠনকারী বলিয়া স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অতিরিক্ত বোধে সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতে ক্ষান্ত রহিলাম। তবে—কারাবাসের সময় সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণের রচিত এই সংস্কৃত পত্রখানিমাত্র এখানে প্রকাশ করিলাম।

সুরেন্দ্র-প্রতিপত্তি।

সুরেন্দ্রং প্রতি ভট্টপল্লীনিবাসিনাং সান্ত্বনবাক্যম্।

হে সুরেন্দ্র মহাভাগ ধন্যস্ত্বং ধরণীতলে।
যস্যার্থং ভারতং সর্ব্বং ভৃশং শোচতি সাম্প্রতম্॥
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় কারাগৃহমলঙ্কৃতম্।
যৎত্বয়াদ্য মহাসত্ত্ব মন্যে তৎ ত্রিদিবোপমম্॥
ধন্যং কারাগৃহং বঙ্গে ধন্যাঃ কারানিবাসিনঃ।
যস্মিন্ সুরেন্দ্রো ধর্ম্মাত্মা ভাসতে ব্রহ্মতেজসা॥
আসীৎ কারাগৃহং পূর্ব্বং নরকাদপি দুঃখদম্।
ত্বৎপাদস্পর্শনাদদ্য স্বর্গাদপি সুখপ্রদম্॥
বরং কারাশ্রয়স্তস্য স্বজাতিহিতসাধনাৎ।
ত্বৎকৃতের্ভারতং সর্ব্বং সজীবমিবলক্ষ্যতে॥
মা বিষীদ মহাসত্ত্ব স্বজাতিহিতমাচরন্।
অট্টালিকাসহস্রেভ্যো বরং কারাগৃহং তব॥

নাস্তি তে সদৃশো লোকে ভারতস্য হিতৈষিণঃ।
ব্যসনং যৎত্বয়া প্রাপ্তং ভারতস্যৈব তদ্ধ্রুবং ॥
নচৈতদ্ ব্যসনং মন্যে সম্পদং পরমং হিতাম্।
যদর্থে শতশো লোকাঃ ক্ষুব্ধা ব্যথিতমানসাঃ ॥
অহো চিত্তং হি সাধূনাং চরিতং লোমহর্ষণম্।
প্রাণানপি তৃণীকৃত্য দেশমুন্নময়ন্তি যে ॥
আহুতেন ঘৃতেনোগ্রং যথা জ্বলতি পাবকঃ।
সাধো তথাপমানং ত্বাং নূনং সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥
ধন্যা ভারতভূরদ্য ত্বয়া পুত্রেণ পুত্রিণী।
ধন্যা বয়ঞ্চ যেষাং হি ভ্রাতা দুঃখানুভাবকঃ ॥
জীব বর্ষশতং ভ্রাতঃ স্পৃহণীয় গুণোজ্জ্বল।
ভারতং বিগতপ্রাণং প্রাণয়ন্মংহিতেরতঃ ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যেক মনুষ্যই বিশ্বস্রষ্টা জগদ্‌গুরুর নিকট হইতে জীবনের কর্ত্তব্য-মন্ত্রের দীক্ষা পাইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্বভাব বা অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম।

জীবনব্যাপিনী সাধনার জন্য যিনি এইরূপে যে কোন এক বা একাধিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মর্ত্ত্য-সংসারে আগমন করিয়াছেন, তিনি তত্তৎ-মন্ত্রের অনুশীলন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। জীবন-দাতা প্রকৃতি-পুরুষরূপবিশিষ্ট জগদ্‌গুরুর প্রদত্ত কর্ত্তব্য-মন্ত্র, জীবনী শক্তির সূক্ষ্মবীজ; সেই সূক্ষ্মবীজ, জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই জগজ্জীবন গুরুদেব, জীবের অস্থি-মজ্জায়, শিরায়-শোণিতে, হৃদয়ে ও মনে এবং প্রাণে, সর্ব্বত্র উপ্ত করিয়া দেন। জগদ্‌গুরু-প্রদত্ত বীজমন্ত্র সাধনায় ক্রমে প্রস্ফুরিত হইয়া কার্য্যরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রক-টিত হয়। যিনি যে মন্ত্রের সাধক, তাঁহার কৃতকর্ম্মই তাহার পরিচয় প্রদান করে। যিনি প্রকৃতিলব্ধ আত্মগত বিশেষত্ব সঠিক বুঝিয়া, সধর্ম্ম বা স্বভাব সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া, মন্ত্রসাধনায় দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধক। জগতের ইতিহাস ও পুরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানিতে পারা যায় যে—কেহ এক মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আবার কেহ এক সঙ্গে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ অথবা ততোধিক প্রকার মন্ত্র-জাগরণে সংসিদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহাদিগের মধ্যে এক সঙ্গে সর্ব্ববিধ মন্ত্র জাগরিত হইয়াছিল, তাঁহা-রাই লোকাতীত পুরুষ বা ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত ও জগৎপূজ্য। গণতা, যাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য,—তিনি জগদ্‌গুরু-

কর্ত্তৃক গাণপত্য-মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্র-মতে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি স্বদেশবাসিগণকে একতা-মাল্যে গ্রথিত করিবার জন্য আজীবন বদ্ধপরিকর, এবং দেশবাসি-গণও যাঁহাকে গণপতির ন্যায় অগ্রমান্য করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বভাব-স্বধর্ম্মের ভিত্তি গাণপত্য ধর্ম্মের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যে গাণপত্য মন্ত্রের জাগরণে চিরসেবার্হ ব্যক্তিকেও জনসেবা-ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিতে অনুরাগী করিয়া তুলে, এবং নিরহঙ্কার হইতে শিক্ষা দেয়; সুরেন্দ্রনাথ সেই মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং জন্মগত মন্ত্রের অনুশীলন করিয়া বিকাশের পরি-ণতির পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের মহাজনগণ বলিয়াছেন—"প্রকাশে দৃশ্যতে ছায়া দর্পণে নির্ম্মলে যথা" অর্থাৎ বিকাশশীল পদার্থমাত্রেই স্বচ্ছ, নির্ম্মলও প্রাতিফলিক; দর্পণই তাহার দৃষ্টান্ত। সূর্য্য, চন্দ্র ও পুষ্পের বিকাশ আছে; সেই জন্যই মহিমান্বিত, পূজ-নীয় ও আদরণীয়। এরূপ অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথকে সৌর-চান্দ্র-মন্ত্র-সিদ্ধ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যে শৈবধর্ম্ম, অমৃত বিতরণ করিয়া নিজেকে—কালকূট ভক্ষণ করিতে সমর্থ করিয়া তুলে, এবং অপরের গলে মণিহার পরাইয়া দিয়া—নিজের গলায় ফণিহার দোলাইয়া—চিতাভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে শিক্ষা দেয়; সুরেন্দ্র নাথ সেই মন্ত্রানুশীলনে জীবনে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; সেইজন্য ইহাঁকে শিব-মন্ত্রোপাসক বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ, স্বদেশবাসিগণকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া, এবং নিজকর্ম্মগুণে দেশবাসীর হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া, বৈষ্ণবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণবের ন্যায় প্রেম-পূতজলে হৃদয় বিধৌত করিয়া হৃদয়কে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য 'সুরেন্দ্রনাথের বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসনা সংসিদ্ধ হইয়াছে' বলা যাইতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ. আত্মশক্তির সাধক। অতএব ইহাঁকে শাক্ত বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ, শাক্ত হইলেও, শাক্তীক নহেন; ইনি সাত্ত্বিক শাক্ত। ইহাঁর' শক্তি-সাধনায়—উগ্রতা নাই, নৃশংসতা নাই, অশান্তির ভাব নাই; আছে কেবল—সংযম, রক্ষণশীলতা; এবং মাতৃ-সেবায়—কর্ত্তব্য-সাধনায়—অদম্য দৃঢ়তা! বর্ত্তমান ভারতে আমরা সুরেন্দ্রনাথের মত আদর্শ সাত্ত্বিক শাক্ত দেখিতে চাই; শাক্তীকের ন্যায় শাক্তের প্রার্থনা করি না।

সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতি গগনের শশধর। দেশের মঙ্গল সাধন করাই ইহাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বা লক্ষ্য। অনেক সময় মেঘরূপ অন্তরায় আসিয়া সুরেন্দ্র-শশধরকে নিষ্প্রভ করিবার প্রয়াস পাইয়া আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে সুরেন্দ্রের সুরেন্দ্রত্ব হ্রাস না পাইয়া বরং আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। পুষ্প যেমন সুপ্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করে, এবং সৌন্দর্য্য দেখায়, সুরেন্দ্রনাথেরও আমরা তদনুরূপ সুবিকাশ গৌরব অনুভব করিতেছি। চন্দ্রদেব ঘোর নিশীথেও সমগ্র জগৎ আলোকিত রাখেন, আমাদের সুরেন্দ্রনাথও তদ্রূপ আঁধার-ভারত আলো করিয়া আছেন।

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় রবারের মত। রবারকে যেমন যত অধিক জোরে আছড়াইবে, ততই অধিক ঊর্দ্ধে উঠিবে, তেমনি মানুষের সদিচ্ছাময় হৃদয় যত অধিক বেগে আছাড় খাইবে, ততই উন্নতি-মার্গে উত্থিত হইবে। সুরেন্দ্রনাথ রবারের মত হৃদয় পাইয়া প্রবলবেগে আঘাত খাইয়া এতদুর উন্নতিমার্গে উঠিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় কাঁচা মাটির ন্যায় কোমল উপাদানে গঠিত নহে; সেইজন্যই ইহাঁর হৃদয় এত শক্ত! সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়-কন্দরে চাপ পড়িলে, হৃদয়-আধার ছিঁড়িয়া যায় না,—বাড়িয়া যায়; কাঁচামাটির হৃদয় হইলে ছিদ্র বা ভগ্ন হইতে পারিত; আবার পোড়ান পাকা মাটির হৃদয় হইলে কঠোর হইত; রবারবৎ উপাদান-গঠিত হৃদয় বলিয়াই, একাধারে কোমলতা, দৃঢ়তা, সংপ্রসারণতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণের অধিকারী হইয়া, সুরেন্দ্রনাথ নব্য-ভারতের অদ্বিতীয় পুরুষ হইতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। অনেকে হয় ত একথা বিশ্বাস করিতে না পারেন; কারণ—সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া বিলাত গিয়াছেন, সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়াছেন, কখনও কোষাকোষি লইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসেন নাই, এ অবস্থায় তিনি যে ধার্ম্মিক,—একথা শুনিলে সানাতনিক আচার-নিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে বস্তুতই সহসা বিস্ময় উৎপাদিত হয়। যদিও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়; তথাপি নিঃসংশয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বলিব,—'সুরেন্দ্রনাথ ধার্ম্মিক মহাপুরুষ'! আমাদের নীতি-শাস্ত্রেই উক্ত আছে ঃ—

"তে ধন্যা মানবা নিত্যং মনুজেষু মহীতলে।
পরদুঃখবিনাশায় যেষাং গচ্ছতি জীবনম্॥
কৃত্বা কার্য্যাণ্যশেষাণি দেশস্য মঙ্গলায় যে।
অন্তে গচ্ছন্তি তৎপাদং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥"
"নিত্যং পরোপকারেণ পরকষ্টবিমোচনাৎ।
সততং প্রীণনং যেষাং দেশস্য হিতসাধনে॥
জ্ঞানালোচনকার্য্যে বা ধর্ম্মস্য পরিবর্দ্ধনে।
সফলং জীবনস্তেষাং যেষাং যাতি দিনন্দিনম্॥"

শ্রীমং ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

(সুরেন্দ্রবাবুর পুত্র)

"পরার্থে জীবনং যস্য ক্ষীয়তেঽনুদিনং ভুবি।
মহৎপুণ্যং ভবেত্তস্য কিমুতস্যাবশিষ্যতে॥"
"ন দ্বেষ্টা নিন্দকো যো বা সকলানাং হিতৈষী যঃ।
পরার্থে জীবনং যস্য মিষ্টভাষী প্রিয়ংবদঃ॥
যঃ সুশীলঃ সমদ্রষ্টা শান্তো দান্তো মনোহরঃ।
স্বজনানাং পরেষাঞ্চ স চ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ॥"
"কেনাপি ন বিরোধী যঃ সদা সর্ব্বোপকারকঃ।
ভুব্যেহ বর্ত্ততে যশ্চ স নিত্যং লভতে সুখম্॥"
"পরেষামুপকারার্থং সাধূনাং জীবিতং ধ্রুবম্।"
"ধর্ম্মজ্ঞানেন সম্পন্নো বিদ্যাবুদ্ধি সমন্বিতঃ।
দয়া-দাক্ষিণ্য-সংযুক্তঃ পরক্লেশ-নিসূদনঃ॥
ঈর্ষাদ্বেষবিহীনো যঃ সদামর্ষবিবর্জ্জিতঃ।
বিধূতো লোভমোহাভ্যাং জিতকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
এতেঽন্যে চ গুণা যস্য বিদ্যন্তেঽত্র ধরাতলে।
স নরো হি নরো জ্ঞেয়ঃ সকলানাং প্রশংসিতঃ॥"

শুনিয়াছি,—সুরেন্দ্রনাথ বলেন—"স্বদেশ-সেবাই আমার ধর্ম্ম।"

সুরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে এক পুত্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার নাম—শ্রীমৎ ভবশঙ্কর। বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। তিনি রিপণ কলেজে Intermidiate 2nd yearএ পড়িতেছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পিতৃপদাঙ্কানুসরণে সমর্থ হউন। পুণ্যকর্ম্মা সুরেন্দ্রনাথের পুণ্যফলে পুত্র সুখী হইবে নিশ্চিতই।

শ্রীমৎ ভবশঙ্কর।

সুরেন্দ্রনাথের পাঁচকন্যা। পাঁচ কন্যারই অতি সুযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা, সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ;* দ্বিতীয়া শ্রীমতী স্নেহলতা, ব্যারিষ্টারশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ মুন্সেফ শ্রীযুক্ত স্ফুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ; তৃতীয়া শ্রীমতী সরসিবালা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর †, এবং চতুর্থী শ্রীমতী সুধাংশুবালা, কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রায়ের ‡ ; ও কনিষ্ঠা শ্রীমতী সরযূবালা, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চরণ চট্টোপাধ্যায়ের § সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের জামাতা পাঁচজন প্রায় সকলেই সমকৃতবিদ্য এবং সাধারণের নিকট সুপরিচিত।

কন্যা ও জামাতৃগণের পরিচয়।

* লেপ্টেনান্ট কর্ণেল ডাক্তার ইউ, এন, মুখার্জ্জী, এম, ডি, ।

† ব্যারিষ্টার জে, চৌধুরী, এম, এ, "উইক্লি নোটসের" সম্পাদক।

‡ ডাক্তার এস, কে, রায় এম, বি, সি, এম, ইত্যাদি।

§ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, বি, এ।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জিতেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর। ইহাঁর বয়স এক্ষণে আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর হইবে। ইনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ইহাঁর শারীরিক সামর্থ্য ও সৎসাহসের পরিচয় ভারতবাসিমাত্রেই অবগত আছেন। শুদ্ধ ভারতবাসী কেন—ইংলণ্ডের ও অন্যান্য স্থানের অনেকেই ইহাঁর বলবত্তার যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথ "সংস্কৃত কলেজে"র স্কুল বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে "মেট্রপলিটান কলেজে" অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন "মেট্রপলিটানে" অধ্যাপক ছিলেন, জিতেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার নিকট পড়িতেন। পঠদ্দশায় জিতেন্দ্রনাথ যে সকল তেজের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালক-জিতেন্দ্র, অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত "গুণ্ডা"র সর্দ্দারকে পর্য্যন্ত ভীত, সন্ত্রস্ত ও শাসিত রাখিয়াছিলেন। ইনি অনেক সময়ে দ্রুতগতিবান্ ঘোড়ার গাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া আরোহণ করিতেন। গর্ভধারিণীকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করিতেন না। ইহাঁর দাদারাও ইহাঁকে খুব স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইনি "জীমনাষ্টিক" করিতেন; আর সলবণ ভাতের ফেন, আদর করিয়া খাইতেন। ইনি চীনাবাদামেরও বড় ভক্ত ছিলেন। চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সের সময় জিতেন্দ্রনাথকে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-দলভুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছায়, নাটোরের

জিতেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রাজা বাহাদুর চন্দ্রনাথ রায়, ইহাঁকে জেনেরল থেসিজার নিকট লইয়া যান। সেই সময় জিতেন্দ্রনাথ, শরীরপরীক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রেরিত হন। ডাক্তার গেয়ার জিতেন্দ্রনাথের শরীর-পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষীয় বালকের মধ্যে এমন সবল স্বাস্থ্য আমি আর কাহারও দেখি নাই"। অবিলম্বে বালক-জিতেন্দ্রনাথের ব্যারিষ্টারি পড়িবার ইচ্ছা হইল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেজন্য বিলাত গমন করিলেন। বিলাতে যাইয়া "মিডল টেম্পলে" ও "ইউনিভার্সিটি কলেজে" ভর্ত্তি হইয়া যথানিয়মে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লে, ইহাঁকে ইংরাজি পড়াইতেন; এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এমন কি প্রতি রবিবারে জিতেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সেখানে ইংরেজ যুবকেরা অনেকবার ইহাঁর বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তাঁহাদের একাধিক-জনের সমষ্টিগত বলের নিকটেও পরাভূত হন নাই! আমাদের রাজরাজেশ্বরী, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, জিতেন্দ্রনাথের অমিততেজের কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টা হন। তাঁহার ভারতরাজ্যের বিশেষতঃ বাংলার জলবায়ুতে আধুনিককালে এমন সৎসাহসী বলবান্ সন্তান যে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া মহারাণীর হৃদয়ে অপার আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। তাই তিনি জিতেন্দ্রনাথকে, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুযায়ী জিতেন্দ্রনাথ, মাতৃ-স্বরূপিণী মহারাণীর-স্নেহদৃষ্টি সমীপে উপনীত হইয়া জীবনের সার্থকতা অনুভব করিয়াছিলেন। মহারাণীর আদেশক্রমে জিতেন্দ্র-নাথকে দীল্লির জরি দেওয়া তাজ প্রভৃতি ভারতীয় সৌখীনশিল্পের পোষাক পরিধান করিয়া প্রায়ই রাজদরবারে (Levee) উপস্থিত

হইতে হইত। (অবশ্য ধুতি চাদর পরিয়া নহে !) অল্পদিন মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেও ইনি কয়েক বৎসর কাল বিলাত-প্রবাসে ছিলেন। তথায় অবস্থিতি করিয়া Liberal federation Election Agencyর অর্থাৎ "উদারনীতিক সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচন সচেষ্ট সমিতি"র কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া, পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন সময়ে উদারনীতিক দলের সাহায্য করিতেন। লালমোহন ঘোষ মহোদয় যখন পার্লামেণ্টের সদস্যপদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন জিতেন্দ্রনাথ, তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের সভাপতিত্বে "নর্থব্রুকক্লাব" নামে যে একটি সভা বিলাতে ছিল, জিতেন্দ্রনাথ তাহার সেক্রেটরি; এবং "ওয়ার্কম্যানক্লাব" প্রভৃতি আরও তিন চারিটি সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। মিস ম্যানিংয়ের যে "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন" ছিল, লর্ড হব্‌হাউস প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ, তাহার পরামর্শ সভার বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন; জিতেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী হইলেও সেই পরামর্শ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া, স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সহিত ভারত-সন্তানগণের সদ্ভাব-রক্ষা করাই সেই সভার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। জিতেন্দ্রনাথ "এ্যাডভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া" সংবাদপত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা ছিলেন; আর মিস ম্যানিংয়ের যে একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা ছিল, ইনি তাহাতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ, যখন বিলাতে গিয়া ভারত-বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন; জিতেন্দ্রনাথ, সে আন্দোলনে সবিশেষ সাহায্য

করিয়াছিলেন।৮ বিলাতে ইংরেজ সম্প্রদায়ের সহিত জিতেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বিলাতের অনেকে ইহাঁকে তথায় চিরস্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে—"আমি গর্ভধারিণী 'মা'কে আর জন্মভূমি 'মা'কে ভুলিয়া এখানে চিরস্থায়িভাবে বাস করিতে পারিব না।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইনি ইহাঁর বাল্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এ, সি, ব্যানার্জী; ইনি জিতেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন) সহিত একত্র অবস্থান করিতেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীটে গিয়া বাস করিলেন; তদবধি তথায় অবস্থান করিতেছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি ভলেণ্টিয়ার ব্যাটালিয়নের কর্ণেল (স্যার) লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয় (কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধানতম জজ) জিতেন্দ্রনাথকে ভলেণ্টিয়ার দলভুক্ত করিয়া লন। অতঃপর নয় মাস কালের মধ্যেই ইনি সুদক্ষতা দেখাইয়া সার্জ্জেণ্টের পদে উন্নীত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে টালার ভীষণ দাঙ্গার সময় ইনি ভলেণ্টিয়াররূপে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া অবিলম্বে শান্তিরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ, যুদ্ধবিদ্যায় সুপারদর্শিতা দেখাইয়া, শীঘ্র শীঘ্রই তিনটিপদ উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলার সার্জ্জেণ্ট অর্থাৎ সিনিয়ার সার্জ্জেণ্ট এবং অতঃপর পাইওনীয়ার সার্জ্জেণ্ট অর্থাৎ একটী দলের প্রধান চালক হইয়াছেন। একমাত্র ইনি আছেন বলিয়াই, ইনি যে সৈন্যদলের প্রধান—সেই দলটির অস্তিত্ব রহিয়াছে! নিজ অর্থব্যয়ে ইনি সেই সৈন্য-

দলটির পুষ্টিসাধন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালন করিতেছেন। যুদ্ধবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ইহাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও সম্মান করেন। সৈনিকেরা ইহাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিদ্যায় জিতেন্দ্রনাথ উচ্চশ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন; এবং যুদ্ধবিদ্যার পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে ইহাঁর নিজদলের শিক্ষাদানের ভার সম্পূর্ণই ইহাঁরই উপর ন্যস্ত। ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া, দেশে ফিরিয়া অবধি ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। ব্যারিষ্টারি করিয়া যে টাকা উপার্জ্জন করেন, নিজ-খরচ বাদে উদ্বৃত্ত টাকা দেশের নানাপ্রকার সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য উইল লিখিয়া দিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথ অবিবাহিত থাকিয়া, চিরকৌমারব্রত পালন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

জিতেন্দ্রনাথ, ১৮ বৎসর কাল রিপণ কলেজের আইন অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন; অল্পদিন পূর্ব্বে অধ্যাপনা কার্য্যে অবসর লইয়াছেন। ইনি এতদ্দেশীয় রাজনীতিক প্রভৃতি কোন প্রকার আন্দোলনে যোগদান করেন না; পরোপকার দ্বারাই দেশের কাজ করিতে ভালবাসেন। নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে ইহাঁর অত্যন্ত আগ্রহ। দেশের লোকের শারীরিক বল ও চরিত্রবল বর্দ্ধনই ইনি আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করাই ইহাঁর আন্তরিকী বাসনা। জিতেন্দ্রনাথ অতি অমায়িক ব্যক্তি। জগদীশ্বরের কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করুন।

সম্পূর্ণ।